

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি গাইডলাইন, ২০২২  
**Guidelines for Quality Control Laboratory of DLS, 2022**

সংক্ষেপে (in short)-

কিউসি ল্যাব ডিএলএস গাইডলাইন  
**Guidelines for QC Lab DLS**



প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ  
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা

জুলাই ২০২২



প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি গাইডলাইন, ২০২২  
Guidelines for Quality Control Laboratory of DLS, 2022

সূচীপত্র

| ক্রমিক | বিষয়   | পৃষ্ঠা |
|--------|---|--------|
| ১.০    | ভূমিকা  | ৪      |
| ২.০    | সংজ্ঞা  | ৪      |
| ৩.০    | গাইডলাইন এর উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ  | ১০     |
| ৪.০    | ল্যাবরেটরি প্রাসঙ্গিক   | ১০     |
| ৪.১    | ল্যাবরেটরির ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য   | ১১     |
| ৪.২    | ল্যাবরোরি কারিগরি ও প্রশাসনিক কাঠামো এবং ল্যাবরেটরি কার্যকম   | ১৩     |
| ৪.৩    | কিউসি ল্যাব-ডিএলএস এর অবস্থান   | ১৩     |
| ৫.০    | গাইডলাইনস   | ১৩     |
| ৫.১    | ল্যাবরেটরির বায়োসেফটি ও বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাপনা   | ১৩     |
| ৫.২    | ল্যাবরেটরির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা   | ১৮     |
| ৫.৩    | ল্যাবরেটরির মজুদ ব্যবস্থাপনা  | ১৯     |
| ৫.৪    | যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ  | ১৯     |
| ৫.৫    | রাসায়নিক দ্রব্যাদির মজুদ ও ব্যবহার   | ২০     |
| ৫.৬    | অন্যান্য সামগ্রির মজুদ ও ব্যবহার  | ২২     |
| ৫.৭    | নমুনা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা   | ২২     |
| ৫.৮    | তথ্য এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সিস্টেম ব্যবস্থাপনা   | ২৫     |
| ৫.৯    | গবেষণা ও উন্নয়ন  | ২৬     |
| ৫.১০   | মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা   | ২৭     |
| ৫.১১   | ল্যাবরেটরি অডিট, ব্যবস্থাপনা পুনঃমূল্যায়ন ও ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' এ উন্নীত করা | ২৮     |
| ৫.১২   | ল্যাবরেটরির কনফারেন্স হল, ডরমিটরি ও লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ                                | ২৯     |
| ৫.১৩   | লাবরেটরি ভবন ও এর অন্যান্য অংশসমূহের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ   | ৩০     |
| ৫.১৪   | ম্যানুয়াল প্রণয়ন, অফিসার নিয়োগ ও কমিটি গঠন   | ৩৩     |
| ৫.১৫   | ল্যাবরেটরি আর্থিক ব্যবস্থাপনা   | ৩৩     |
| ৬.০    | মূল প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্টস্   | ৩৪     |
| ৭.০    | গাইডলাইন এর ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ  | ৩৫     |
| ৮.০    | ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ   | ৩৫     |

## ১. ভূমিকা (Introduction)

সুস্থ ও মেধাবী জাতি গঠনে জনগণের পরিমাণমত ও মানসম্মত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যিক। মানসম্মত খাদ্য হল- জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও যথাযথ পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য এবং নিরাপদ খাদ্য হল- ভেজাল, দূষক ও ক্ষতিকর পদার্থমুক্ত খাদ্য। আর পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য বলতে কোন নির্দিষ্ট খাদ্য বা খাদ্য উপাদানে স্বাভাবিকভাবে যেসব উপাদান যে পরিমাণে বিদ্যমান থাকার কথা সেসকল উপাদান সে পরিমাণে বিদ্যমান থাকাকে বুঝানো হয়। প্রাণিজ আমিষ মেধা বিকাশের মূল নিয়ামক এবং স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী জাতি গঠনে মানসম্পন্ন প্রাণিজাত খাদ্যই প্রধান চাবিকাঠি। কিছু মসলা ও ডাল জাতীয় পণ্য এবং দুধ ব্যতীত প্রায় সকল প্রকার খাদ্য সামগ্রী উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। চাহিদার তুলনায় দুধ উৎপাদন কিছুটা কম হলেও ডেইরি সেক্টরে সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপ ও উদ্যোক্তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় আশা করা হচ্ছে অচিরেই দেশ দুধ উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। সুতরাং, উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করায় বাংলাদেশ হতে বেশ কয়েকটি প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ বহির্বিদেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

দেশে খাদ্যের পরিমাণগত উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও এগুলোর মানের বিষয়ে প্রশ্ন রয়েছে। প্রায়শইঃ, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে খাদ্য, খাদ্য উপাদান, উৎপাদন উপকরণে ভেজাল, দূষক ও ক্ষতিকর বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটায় ফলে খাদ্য অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। তাই, দেশে উৎপাদিত ও বিদেশ হতে আমদানিকৃত খাদ্য ও খাদ্য উপাদান এবং খাদ্য উৎপাদনে ও প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণের সঠিক মান নিশ্চিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। মানসম্পন্ন উৎপাদন উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমেই কেবল মানসম্পন্ন ও নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব। তাছাড়া, প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্যের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত মান ও আমদানিকারক দেশের চাহিদা অনুসারে মান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হয়। উপযুক্ত ল্যাবরেটরিতে মান পরীক্ষার মাধ্যমেই কেবল খাদ্য, খাদ্য উপাদান, উৎপাদন উপকরণ ইত্যাদির সঠিক মান যাচাইকরণ ও এসবে ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি ও পরিমাণ নিশ্চিত করা সম্ভব। তাই, প্রাণিজাত পণ্য, প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের মান যাচাইকরণের জন্য উপযুক্ত ল্যাবরেটরির ভূমিকা অপরিসীম। ফলে, দেশের জনগণের জন্য প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণ এবং প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ রপ্তানির লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে সরকার ঢাকা জেলার সভারে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরীয় আন্তর্জাতিক মানের একটি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে।

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির সূষ্ঠাভাবে পরিচালনার নিমিত্ত ইতোমধ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ‘প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি নীতিমালা ২০২১’ নামে অভিহিত। মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির কার্যক্রম সূষ্ঠা ও সুচারুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ল্যাবরেটরির নীতিমালায় একটি ল্যাবরেটরি গাইডলাইন প্রণয়নের নির্দেশনা রয়েছে। প্রেক্ষিতে, ল্যাবরেটরিটি সূষ্ঠা, সুচারু ও কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ‘প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি গাইডলাইন, ২০২২’ নামে অভিহিত।

## ২. সংজ্ঞা (Definition)

- ১) “অধিদপ্তর” (Department) অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ;
- ২) “অপটিমাইজ করা” বা “অপটিমাইজেশন” (To Optimize or Optimization) অর্থ সর্বোত্তম ও অধিকতর কার্যকর ফলাফল পাওয়ার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কোন কাজ, প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি ব্যবহার করে কোন যন্ত্রকে প্রস্তুত করা;
- ৩) “অনুমোদিত দর্শনার্থী” (Permitted Visitors) অর্থ ‘কিউসি ল্যাব-ডিএলএস’ এ আগত কোন ব্যক্তি, যাকে ল্যাবরেটরির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যুক্তিগ্রাহ্য কারণে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেছেন;
- ৪) “অনুমোদিত পরিদর্শনকারী” (Permitted Inspectors) অর্থ ‘কিউসি ল্যাব-ডিএলএস’ এ আগত কোন পরিদর্শক, যাকে ল্যাবরেটরির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যুক্তিগ্রাহ্য কারণে ল্যাবরেটরি পরিদর্শন ও তাঁর নির্ধারিত কার্য (যদি থাকে) সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করেছেন;
- ৫) “আই সাওয়ার” (Eye Shower) অর্থ ল্যাবরেটরিতে কখনো কোন রাসায়নিক দ্রব্য কোন ল্যাব-কর্মী, অনুমোদিত দর্শনার্থী, অনুমোদিত পরিদর্শনকারী বা অন্যকোন ব্যক্তির চোখে পড়ে বা চোখের সংস্পর্শে আসে, তখন আক্রান্ত ব্যক্তি দ্রুত চোখে পানির ঝর্ণাধারা দিয়ে চোখ পরিষ্কার করে রাসায়নিক মুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত পানির সাওয়ার বা ঝর্ণা;
- ৬) “আদর্শ মাত্রা” (Standard Limit) অর্থ প্রাণিজাত খাদ্য এবং প্রাণিখাদ্য ও প্রাণিখাদ্য উপকরণে যথাক্রমে মানুষ বা প্রাণির পুষ্টি সাধন, স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ, যেমন- আমিষ, স্নেহ, শর্করা, ভিটামিন, খনিজ, আদ্রতা, আঁশ ইত্যাদির স্বাভাবিক পরিমাণে উপস্থিতি;
- ৭) “ইমার্জেন্সি সাওয়ার” (Emergency Shower) অর্থ ল্যাবরেটরিতে কখনো কোন রাসায়নিক দ্রব্য কোন ল্যাব-কর্মী, অনুমোদিত দর্শনার্থী বা পরিদর্শনকারী অথবা অন্যকোন ব্যক্তির শরীরে বা জামা-কাপড়ে পড়ে বা শরীর বা জামা-কাপড়ের সংস্পর্শে আসে, তখন আক্রান্ত ব্যক্তি দ্রুত পোষাকসহ শরীরে পানির ঝর্ণাধারা দিয়ে শরীর ও পোষাক পরিষ্কার করে রাসায়নিক মুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত পানির সাওয়ার বা ঝর্ণা;
- ৮) “উৎপাদন উপকরণ” (Production Inputs) অর্থ মানুষ ও প্রাণির খাদ্য প্রস্তুতকরণে ও উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ বা উপাদান;

- ৯) “এসটিডি একাউন্ট” (Short Term Account- SDT) অর্থ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাংক হিসাব, যাতে সঞ্চয়ী হিসাবের মতই লাভ পাওয়া যায়, অন্যান্য হিসাবের মত ব্যাংক ও সরকার কর্তৃক টেক্স, সার্ভিস চার্জসহ অন্যসব চার্জ কর্তন করা হয় এবং সাধারণত বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকসমূহে এধরনের হিসাব খোলা যায়, পার্থক্য কেবল টাকা উঠানোর জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে কমপক্ষে সাত দিনের অগ্রিম নোটিশ প্রদান করতে হয়;
- ১০) “এয়ার সাওয়ার কেবিন” (Air Shower Cabin) অর্থ এটি কিউসি ল্যাব-ডিএলএস এর প্রতিটি শাখার ল্যাবরেটরি অংশে প্রবেশের পথে বায়োসেফটি চ্যানেলে স্থাপিত একটি কেবিন বা প্রকোষ্ঠ, যেখানে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় এর দেয়াল হতে অত্যন্ত দ্রুত বেগে বাতাস চালিত হয়ে কেবিনের অভ্যন্তরে অবস্থানরত ব্যক্তি বা বস্তুর শরীর বা বহিরাবরণ হতে স্বল্প সময়ের মধ্যে (১২-১৫ সেকেন্ড) সকল ধূলাকণা (Dust) ও জীবানু (Germs) ঝেড়ে ফেলে দূষন মুক্ত (Contamination free) করা হয় এবং এ কেবিনে দূষন মুক্ত হয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে শাখার ল্যাবরেটরি অংশে প্রবেশ করতে হয়;
- ১১) “এয়ার সাওয়ার পাসবক্স” (Air Shower Passbox) অর্থ এটি মাধ্যমে কিউসি ল্যাব-ডিএলএস এর শাখার ল্যাবরেটরি অংশে নমুনা গ্রহন করা হয় এবং একটি বক্সের মত অপেক্ষাকৃত ছোট এয়ার সাওয়ার, যেখানে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় এর দেয়াল হতে অত্যন্ত দ্রুত বেগে বাতাস চালিত হয়ে বক্সের অভ্যন্তরে অবস্থানরত বস্তু বা নমুনার বহিরাবরণ হতে স্বল্প সময়ের মধ্যে (১২-১৫ সেকেন্ড) সকল ধূলাকণা (Dust) ও জীবানু (Micro-organisms) ঝেড়ে ফেলে দূষন মুক্ত (Contamination free) করা হয়;
- ১২) “এক্রেডিটেশন” (Accreditation) অর্থ কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক আইএসও/আইইসি ১৭০২৫ (ISO/IEC 17025) স্ট্যান্ডার্ড এর নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাইপূর্বক কোন ল্যাবরেটরিকে বা কোন ল্যাবরেটরি পরীক্ষা পদ্ধতিকে সঠিক ও দক্ষ বলে লিখিতভাবে স্বীকৃতি প্রদান;
- ১৩) “এক্রেডিটেশন ফি” (Accreditation Fee) অর্থ এক্রেডিটেশন বা স্বীকৃতি অর্জনের জন্য আবেদন ফি;
- ১৪) “এন্টিবায়োটিক্স” (Antibiotics) অর্থ এটি একটি ঔষধ যা মানুষ ও প্রাণির শরীরে ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রমণের ক্ষেত্রে নির্মূলকরণ অথবা এর বংশবৃদ্ধি স্থগিতকরণের মাধ্যমে সংক্রমণ বন্ধ করতে সাহায্য করে;
- ১৫) “এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্ট জীবানু” (Antimicrobial Resistant Microorganisms) অর্থ সঠিক মাত্রায় এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের পরও যেসকল ব্যাকটেরিয়া নির্মূল করা বা এর বংশবৃদ্ধি স্থগিত করা যায় না বরং এন্টিবায়োটিক হতে নিজেদের রক্ষা করার সক্ষমতা অর্জন করে, ফলে ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রমণ বন্ধ করা সম্ভব হয় না এবং এসব ব্যাকটেরিয়া সম্প্রদায় (Community) এর মধ্যে একজন হতে অন্যজনে ও হাসপাতালে এক রোগী হতে অন্য রোগীতে সংক্রমণ ছড়াতে থাকে;
- ১৬) “এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স জিন” (Antimicrobial Resistance Gene) অর্থ জিনের মধ্যে থাকা ডিএনএ এর নির্দেশনা ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়া এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে বিধায় এ ধরনের জিনকে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স জিন বলা হয় এবং প্রায়শই এ ধরনের জিনগুলি ব্যাকটেরিয়ার চলমান জেনেটিক উপাদান, যথা- প্লাজমিড (Plasmids) ট্রান্সপোজ (Transposons) এবং ইন্টেগ্রোন (Integrans) এর মাধ্যমে মানুষ ও প্রাণির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু ব্যাকটেরিয়া ও ব্যাকটেরিয়া প্রজাতির মধ্যে এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার সক্ষমতা ছাড়িয়ে দেয়;
- ১৭) “এপ্লাইয়েন্সেস” বা “ল্যাবরেটরি এপ্লাইয়েন্সেস” (Appliances or Laboratory Appliances) অর্থ সাধারণতঃ যে কোন বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরির হার্ডওয়্যার এবং যা প্রস্তুত করা হয়েছে কিছু ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিরাপদে ও সফলতার সহিত সম্পাদনের লক্ষ্যে বিজ্ঞানিকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সহায়তার জন্য কিন্তু কোন ধরনের পরিমাপ গ্রহণের জন্য নয়;
- ১৮) “ওয়েলফেয়ার অফিসার” (Welfare Officer) অর্থ তিনি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস এর ‘কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি’র একজন সদস্য, যিনি তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ল্যাবরেটরির নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গের সফল পরিচালনা ও উত্তম সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ল্যাব-কর্মীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালনের জন্য মনোগীত একজন কর্মকর্তা;
- ১৯) “কনজুমবলস্” বা “ল্যাবরেটরি কনজুমবলস্” (Consumables or Laboratory Consumables) অর্থ কোন পণ্য, যা ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের পর অপসারণ ও প্রতিস্থাপন করা হয়;
- ২০) “কিউসি ল্যাব-ডিএলএস এর নীতিমালা” (Policy for the QC Lab-DLS) অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালনার নীতিমালা;
- ২১) “বালাইনাশক” (Pesticides) অর্থ সেসব রাসায়নিক পদার্থ, যা গাছপালার জন্য ক্ষতিকর নির্দিষ্ট কীট-পতঙ্গ প্রতিহত বা নিয়ন্ত্রণ করে, যথা- কীটনাশক (Insecticides), ছত্রাকনাশক (Fungicides), লার্ভিসাইড (Larvicides), ইঁদুরনাশক (Rodenticides), শামুক/ঝিনুক নাশক (molluscicides) ইত্যাদি;
- ২২) “কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি” (Quality Management Committee) অর্থ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা মানসম্মতভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটি;
- ২৩) “কোয়ালিটি ম্যানেজার” (Quality Manager) অর্থ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস এর জন্য প্রণীত কোয়ালিটি ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুসারে মানসম্মতভাবে ল্যাবরেটরি কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও তদারকির লক্ষ্যে নিয়োজিত ল্যাবরেটরির একজন কর্মকর্তা
- ২৪) “কোয়ারেন্টাইন স্টেশন” বা “প্রাণি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন” (Quarantine Station or Animal Quarantine Station) অর্থ এটি দেশের বাহির হতে প্রাণির মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রাণি ও মানুষের সংক্রমক প্রবেশ প্রতিহত করতঃ রোগের বিস্তার

- সীমিত করে এবং আমদানির মাধ্যমে বা বৈধ উপায়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় যেকোন প্রাণি বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোয়ারেন্টাইনে রাখার জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি প্রবেশ বন্দরে (স্থল বন্দর, সমুদ্র বন্দর ও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর) কোয়ারেন্টাইন স্টেশন আছে;
- ২৫) “কোয়ালিটি ম্যানুয়াল” (Quality Manual) অর্থ আইএসও/আইইসি ১৭০২৫ঃ২০১৭ স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির জন্য প্রণীত কোয়ালিটি ম্যানুয়াল;
- ২৬) কোয়ালিটি পলিসি (Quality Policy) অর্থ এটি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস এর সেবা-প্রত্যাশীদের প্রতি মানসম্মতভাবে নমুনা পরীক্ষা ও উত্তম সেবা প্রদানের নিমিত্ত ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষের একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা ও অঙ্গিকার, যা ল্যাবরেটরির দর্শনীয় স্থানে প্রদর্শিত;
- ২৭) “ক্যালিব্রেশন” (Calibration) অর্থ কোন জ্ঞাত মানের স্ট্যান্ডার্ডের পরিমাপের সাথে তুলনা করতঃ ব্যবহৃত যন্ত্র বা সিস্টেমের পরিমাপের পদ্ধতি ও অবস্থা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নির্ধারণ করা;
- ২৮) “ক্যালিব্রেশন সার্টিফিকেট” (Certificate) অর্থ কোন যন্ত্র বা সিস্টেম ক্যালিব্রেশন করার পর ক্যালিব্রেশন সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট;
- ২৯) “খাদ্য সংযোজক” বা “ফিড এডিটিভস” (Feed additives) পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩ এর ধারা ২ এর দফা (ঢ) অনুসারে ‘ফিড এডিটিভস’ অর্থ পশুখাদ্যের ভৌতিক গুণাবলী ও খাদ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ ও উন্নত করাসহ পশুর ক্ষুধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মিশ্রিত উপাদান সমূহ;
- ৩০) “ক্ষতিকর পদার্থ” (Hazardous Substances) অর্থ প্রাণিজাত খাদ্য বা প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মিশ্রিত ভেজাল, দূষক বা অন্যকোন পদার্থ যা প্রাণিজাত খাদ্য বা প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের গুণাগুণ বিনষ্ট করে ও/বা জনস্বাস্থ্য অথবা প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর, যেমন- ক্ষতিকর রং (ফুডগ্রেন্ড ছাড়া যেকোন রং, যেমন- কাঁপড়ে ব্যবহৃত রং), এন্টিবায়োটিক, বালাইনাশক ইত্যাদি;
- ৩১) “গাইডলাইন” (Guidelines) অর্থ ‘প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি নীতিমালা ২০২১’ এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি সূষ্ঠা ও সূচীভাবে পরিচালনার জন্য প্রণীত এ গাইডলাইনটি, যা “মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২১” বা সংক্ষেপে, “কিউসি ল্যাব-ডিএলএস ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২১” নামে অবহিত;
- ৩২) জীবাণু গঠিত দূষক (Microbial contaminants) অর্থ অনাকাঙ্খিত বা দুর্ঘটনা জনিত কারণে কোন বস্তুতে প্রবেশ করা কোন ক্ষতিকর সংক্রামক বস্তু, যথা- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ইস্ট, মোল্ড, ছত্রাক প্রিয়ঙ্গ, প্রোটোজোয়া অথবা এদের বিষ এবং উপজাত;
- ৩৩) “ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থা” বা “প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা” (Access Control System) অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে অপ্রত্যাশিত বা অননুমোদিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রত্যাশিত, অনুমোদিত ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গের আগমন-বহির্গমনের তথ্য এবং ল্যাবরেটরির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দৈনিক হাজিরা ও ল্যাবরেটরিতে আগমন-বহির্গমনের তথ্য সংরক্ষণের জন্য ল্যাবরেটরির নির্দিষ্ট প্রবেশ গেইটে স্থাপিত ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থা;
- ৩৪) “দূষক” (Contaminants) অর্থ জৈব, রাসায়নিক বা ভৌত বিপত্তি, যা প্রক্রিয়াগত ত্রুটি, অসাবধানতা বা অবহেলার কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, মজুদকরণ বা বিপণনকালে অথবা পরিবেশ দূষণের কারণে প্রাণিজাত খাদ্য বা প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণে সংমিশ্রিত হওয়ার কারণে প্রাণিজাত খাদ্য বা প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের গুণাগুণ বিনষ্ট করে ও/বা জনস্বাস্থ্য অথবা প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর পদার্থ;
- ৩৫) দূষণমুক্ত (Contamination free) অর্থ জৈব, রাসায়নিক বা ভৌত বিপত্তিদ্বারা দূষন হতে মুক্ত;
- ৩৬) “নিওমেটিক স্যাম্পল ট্রান্সফার সিস্টেম” (Pneumatic Sample Transfer System) অর্থ এটি একটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বাতাসের চাপ প্রয়োগ করে টিউবের ভিতর দিয়ে ল্যাবরেটরির নমুনা গ্রহণ ডেস্কে গৃহীত নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরির বিভিন্ন শাখার ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ করা হয়;
- ৩৭) “নির্ধারিত পদ্ধতি” (Prescribed Procedure) অর্থ কোন নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য স্বীকৃত নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া;
- ৩৮) “নিরাপদ খাদ্য” (Safe Food) অর্থ প্রাণী ও মানুষের জীবন ধারণ, শক্তি উৎপাদন ও শারীরিক বৃদ্ধির জন্য উপযোগী, স্বাস্থ্যঝুঁকিহীন স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য;
- ৩৯) “নিরাপদ প্রাণিজাত খাদ্য” Origin Safe Food/Safe Food from Animal) অর্থ প্রাণিসম্পদ, প্রাণিজাত খাদ্য ও প্রাণিজ উপজাত হইতে উৎপাদিত প্রাণী ও মানুষের জীবন ধারণ, শক্তি উৎপাদন ও শারীরিক বৃদ্ধির জন্য উপযোগী, স্বাস্থ্যঝুঁকিহীন স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য;
- ৪০) “নীতিমালা” বা “পলিসি” (Policy) অর্থ ‘প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি নীতিমালা ২০২০’, ‘ল্যাবরেটরির মান পলিসি’ (Quality Policy) এবং ল্যাবরেটরির ‘নিরপেক্ষতা ও গোপনীয়তা পলিসি’ (Impartiality and Confidentiality Policy);
- ৪১) “পরিমাণগত পরীক্ষা” বা “নমুনার পরিমাণগত পরীক্ষা” (Quantitative Tests or Quantitative Tests of Samples) অর্থ যে পরীক্ষার মাধ্যমে কোন বস্তুর মধ্যে রাজমান এক, একাধিক বা সবগুলি পদার্থের পরম (absolute) বা আপেক্ষিক (relative) প্রাচুর্য (abundance) বা পরিমাণ নির্ণয় করা হয়;
- ৪২) “প্রাণিখাদ্য” বা “পশুখাদ্য” (Animal Feed) অর্থ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ধারা ২ এর দফা (৬) এর সংজ্ঞা অনুসারে ‘পশুখাদ্য’ অর্থ পশুর জীবনধারণ ও অপুষ্টি হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বা অন্যভাবে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন পুষ্টিযুক্ত খাদ্যদ্রব্য বা এসবের

মিশ্রণ এবং পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩ এর ধারা ২ এর দফা (জ) ও (ঢ) অনুসারে যথাক্রমে ‘ভিটামিন এন্ড মিনারেল প্রিমিক্স’ ও ‘ফিড এডিটিভস’;

- ৪৩) “প্রাণিখাদ্য উপকরণ” বা “পশুখাদ্য উপকরণ” (Animal Feed Ingredients) অর্থ পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩ এ তফসিল-১ ও তফসিল-২ এ বর্ণিত পশুখাদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ, উপকরণের মিশ্রণ ও ফিড এডিটিভস;
- ৪৪) “পরীক্ষা”, “নমুনা পরীক্ষা”, “ল্যাবরেটরি পরীক্ষা” বা “নমুনার ল্যাবরেটরি পরীক্ষা” (Test, Sample Test, Laboratory Test or Laboratory Test of Sample) অর্থ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস এ প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত এবং প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের নমুনার মান পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ;
- ৪৫) “পরীক্ষার ফি” বা “নমুনা পরীক্ষার ফি” (Test Fee or Sample Test Fee) অর্থ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস এ প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত এবং প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের নমুনা মান পরীক্ষার ফি;
- ৪৬) “পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন” বা “পদ্ধতি উদ্ভাবন” (Method Development) অর্থ কোন নির্দিষ্ট যন্ত্র ব্যবহার করে নমুনার কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষা সম্পাদন করতঃ কাংখিত ফলাফল পাওয়ার জন্য নূতন কোন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা;
- ৪৭) “পরীক্ষা পদ্ধতি বৈধকরণ” বা “পদ্ধতি বৈধকরণ” (Method Validation) অর্থ কোন নির্দিষ্ট যন্ত্র ব্যবহার করে নমুনার কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষা সম্পাদন করতঃ কাংখিত ফলাফল পাওয়ার জন্য ল্যাবরেটরিতে উদ্ভাবিত কোন পরীক্ষা পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা ও গ্রহনযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করে উদ্ভাবিত পদ্ধতিটির কার্যকারিতা যাচাই করণ;
- ৪৮) “পদ্ধতি প্রতিপাদন” (Verification) অর্থ কোন নির্দিষ্ট যন্ত্র ব্যবহার করে নমুনার কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষা সম্পাদন করতঃ কাংখিত ফলাফল পাওয়ার জন্য কোন পূর্ব উদ্ভাবিত বা প্রচলিত কোন পরীক্ষা পদ্ধতি নূতনভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা ও গ্রহনযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করে পদ্ধতিটির কার্যকারিতা যাচাই করণ;
- ৪৯) “পারস্পারিক সহযোগিতা” (Collaboration) অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির টেশনিক্যাল জনবলের সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমৃদ্ধি এবং সঠিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনার আরও উন্নত করার লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী ল্যাবরেটরি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সহিত উভয়ের সাধারণ (common) স্বার্থের ভিত্তিতে সমজোতা চুক্তির মাধ্যমে সহযোগিতা;
- ৫০) “প্রাণিজ আমিষ” (Animal Protein) অর্থ প্রাণী ও প্রাণিসম্পদ, প্রাণিজাত খাদ্য ও প্রাণিজ উপজাত হতে প্রাপ্ত আমিষ, যা মানুষ ও প্রাণী ভক্ষন অথবা মানুষ বা প্রাণীদেহে প্রবেশ করানোর ফলে মানুষ ও প্রাণীদেহের আমিষের চাহিদা পূরণ করে;
- ৫১) “প্রাণিজ উপজাত” (Animal Byproducts) অর্থ প্রাণী ও প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদিত উপজাত, যা সরাসরি মানুষ ও প্রাণীর খাদ্য হিসাবে বা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মানুষ ও প্রাণীর খাদ্য ও/বা মানুষ ও প্রাণীর জীবন ধারায় ব্যবহৃত হয়, যেমন- পশুর চামড়া, কলিজা, ফুসফুস, প্লীহা, বৃক্ক, মগজ, পাকস্থলী ও নাড়িভূঁড়ি (রুমেন, ওমেজাম, গিজার্ড ইত্যাদি), বুলি স্টিক, ক্ষুর, কান, শিং, মুরগির বিষ্টা ও পালক ইত্যাদি;
- ৫২) “প্রাণিজাত খাদ্য” (Animal Origin Food) অর্থ প্রাণী ও প্রাণিসম্পদ, প্রাণী ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদিত পণ্য ও প্রাণিজ উপজাত হতে উৎপাদিত প্রাণী ও মানুষের খাদ্য, যথা-  
ক) দুধ, ডিম ও মাংশ;  
খ) প্রাণিজ উপজাত দ্রব্য, যেমন- কলিজা, ফুসফুস, প্লীহা, বৃক্ক, মগজ, পাকস্থলী ও নাড়িভূঁড়ি (রুমেন, ওমেজাম, গিজার্ড ইত্যাদি), কাঁচা হার ও ক্ষুর ইত্যাদি হতে উৎপাদিত খাদ্য।
- ৫৩) “প্রাণিজাত পণ্য” (Animal Products) অর্থ প্রাণী ও প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদিত “প্রাণিজাত খাদ্য” ও “প্রাণিজ উপজাত” দ্রব্যাদি;
- ৫৪) “প্রাণিসম্পদ” (Livestock) অর্থ কৃষি ব্যবস্থার আওতায় শ্রম ও পণ্য যেমন- দুধ, ডিম, মাংশ, চামড়া, পশম, পালক, উল ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য সকল গৃহপালিত প্রাণী, যথা-  
ক) গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া, দুগা, শুকর, খরগোশ;  
খ) দুধ, মাংশ, চামড়া, পশম, উল ইত্যাদি উৎপাদনকারী অন্যান্য যে কোন গৃহপালিত প্রাণী;  
গ) শ্রম উৎপাদনকারী অন্যান্য যে কোন গৃহপালিত প্রাণী;  
ঘ) হাঁস, মুরগী, টার্কি, কোয়েল, কবুতর;  
ঙ) ডিম, মাংশ, পালক ইত্যাদি উৎপাদনকারী অন্যান্য যে কোন গৃহপালিত পাখি;  
চ) সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন প্রাণী।
- ৫৫) “প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ” (Livestock Production Inputs) অর্থ প্রাণিসম্পদের উন্নত, টেকসই ও ফলপ্রসূ উৎপাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ লালন-পালন ও উৎপাদনে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, যেমন- “পশুখাদ্য”, “পশুখাদ্য উপকরণ”, “ফিড এডিটিভস”, “ভিটামিন এন্ড মিনারেল প্রিমিক্স”, সিমেন, এমব্রায়ো, বীজ ডিম, একদিনের হাঁস-মুরগির বাচ্চা ইত্যাদি;
- ৫৬) “ফলাফল” বা “পরীক্ষার ফলাফল” বা “নমুনা পরীক্ষার ফলাফল” (Result or Test Result or Sample Test Result) অর্থ ‘মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস’ এ প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত এবং প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল;
- ৫৭) “ফিউম হুড”, “ল্যাবরেটরি ফিউম হুড”, “ল্যাবরেটরি কেমিক্যাল হুড” বা “কেমিক্যাল ফিউম হুড” (Fume Hood or Laboratory Fume Hood or Laboratory Chemical Hood or Chemical Fume Hood) অর্থ এটি এক ধরনের

স্থানীয় বায়ু চলাচলের নিষ্কাশন ব্যবস্থা, যার সঠিক ব্যবহারে ক্ষতিকর গ্যাস অথবা বিষাক্ত ধূঁয়া, বাষ্প বা ধূলা বাতাসের প্রবাহের মাধ্যমে ল্যাবরেটরির বাহিরে নিষ্কাশন করে এটিতে কর্মরত কর্মী ও কর্মক্ষেত্রে অবস্থানকারী অন্যান্যদের এসবের ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষা করে;

- ৫৮) “ফিড এডিটিভস” (Feed Additives) অর্থ প্রাণিখাদ্যের ভৌতিক গুণাবলি ও খাদ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ ও উন্নত করাসহ পশু বা প্রাণির ক্ষুধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মিশ্রিত উপাদানসমূহ;
- ৫৯) বর্ধন প্রবর্তক (Growth Promoter) অর্থ এমন কিছু পদার্থ, যা প্রাণীর দৈহিক বৃদ্ধি, খাদ্য রূপান্তর হার বৃদ্ধি, প্রাণিজাত পণ্যের মান বৃদ্ধি এবং প্রাণীদেহে চর্বি ও আমিষ বিতরণ উন্নত করার লক্ষ্যে প্রাণিখাদ্যে সম্পূরক হিসেবে ব্যবহার করা হয় বা ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রাণীদেহে প্রবেশ করানো হয়;
- ৬০) “বায়োলজিক্স” (Biologics) অর্থ বায়োটেকনোলজি বা অন্য কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ, প্রাণী বা জীবাণু (microorganism) হতে উৎপাদিত বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্টসমূহ যেমন- টিকা, রক্ত ও রক্ত উপাদান, এলার্জেনিক্স, সোম্যাটিক কোষ (somatic cells) এবং চিকিৎসার রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন, জিন থেরাপি; সুগার, প্রোটিন, বা নিউক্লিক এসিড অথবা এসব পদার্থের জটিল সমন্বয়ে গঠিত বস্তু; অথবা জীবিত সত্তা, যেমন- কোষ ও কলা (cells & tissues) ইত্যাদি;
- ৬১) “বায়োসেইফটি চ্যানেল” (Biosafety Channel) অর্থ ‘মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস’ এর বিভিন্ন শাখার ল্যাবরেটরি অংশের প্রবেশমুখে স্থাপিত ল্যাবরেটরিতে গমন-বহির্গমনের পথ বা চ্যানেল, যেখানে কোন ব্যক্তি ল্যাবরেটরি অংশে প্রবেশের সময় হাত ও মুখ ধৌত করে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রি পরিধান করতঃ এয়ার সাওয়ারের মধ্যে জীবানুমুক্ত হয়ে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করেন এবং ল্যাবরেটরি হতে বহির্গমনের সময় প্রথমে এয়ার সাওয়ারের মধ্যে জীবানুমুক্ত হয়ে ও অতঃপর ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রি খুলে ল্যাবরেটরির বাহিরে আসেন;
- ৬২) “বায়োসেফটি কেবিনেট” বা “বায়োলজিক্যাল সেফটি কেবিনেট” (Biosafety Cabinet or Biological Safety Cabinet) অর্থ এটি একটি কেবিনেট বা প্রকোষ্ট, যেখানে কর্মী, পরিবেশ ও নমুনা (Sample) বা বস্তু (Materials) জীবানু হতে সুরক্ষার লক্ষ্যে রোগজীবানু (Pathogens), সংক্রামক অনুজীব (Infectious Microorganisms) বা রোগজীবানুদ্বারা দূষিত (Pathogen Contaminated) নমুনা বা বস্তু হ্যান্ডলিং বা এসবের প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করা হয়;
- ৬৩) “বায়োসেফটি” (Biosafety) অর্থ এটি অনুশীলনের (Practice) একটি কাঠামো (Framework), যেখানে জ্ঞান, কৌশল, প্রশিক্ষণ, সুরক্ষা যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও বিশেষভাবে নির্মিত ল্যাবরেটরি ভবন এবং সুনির্দিষ্ট অনুশীলনের মাধ্যমে ল্যাবরেটরি কর্মী, ল্যাবরেটরির বাহিরের সম্প্রদায় (Community) এবং পরিবেশকে দুর্ঘটনাজনিত (Accidental) বা অনিচ্ছাকৃত (Unintentional) মুক্ত রোগজীবানু ও তাদের বিষাক্ত পদার্থের সম্ভাব্য এক্সপোজার হতে সুরক্ষা প্রদান করে বা এক্সপোজারের ভয়াবহতা কমায়ে এবং বায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে রোগজীবানু ও তাদের বিষাক্ত পদার্থের নিরাপদ হ্যান্ডলিং এর অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ নীতির (Containment Principles) প্রয়োগ ও ঝুঁকি মূল্যায়নের (Risk Assessment) মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়;
- ৬৪) “বায়োসেফটি অফিসার” (Biosafety Officer) অর্থ ‘মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস’ এর বায়োসেফটি তদারকি ও সঠিকভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মনোগীত ল্যাবরেটরির একজন কর্মকর্তা, যিনি ‘ল্যাবরেটরির কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি’রও একজন সদস্য;
- ৬৫) “বায়োসিকিউরিটি” (Biosecurity) অর্থ এটি সংক্রামক রোগের সংক্রমন কমানোর জন্য মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদে ক্ষতিকারক জীবানুর সংক্রমন ও/বা সংক্রমন বিস্তার প্রতিরোধ কল্পে সতর্কতার কৌশলগত ও সমন্বিত পন্থা এবং মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন ও স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- ৬৬) “ভারী-ধাতু”(Heavy Metals) অর্থ হল এগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চ পারমানবিক ওজন (৬৩.৫ হতে ২০০.৬ গ্রাম/মোল), উচ্চ পারমানবিক ঘনত্বসম্পন্ন (৫ গ্রাম/ঘন সেন্টিমিটার এর বেশী), উচ্চ পারমানবিক নম্বর ও/বা বিক্রিয়া সৃষ্টিকারী (স্বল্প ঘনত্বেও, যেমন- পিপিবি লেভেল) প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ধাতব উপাদান, যেমন- আর্সেনিক, লেড, মারকারি, কেডমিয়াম, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি। এ ধাতুগুলি প্রাকৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক উৎস, যেমন-শিল্পশ্রাব, অটোমোবাইল নিষ্কাশন ও খনি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এসব ধাতু ও তাদের যৌগের ব্যপকতা, স্থায়িত্ব, বায়ুমণ্ডলীয় বৃষ্টিতে দ্রাব্যতা এবং মাটি ও উদ্ভিদদ্বারা শোষিত হওয়ার ক্ষমতার কারণে এগুলি পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকি সৃষ্টি করছে;
- ৬৭) “ভিটামিন এন্ড মিনারেল প্রিমিক্স” (Vitamin and Mineral Premix) অর্থ পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩ এর ধারা ২ এর দফা (জ) অনুসারে ‘ভিটামিন এন্ড মিনারেল প্রিমিক্স’ অর্থ প্রাণিখাদ্য বা পশুখাদ্যে ব্যবহৃত এমন সব ভিটামিন এবং মিনারেল উপাদান যা প্রাণিখাদ্য বা পশুখাদ্যে ভিটামিন ও মিনারেল ঘাটতি দূর করে খাদ্যকে সুস্বাদু করবে এবং প্রাণী বা পশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও প্রাণী বা পশুর উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে;
- ৬৮) “ভেজাল” (Adulterants) অর্থ প্রাণিজাত খাদ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণে স্বেচ্ছায় অনুমোদিত মাত্রার বেশী বা কম মিশ্রিত কোন রাসায়নিক বা পদার্থ অথবা নিষিদ্ধ অন্যকোন রাসায়নিক বা পদার্থ যা প্রাণিজাত খাদ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের গুণাগুণ বিনষ্ট করে ও/বা জনস্বাস্থ্য অথবা প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর;
- ৬৯) “ভেজাল প্রাণিখাদ্য” বা “ভেজাল পশুখাদ্য” (Adulterated Animal Feed) অর্থ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এর ধারা ২ এর দফা (১১) এর সত্তা অনুসারে ‘ভেজাল পশুখাদ্য’ অর্থ কোন বিষাক্ত বা ক্ষতিকর উপাদানযুক্ত পশুখাদ্য যা মৎস্য, পশু বা অন্যান্য প্রাণী বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা এমন পশুখাদ্য যা মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এর ধারা ১১ এবং ১৩ তে



উল্লেখিত বিষয়াদির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, অথবা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে ভেজাল বা বিষাক্ত বা ক্ষতিকর পণ্যাদ্য বা অপদ্রব্য হিসেবে প্রমাণিত;

- ৭০) “ভোলাটাইল রাসায়নিক” বা “ভোলাটাইল অর্গানিক যৌগ” (Volatile Chemicals or Volatile Organic Compounds-VOC) অর্থ পরিমাপযোগ্য বা উচ্চ বাষ্পচাপ (Measurable or High Vapour Pressure) সম্পন্ন ও নিম্ন ফুটনাংকের (Boiling Point) তরল রাসায়নিক বা রাসায়নিক যৌগ, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সহজে বাষ্পীভূত (Evaporation) হয়;
- ৭১) “মহাপরিচালক” (Director General) অর্থ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ;
- ৭২) “মান” (Quality) অর্থ একটি পণ্য (যেমন- প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত এবং প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ) বা সেবার (যেমন- মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস প্রদত্ত সেবা) সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, যা পূর্ব নির্ধারিত চাহিদাসমূহ পূরণে সক্ষম অথবা এটি শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ (Degree of Excellence);
- ৭৩) “মাইকোটক্সিন” (Mycotoxins) অর্থ এগুলি ফসল কাঁটার পূর্বে ও পরে উষ্ণ, স্যাঁতসেঁতে ও আর্দ্র অবস্থায় খাদ্য-শস্য, শুকনো ফল, বাদাম, মশলা ইত্যাদিতে মৌলদ্বারা উৎপাদিত বিষাক্ত সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস (Toxic Secondary Metabolites), যা মানুষ ও প্রাণীর রোগ সৃষ্টি ও মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম এবং অধিকাংশ মাইকোটক্সিন রাসায়নিকভাবে স্থিতিশীল (Chemically Stable) ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণেও বিনষ্ট হয় না;
- ৭৪) রাসায়নিক দূষক (Chemical contaminant) অর্থ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবহনের বিভিন্ন পর্যায়ে বা পরিবেশ দূষনের ফলশ্রুতিতে মানুষ বা প্রাণী খাদ্য অথবা এসবের উপাদান বা উপকরণে অনিচ্ছাকৃত-ভাবে কিছু রাসায়নিক পদার্থ (মৌল বা যৌগ), যেমন- বালাইনাসিক ও ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী ধাতু, নাইট্রোজেন, ব্লিচ, লবন এবং অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ যোগ হয়ে রাসায়নিক দূষন ঘটিয়ে মানুষ ও প্রাণী স্বাস্থ্যের ঝুঁকি সৃষ্টি করছে;
- ৭৫) “ল্যাবরেটরি” বা “মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি”, “মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস”, বা “কিউসি ল্যাব-ডিএলএস” (Laboratory, Quality Control Laboratory, Quality Control Laboratory-DLS or QC Lab-DLS) অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় স্থাপিত ‘প্রাণিজাত খাদ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি’;
- ৭৬) “সমজাতীয় ল্যাবরেটরি” (Analogous Laboratory) অর্থ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস এর সম- বা উচ্চ-পর্যায়ের এবং একই জাতীয় বৈজ্ঞানিক কাজ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণায় লিগু দেশী-বিদেশী ল্যাবরেটরি;
- ৭৭) “সহনীয় মাত্রা” (Admissible Level) অর্থ কোন খাদ্য, খাদ্য উপকরণ, ভেজাল, দূষক, ক্ষতিকর পদার্থ বা অন্যকোন জৈব বা রাসায়নিক বিপত্তির সর্বোচ্চ যে পরিমাণ মানুষ বা প্রাণী দৈনিক গ্রহন করলে কোন স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয় না বা দেখা দেওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না;
- ৭৮) “সেন্টার অব এক্সিলেন্স” (Center of Excellence) অর্থ হল বিশেষ দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা সম্পন্ন একটি টিম বা শেয়ারকৃত একটি ফেসিলিটি অথবা একটি সত্তা, যেখানে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা হয় এবং যা একটি ফোকাস এরিয়ার জন্য নেতৃত্ব, সর্বোত্তম অনুশীলন, গবেষণা, সহায়তা ও/বা প্রশিক্ষণ প্রদান করে;
- ৭৯) “ETP” (Effluent Treatment Plant) অর্থ শিল্প বা ল্যাবরেটরির বর্জ্য পানি শোধনের পর ভাল পানি হিসেবে পুনরায় ব্যবহার অথবা পরিবেশে নিরাপদ অপসারণের জন্য নির্মিত প্লান্ট বা স্থাপনা;
- ৮০) “ICT Equipment” (Information and Communication Technology related Equipment) অর্থ তথ্য প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম (Equipment) বা পরস্পর সংযোজিত (Inter-connected) সরঞ্জামের ব্যবস্থা (System) বা অধস্তন ব্যবস্থা (Sub-system), যা তথ্য (Information) বা ডাটা (Data) সৃষ্টি (Creation), রূপান্তর (Conversion) ও দ্বিত্বকরণ (Duplication) করে;
- ৮১) “LIMS” (Laboratory Information Management System) অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য প্রযুক্তির একটি অত্যাধুনিক সফটওয়্যার, যা ল্যাবরেটরির প্রায় সব তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা ক্ষেত্র বিশেষে ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে গ্রহন, তথ্য নিয়ন্ত্রণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা, ইনভেন্ট্রি ব্যবস্থাপনাসহ কর্তৃপক্ষের পূর্ব নির্ধারিত নির্দেশনা মোতাবেক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা করে;
- ৮২) “MSDS” (Material Safety Data Sheet) অর্থ এটি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত কোন রাসায়নিক পণ্যের একটি ব্যাপক নিরাপত্তা দলিল, যার মধ্যে রাসায়নিক পণ্যটির ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য, সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব, জরুরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং নিরাপদে হ্যান্ডলিং ও কাজ করার নির্দেশনা থাকে, এবং MSDS কে Safety Data Sheet (SDS) বা Product Safety Data Sheet (PSDS) ও বলা হয়;
- ৮৩) “Proficiency Test” অর্থ কোন ল্যাবরেটরির নমুনা পরীক্ষার সঠিকতা ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আয়োজিত একগুচ্ছ ল্যাবরেটরির মধ্যে একই নমুনার পরীক্ষাকরণ প্রতিযোগিতা;
- ৮৪) “SOP” (Standard Operating Procedure) অর্থ ল্যাবরেটরির কোন পদ্ধতি বা কৌশল সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ঐ পদ্ধতি বা কৌশলের ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে বর্ণিত কার্যাবলী;

### ৩. গাইডলাইন এর উদ্দেশ্য (Purpose) ও প্রয়োগ (Application)

#### গাইডলাইন এর উদ্দেশ্য (Purpose)

- (১) মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস (কিউসি ল্যাব-ডিএলএস) এর কারিগরি ও প্রায়োগিক কার্যক্রম সুষ্ঠু, সুচারু ও কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এ গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- (২) এ গাইডলাইন কিউসি ল্যাব-ডিএলএস এর নীতিমালা, কোয়ালিটি পলিসিসহ সকল পলিসি এবং কোয়ালিটি ম্যানুয়ালের সাহায্যকারী ডকুমেন্ট হিসেবে প্রণীত হয়েছে।

#### গাইডলাইন এর প্রয়োগ (Application)

- (১) এ গাইডলাইন এর নির্দেশনা অনুসারে কিউসি ল্যাব-ডিএলএস এর সকল কারিগরি ও প্রায়োগিক কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে।
- (২) কিউসি ল্যাব-ডিএলএস এ কর্মরত সকল ল্যাবরেটরি কর্মী (ল্যাব-কর্মী; Lab Personnel) কে এ গাইডলাইন এর নির্দেশনা অনুসারে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে;
- (৩) কিউসি ল্যাব-ডিএলএস এ কর্মরত সকল ল্যাব-কর্মীকে গাইডলাইন এর নির্দেশনা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

### ৪. ল্যাবরেটরি প্রাসঙ্গিক

#### ৪.১. ল্যাবরেটরির ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য

##### ৪.১.১ ভিশন

প্রাণিজাত খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টিমান উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী জাতি গঠন।

*Developing safety and nutritional quality of animal source food to build healthy and talent nation.*

##### ৪.১.২. মিশন

প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ এবং প্রাণিজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে মান যাচাই, মান সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি এবং মোবাইল কোর্টসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে চাহিদা অনুযায়ী সহযোগিতা প্রদান করার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি হিসেবে সেন্টার অব এক্সিলেন্স অর্জন।

*Attaining center of excellence as quality control laboratory for livestock through sample testing for quality evaluation and quality related database development of livestock inputs and animal source products and by assisting the mobile court and lawful agencies.*

##### ৪.১.৩. উদ্দেশ্য

- ১) দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষা ও মান যাচাই এবং নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে আদর্শ মাত্রার ডাটাবেজ সৃজন;
- ২) ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের আদর্শ মাত্রা (standard limit) নির্ধারণ এবং ক্ষতিকর জীবাণু, ভেজাল (adulterants), দূষক বা contaminants (জেব, রাসায়নিক ও ভৌত) ও ক্ষতিকর পদার্থ (এলার্জেন, হরমোন বা স্টেরয়েড, এন্টিবায়োটিক, কীটনাশক) এর উপস্থিতি ও পরিমাণগত পরীক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা।
- ৩) মান পরীক্ষায় অধিকতর সঠিক ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি প্রয়োগের লক্ষ্যে নূতন পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন (method development), উদ্ভাবিত পরীক্ষা পদ্ধতির উপযুক্ততা মূল্যায়ন (method validation) এবং উদ্ভাবিত পদ্ধতি অন্যান্য সমজাতীয় ল্যাবরেটরিতে প্রসার ও প্রয়োগ;
- ৪) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরির সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, ল্যাবরেটরি দক্ষতার উন্নতি সাধন ও যৌথ বা সহযোগিতাপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা এবং এভাবে ল্যাবরেটরিকে 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' এ রূপান্তর করা।

1. Sample testing for quality evaluation of livestock inputs and animal source products produced or imported in the country and generate database on their test results.
2. Determination of the standard limit and the presence and quantity of adulterants, contaminants and hazardous substances in livestock inputs and animal source products by laboratory testing.
3. Develop and validate the new methods for applying more correct and acceptable methodology in the quality testing, and to disseminate and apply the developed and validated methods to other similar laboratories.

4. Develop human resources, improve laboratory efficiency and to conduct joint or collaborative research through collaboration with national and international laboratories, and thus to transform the laboratory as The Center of Excellence.

## 8.2. ল্যাবরোরি কারিগরি ও প্রশাসনিক কাঠামো এবং ল্যাবরেটরি কার্যকম

### 8.2.1. কারিগরি ও প্রশাসনিক কাঠামো

- ১) ল্যাবরেটরির প্রশাসনিক ও কারিগরি প্রধান হিসেবে কোন যুক্তিসঙ্গত পদবীতে একজন 'প্রধান নির্বাহী' থাকবেন;
- ২) প্রধান নির্বাহীর দাপ্তরিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহায়ক লোকবল (স্টাফ) নিয়োজিত থাকবে;
- ৩) ল্যাবরেটরির একজন 'প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা' থাকবেন, যিনি প্রধান নির্বাহীর অধীনে ল্যাবরেটরির কারিগরি বিষয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সকল শাখার কারিগরি কার্যক্রম সমন্বয় করবেন;
- ৪) ল্যাবরেটরিটি মোট ৫টি শাখার সমন্বয়ে গঠিত-
  - ফিড কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখা (Feed Quality Control Section)
  - রেসিডিউ ও বায়োলজিকস্ শাখা (Residue and Biologics Section)
  - প্রোডাক্ট কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখা (Product Quality Control Section)
  - মাইক্রোবিয়াল ফুড সেফটি শাখা (Microbial Food Safety Section)
  - বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (বায়ো-মেড) শাখা (Biomedical Engineering Section)
- ৫) কারিগরি ও প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে যুক্তিসঙ্গত পদবীতে প্রত্যেক শাখায় একজন 'শাখা প্রধান' থাকবেন;
- ৬) বায়ো-মেড শাখা ব্যতীত প্রত্যেক শাখা প্রধান এর তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট শাখায় বিভিন্ন পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান (ল্যাব-টেশনিশিয়ান) এবং সহায়ক লোকবল নিয়োজিত থাকবে এবং স্বল্প সংখ্যক সহায়ক লোকবলের মাধ্যমে শাখার প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হবে;
- ৭) প্রধানের তত্ত্বাবধানে বায়ো-মেড শাখায় বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকৌশলী, টেশনিশিয়ান ও সহায়ক জনবল থাকবে;
- ৮) শাখা প্রধান স্বল্প সংখ্যক সহায়ক লোকবলের মাধ্যমে শাখার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করবেন;
- ৯) শাখা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট শাখার সকল বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ল্যাব-টেশনিশিয়ান এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহায়ক লোকবল ল্যাবরেটরির কারিগরি কাজ সম্পাদনে নিয়োজিত থাকবেন।

### 8.2.2. ল্যাবরেটরি কার্যকম

- ১) প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের নমুনা পরীক্ষা ও মান যাচাই করাই এ ল্যাবরেটরির প্রধান কাজ। নমুনা পরীক্ষার নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে যে কোন সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তা ও খামারি স্ব-উদ্যোগে এ ল্যাবরেটরিতে উপকরণ বা পণ্যের মান যাচাই করতে পারবেন। ল্যাবরেটরিতে ৫টি প্রধান শাখা যথা- ফিড কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখা, রেসিডিউ এন্ড বায়োলজিকস্ শাখা, প্রোডাক্ট কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখা, মাইক্রোবিয়াল ফুড সেফটি শাখা এবং বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা। উল্লেখিত শাখাসমূহের মাধ্যমে এ ল্যাবরেটরির আওতাভুক্ত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। তবে, ল্যাবরেটরির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখাটি আপাততঃ তার নির্ধারিত কার্যক্রমের অতিরিক্ত গবেষণা ও উন্নয়ন (আর এন্ড ডি) শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
  - দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের মান পরীক্ষা, আদর্শ মাত্রা (standard limit) নির্ধারণ এবং এ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সাজান;
  - প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যে ক্ষতিকর জীবাণু, ভেজাল (adulterants), দূষক (contaminants) ও ক্ষতিকর পদার্থ (hazardous substances) এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়;
  - প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের উৎস প্রজাতি সনাক্তকরণ ও তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ;
  - মোবাইল কোর্টসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে চাহিদা অনুযায়ী নমুনা পরীক্ষার ফলাফল ও অন্যান্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান।
  - মান নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ও কৌশল সমূহের Standard Operational Procedure (SOP) প্রণয়ন, নিরীক্ষা ও যাচাইকরণ;
  - নূতন পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন (method development), উদ্ভাবিত পরীক্ষা পদ্ধতির উপযুক্ততা মূল্যায়ন (method validation) এবং উদ্ভাবিত উপযুক্ত পদ্ধতি সমজাতীয় অন্যান্য ল্যাবরেটরিতে প্রসার ও প্রয়োগ;
  - দেশের যে কোন অঞ্চলে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত পণ্যের মান সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা;
  - পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তির আওতায় প্রাণিসম্পদ সমন্বয় গবেষণায় নিয়োজিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ও মাস্টার্স ডিগ্রির ফেলোদের গবেষণায় সহায়তা, সহযোগিতা চুক্তিভুক্ত ল্যাবরেটরির টেকনিক্যাল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পারস্পরিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং যৌথ বা সহযোগিতাপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা;

- ল্যাবরেটরিতে প্রাপ্ত ফলাফল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জনকল্যাণের নিমিত্ত মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার সহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল গবেষণা পত্র হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ;
- দেশের জরুরী প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক আরোপিত জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্য কোন দায়িত্ব পালন।

1. Sample testing for quality evaluation of livestock inputs and animal source products produced or imported in the country and generate database on their test results.
2. Determination of the standard limit and the presence and quantity of adulterants, contaminants and hazardous substances in livestock inputs and animal source products by laboratory testing.
3. Identification of source species of livestock inputs and its products.
4. Assisting mobile court and all lawful agencies as per demand by providing the test result and other information.
5. Preparation, testing and verification of Standard Operating Procedure (SOP) for quality control procedures and techniques
6. Develop and validate the new methods for applying more correct and acceptable methodology in the quality testing, and to disseminate and apply the developed and validated methods to other similar laboratories.
7. Research on quality of livestock inputs and its products in any area of the country.
8. Training of research for PhD and Masters research fellows and technical staffs of other laboratories under collaboration.
9. Publication of laboratory results on QC Lab and DLS website and on national and international journals, if applicable for public wellness.
10. Any other activities related to public health imposed by Government in emergency situation.

- ২) ল্যাবরেটরির কার্যক্রম প্রধানতঃ শাখা ভিত্তিক পরিচালিত হবে এবং শাখা প্রধান সংশ্লিষ্ট শাখার কারিগরি কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন; শাখা ভিত্তিক ল্যাবরেটরির কার্যক্রম নিম্নরূপ-

- ফিড কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখার কার্যক্রম-

- (১) প্রাণিখাদ্য ও প্রাণিখাদ্য উপকরণে পুষ্টি ও মাইক্রো-পুষ্টি (Nutrient & Micro-nutrient) উপাদানের পরিমাণগত বিশ্লেষণ (Quantitative Analysis);
- (২) প্রাণিখাদ্য ও প্রাণিখাদ্য উপকরণের উপাদানের আদর্শ মাত্রা (Standard Limit) নির্ধারণ;
- (৩) প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হরমোন (Hormone), স্টেরয়েডস (Steroids), বালাইনাশক (Pesticides), রাসায়নিক সার Chemical Fertilizer), মাইকোটক্সিন (Mycotoxin), ভারী-ধাত (Heavy Metal), এন্টিবায়োটিক (Antibiotic) ইত্যাদির উপস্থিতির পরিমাণগত পরীক্ষাকরণ (Quantitative Test);
- (৪) প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রক্রিয়াজাতকরণ (Processing) সংরক্ষক (Preservatives), সংযোজক (Additives), খাদ্য সংযোজক (Feed additives), বর্ধন প্রবর্তক (Growth promoter), ভেজাল (Adulterant), দূষক (Contaminant) ও ক্ষতিকর পদার্থ (Hazardous Substance) ইত্যাদির উপস্থিতির পরিমাণগত পরীক্ষাকরণ।

- রেসিডিউ ও বায়োলজিকস্ শাখার কার্যক্রম-

- (১) প্রাণিজাত খাদ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মাইকোটক্সিন, ভারী-ধাতু, প্রক্রিয়াজাতকরণ সংরক্ষক ও সংযোজক, ভেজাল, দূষক এবং ক্ষতিকর পদার্থ ইত্যাদির উপস্থিতির পরিমাণগত পরীক্ষাকরণ;
- (২) প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হরমোন, স্টেরয়েড, বালাইনাশক, এন্টিবায়োটিক, ঔষধের সক্রিয় উপাদান (Active Ingredient of Drug) ইত্যাদির অবশিষ্টাংশের (Residue) উপস্থিতির পরিমাণগত পরীক্ষাকরণ;
- (৩) প্রাণিজ উপজাত দ্রব্যাদিতে (যেমন- চামড়া, শিং, কান ইত্যাদি) ব্যবহারকারীর জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দূষক (Chemical contaminant) ইত্যাদির উপস্থিতির পরিমাণগত পরীক্ষাকরণ;
- (৪) বায়োলজিক্স (Biologics), যেমন- টিকা, রক্ত, সিরাম, ইত্যাদির হরমোন, স্টেরয়েড, এন্টিবায়োটিক, প্রক্রিয়াজাতকরণ সংরক্ষক, সংযোজক, রাসায়নিক দূষক ইত্যাদির উপস্থিতির পরিমাণগত পরীক্ষাকরণ;
- (৫) বায়োলজিক্স এর ব্যবহার উপযোগিতা (Usefulness) যাচাইকরণ (Verification);
- (৬) প্রাণিসম্পদে ব্যবহৃত টিকার (Livestock vaccine) ল্যাবরেটরি পরীক্ষাকরণ ও বিশ্লেষণ (Laboratory Test & Analysis)।

• প্রোডাক্ট কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখার কার্যক্রম-

- (১) প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত, প্রাণিখাদ্য ও প্রাণিখাদ্য উপকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের গঠনগত মান পরীক্ষাকরণ (Structural Quality Test);
- (২) প্রাণিজাত খাদ্যের স্বাদ পরীক্ষাকরণ (Sensory Analysis);
- (৩) প্রাণিজাত খাদ্য উপাদানের আদর্শ মাত্রা নির্ধারণ;
- (৪) প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের ব্যবহার উপযোগিতা যাচাইকরণ;
- (৫) প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের উৎস প্রজাতি সনাক্তকরণ (Identification of Source Species);
- (৬) প্রাণিজাত খাদ্যে রাসায়নিক দূষক, যেমন- ফরমালিন (Formalin), মেলামাইন (Melamine), ক্ষতিকারক রং (Hazardous Colour) ইত্যাদির উপস্থিতির পরিমাণগত পরীক্ষাকরণ।

• মাইক্রোবিয়াল ফুড সেফটি শাখার কার্যক্রম-

- (১) প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণে জীবাণু গঠিত দূষক (Microbial contaminants) চিহ্নিতকরণ (Detection) ও সনাক্ত (Identification)
- (২) প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণে জুনোটিক জীবাণু জনিত দূষণ (Contamination with Zoonotic Microorganism) চিহ্নিত ও সনাক্তকরণ;
- (৩) প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্ট জীবাণু (Antimicrobial Resistant Microorganisms) ও জিন (Antimicrobial Resistance Gene) সনাক্ত ও চিহ্নিতকরণ;
- (৪) আমদানি-রপ্তানির (Import-Export) ক্ষেত্রে পশু-পাখি ও প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু (Pathogenic Microorganism) সনাক্ত ও চিহ্নিতকরণ।

• বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (বায়ো-মেড) শাখার কার্যক্রম-

- (১) ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি মেরামত (Repair), সমস্যা সমাধান (Trouble Shooting) ও রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance);
- (২) যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা (Operation) বিষয়ে ল্যাবরেটরি কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- (৩) ল্যাবরেটরির LIMS (Laboratory Information Management System) সহ সকল ICT (Information and Communication Technology), বৈদ্যুতিক (Electrical) ও সোলার প্যানেল (Solar pannel) এর যন্ত্রপাতি ও সিস্টেমের কার্যক্রম তদারকি (Equipment and System functionality monitoring), সমস্যা সমাধান, হাল নাগাদকরণ (Updating) ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (৪) যন্ত্রপাতি পরিচালনার পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ যাচাইকরণ (Instrument Operating Procedures & Techniques Verification) এবং যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় SOP (Standard Operating Procedure) সমূহ প্রণয়ন।

➤ তবে, বায়ো-মেড শাখা ব্যতীত সকল শাখা পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডাটাবেজ তৈরী করবে।

৪.৩. কিউসি ল্যাব-ডিএলএস এর অবস্থান

- ১) ল্যাবরেটরিটি বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার উপজেলার সিএমবি বাস স্ট্যান্ডের সন্নিহিত আনোয়ার জং সড়কের উল্টর পাশে ১.৬৪ (এক একর চৌষট্টি শতক) একর উঁচু জমির উপর স্থাপিত।

৫. গাইডলাইন (Guidelines)

৫.১. ল্যাবরেটরির বায়োসেফটি ও বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাপনা (Lab Biosafety & Biosecurity Management)

৫.১.১. ল্যাবরেটরিতে গমন ও বহির্গমন ব্যবস্থাপনা (Entry and Exit Management)

- (১) ল্যাবরেটরিতে দর্শনার্থীর প্রবেশ ও কোন ল্যাব-কর্মীর যেকোন শাখার ল্যাবরেটরি অংশে যখন তখন আসা-যাওয়া প্রতিরোধকল্পে এবং ল্যাব-কর্মীদের দৈনিক হাজিরা সংরক্ষনের নিমিত্ত ল্যাবরেটরিতে ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থা (Digital Entry System) প্রবর্তন করা হয়েছে;
- (২) ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষার্থী, গবেষণা ফেলো এবং অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী ব্যতীত অন্যকোন ব্যক্তি ল্যাবরেটরির নীচতলার নির্দিষ্ট অংশ ছাড়া অন্যকোন অংশে প্রবেশ করতে পারবেন না।

ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ/গমন প্রক্রিয়া

- ১) ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের লক্ষ্যে ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী, গবেষণা ফেলো এবং অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী প্রথমে তাঁর পরিহিত জুতা ভবনের নীচ তলার জুতার কেবিনেটে রেখে কেবিনেট হতে ভবনের প্রশাসনিক অংশে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত জুতা পরিধান করবেন;
- ২) ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা ফেলোগণ ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থায় স্বীয় পরিচয় প্রমানের মাধ্যমে ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত লিফট-সিঁড়ির দিকের গেইট অতিক্রম করে লিফট-সিঁড়ির সামনে পৌঁছবেন;
- ৩) অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী কোন ল্যাব-কর্মীর সহায়তায় ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত লিফট-সিঁড়ির দিকের গেইট অতিক্রম করে লিফট-সিঁড়ির সামনে পৌঁছবেন;
- ৪) লিফট-সিঁড়ির সামনে প্রবেশের গেইট দিয়ে প্রবেশকালে ডিজিটাল থার্মো-স্ক্যানারের মাধ্যমে আগত প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রাসহ অন্যান্য শারীরিক কিছু অবস্থা পরিমাপ করে ডিজিটাল স্ক্রীনে ডিসপ্লে করবে;
- ৫) ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা ফেলো এবং অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী যেই হোন না কেন আগত ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের (৯৯° সে.গ্রে.) চেয়ে বেশী পাওয়া গেলে তাঁকে আর সামনে না যাওয়ার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে এলার্ম বেজে উঠবে;
- ৬) এলার্ম বেজে উঠলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, তিনি যে পর্যায়ের লোকই হোন না কেন, ঐদিন আর ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করতে পারবেন না;
- ৭) এলার্ম বাজার সাথে সাথে ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা ফেলোগণ নিজ দায়িত্বে তাৎক্ষণিক ল্যাবরেটরি ভবন ত্যাগ করবেন এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি ভবনের নীচ তলায় কর্মরত ল্যাবরেটরি কর্মী ঐ ব্যক্তিকে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ নিষৃত করবেন;
- ৮) শরীরে উচ্চ তাপমাত্রাসহ আগত ব্যক্তি তাৎক্ষণিক ল্যাবরেটরি আঙ্গিনা ত্যাগ করবেন এবং এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ল্যাবরেটরি আঙ্গিনা ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানালে, দায়িত্বরত ল্যাব-কর্মী তাঁকে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়ে ল্যাবরেটরি আঙ্গিনা ত্যাগ করার ব্যবস্থা করবেন;
- ৯) আগত ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকলে, (এলার্ম না বাজলে) তিনি লিফট বা সামনের সিঁড়ি ব্যবহার করে কাংখিত ফ্লোরে বা শাখার প্রশাসনিক অংশে গমন করবেন;
- ১০) অতঃপর অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী একজন ল্যাব-কর্মীর সহায়তায় ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ল্যাবরেটরি অংশের গেইট অতিক্রম করে বায়োসেইফটি চ্যানেলের সামনের করিডোরে প্রবেশ করবেন;
- ১১) ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা ফেলোগণ ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থায় স্বীয় পরিচয় প্রমানের মাধ্যমে শাখার ল্যাবরেটরি অংশের ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত গেইট অতিক্রম করে বায়োসেইফটি চ্যানেলের সামনের করিডোরে প্রবেশ করবেন;
- ১২) বায়োসেইফটি চ্যানেলের সামনের করিডোরে আগত ব্যক্তি নীচতলায় পরিহিত জুতা বায়োসেইফটি চ্যানেলের সামনের করিডোরের জুতার কেবিনেটে রেখে খালি পায়ে বায়োসেইফটি চ্যানেলের প্রথম কক্ষে প্রবেশ করবেন;
- ১৩) বায়োসেইফটি চ্যানেলের প্রথম কক্ষে রক্ষিত জুতার কেবিনেট হতে এক জোড়া ল্যাবরেটরি জুতা পরিধান করে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বায়োসেইফটি চ্যানেলের দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করে কাপড় রাখার স্থানে তাঁর কোট, জেকট, টুপি ইত্যাদি (যদি থাকে) খুলে রাখবেন;
- ১৪) অতঃপর, বায়োসেইফটি চ্যানেলের দ্বিতীয় কক্ষের বেসিনে রক্ষিত সাবান/হ্যান্ড ওয়াশ দ্বারা দু'হাত ও মুখমন্ডল ভালভাবে ধৌত করে তথায় রক্ষিত টিস্যু দ্বারা মুছে বায়োসেইফটি চ্যানেলের তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করে গার্মেন্টস কেবিনেট হতে এপ্রোন ও নির্ধারিত স্থান হতে মাস্ক, গ্লাভসসহ সকল ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রি পরিধান করবেন;
- ১৫) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রি পরিহিত অবস্থায় তিনি বায়োসেইফটি চ্যানেলের চতুর্থ কক্ষে রক্ষিত এয়ার সাওয়ার কেবিনেটটির বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন করে কেবিনেটটি চালু করবেন এবং এয়ার সাওয়ার কেবিনেটটি চালু হওয়ার পর কেবিনেটের দরজা খুলে কেবিনেটটিতে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিবেন;
- ১৬) এয়ার সাওয়ার কেবিনেটের দরজা বন্ধ করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রচণ্ড বেগের বাতাস তাঁর শরীরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ১২-১৫ সেকেন্ডের মধ্যে পুরো শরীরকে দূষণমুক্ত (Contamination free) করে ল্যাবরেটরির দিকের দরজাটি খোলার সংকেত দিবে এবং তিনি তখন কেবিনেটের দরজাটি খুলে ল্যাবরেটরির দিকে বাহির হয়ে ল্যাবরেটরির কোরিডোরে পৌঁছাবেন;
- ১৭) ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা ফেলো ল্যাবরেটরির বিভিন্ন স্থানে স্ব স্ব কাজের উদ্দেশ্যে গমন করবেন;
- ১৮) ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী, গবেষণা ফেলো এবং অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী ব্যতীত অন্যকোন ব্যক্তির ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের প্রয়োজন হলে উপরোক্ত প্রক্রিয়া হুবহু অনুসরণ ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করতে হবে।

#### ল্যাবরেটরি পরিদর্শন

- ১) দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারীর সংশ্লিষ্ট শাখার প্রশাসনিক অংশ হতে ল্যাবরেটরি অংশে গমনের অনুমোদন থাকলে বা অনুমোদন পেলে ল্যাবরেটরি অংশে প্রবেশের প্রাক্কালে ঐ শাখার একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগত ব্যক্তিকে ল্যাবরেটরির অভ্যন্তরের পরিদর্শনকালীন আচরণ বিধিসমূহ বিস্তারিত বুঝিয়ে দিবেন;
- ২) অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী সংগে থাকা ল্যাব-কর্মীর সহযোগিতায় ল্যাবরেটরির কোরিডোর হতে পার্টিশান কাঁচের মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও ল্যাবরেটরির কর্মকান্ড অবলোকন করবেন;
- ৩) বিশেষ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শাখার ল্যাবরেটরি কক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি কক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন;
- ৪) ল্যাবরেটরি পরিদর্শনকালে দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী নিজের বিষয়সমূহ অবশ্যই মেনে চলবেন-

- পরিদর্শনকালে করিডোর হতে পার্টিশান কাঁচের বাহির থেকে ল্যাবরেটরি অবলোকন করতে হবে;
  - ল্যাবরেটরির অভ্যন্তরে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চলাফেরা করতে হবে;
  - বিনা অনুমতিতে কোন যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল, নমুনা বা ল্যাবরেটরির অন্য কিছু স্পর্শ করা যাবে না;
  - ভোলাটাইল বা বিপত্তিকর রাসয়নিক এবং জীবানুর ক্ষতিকর প্রভাব হতে মুক্ত থাকার জন্য পরিদর্শনকালে এসব রাসয়নিক ও জীবানুর সংস্পর্শে আসা বা নিকটবর্তী হওয়া যাবে না;
  - ভোলাটাইল রাসয়নিকের কাজ চলাকালে ল্যাবরেটরির সংশ্লিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করা যাবে না;
  - নমুনা প্রস্তুতের সময় কোন ল্যাবরেটরির সংশ্লিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করা যাবে না।
- ৫) একইভাবে একজন অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী কিউসি ল্যাব-ডিএলএস এর এক বা একাধিক শাখার ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করতে পারেন।

#### ল্যাবরেটরি হতে বহির্গমন

- (৩) ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা ফেলোগণ কাজ শেষে বা প্রয়োজনে এবং অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারীর পরিদর্শন শেষে ল্যাবরেটরি হতে বাহিরে আসার ক্ষেত্রে প্রবেশের উল্টোপথে বায়োসেফইটি চ্যানেলের এয়ার সাওয়ার কেবিনেটে সাওয়ার নিয়ে বায়োসেফইটি চ্যানেলের তৃতীয় কক্ষে বাহির হবেন;
- (৪) বায়োসেফইটি চ্যানেলের তৃতীয় কক্ষে এসে পরিহিত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রি যেমন- এপ্রোন, মাস্ক, হেয়ার ক্যাপ ইত্যাদি খুলে নির্ধারিত স্থানে রাখবেন;
- (৫) অতঃপর কাপড় রাখার স্থান হতে তাঁর কোট, জেকেট ইত্যাদি (যদি থাকে) সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরির জুতা জোড়া খুলে জুতার কেবিনেটে রেখে বায়োসেফইটি চ্যানেলের বাহিরের করিডোরে আসবেন;
- (৬) বায়োসেফইটি চ্যানেলের বাহিরের করিডোরে রক্ষিত জুতার কেবিনেট হতে তাঁর পূর্বে পরিহিত জুতা পড়ে ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা ফেলোগণ ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থায় স্ব স্ব পরিচয় প্রমানের মাধ্যমে এবং অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী কোন ল্যাব-কর্মীর সহায়তায় ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত গেইটটি অতিক্রম করে সংশ্লিষ্ট শাখার প্রশাসনিক অংশে আগমন করবেন;
- (৭) সংশ্লিষ্ট শাখার প্রশাসনিক অংশের কাজ শেষে (যদি থাকে) অথবা প্রশাসনিক অংশ হতে সরাসরি লিফট বা সিঁড়ির মাধ্যমে নীচতলায় সিঁড়ির সামনের গেইটে উপস্থিত হবেন;
- (৮) একইভাবে ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা ফেলোগণ ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থায় স্ব স্ব পরিচয় প্রমানের মাধ্যমে এবং অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী কোন ল্যাব-কর্মীর সহায়তায় প্রবেশ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত সিঁড়ির সামনের গেইটটি অতিক্রম করে লবিতে রক্ষিত জুতার কেবিনেটের নির্ধারিত স্থানে ল্যাবরেটরি জুতা রেখে নিজস্ব জুতা পড়ে বাহিরে বা প্রয়োজনে নীচতলার অন্যকোন অংশে যাবেন;
- (৯) কাজ শেষে দর্শনার্থী বা পরিদর্শনকারীকে ল্যাবরেটরির নীচতলা বা ল্যাবরেটরি আঙ্গিনায় অহেতুক অবস্থান করতে দেওয়া যাবে না;
- (১০) কোন ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী বা পরিদর্শনকারী পুণঃরায় ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বর্ণিত একই নিয়ম অনুসরণ করে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ ও ল্যাবরেটরি হতে বাহিরে আসতে হবে;
- (১১) ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী, গবেষণা ফেলো এবং অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী ব্যতীত ল্যাবরেটরিতে প্রবেশকারী অন্য ব্যক্তিরো উপরোক্ত প্রক্রিয়া হুবহু অনুসরণ ল্যাবরেটরিতে হতে বাহির হবেন।

#### ল্যাবরেটরিতে গমন-বহির্গমন, পরিদর্শন ও দায়িত্ব পালনে বিশেষ সতর্কতা

- ১) কোন ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা ফেলো অথবা কোন অনুমোদিত দর্শনার্থী বা পরিদর্শনকারী ব্যক্তি কোন অবস্থায়ই কোনরূপ খাদ্য বা পানীয় নিয়ে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করতে কিংবা অন্য কোন উপায়ে কোনরূপ খাদ্য বা পানীয় ল্যাবরেটরিতে আনাগমন করতে পারবে না;
- ২) কোন ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা ফেলো অথবা কোন অনুমোদিত দর্শনার্থী বা পরিদর্শনকারী ব্যক্তি কোন অবস্থায়ই ল্যাবরেটরিতে কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহন করতে পারবে না;
- ৩) কোন ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা ফেলো এবং অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী তাঁর শরীরে ব্যবহৃত কোন ধাতব অলংকারাদি (যেমন- স্বর্ণাংকার, ঘড়ি, আংটি, ব্রেসলেট ইত্যাদি) নিয়ে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করতে পারবেন না;
- ৪) ধাতু ছাড়া অন্যকিছু দ্বারা প্রস্তুত শরীরে ব্যবহার্য কোন বস্তু (যেমন- হেয়ার ক্লিপ, চাবির রিং, কনটাক্ট ল্যাপ্স ইত্যাদি) এবং ব্যক্তিগত ব্যবহার্য কোন জিনিসপত্র (যেমন- হ্যান্ড ব্যাগ, পার্স, ভেনিটি ব্যাগ ইত্যাদি) নিয়ে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করতে পারবেন না;
- ৫) যেহেতু, ওয় হতে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত জরুরী বহির্গমন সিঁড়ি ও সংশ্লিষ্ট তলা/ফ্লোরের ল্যাবরেটরি অংশের মধ্যে বায়োসেফইটি চ্যানেলের পরিবর্তে একটি কাঁচের গেইট আছে, তাই সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরির বায়োসেফইটি ও বায়োসিকিউরিটি বজায় রাখার স্বার্থে সাধারণতঃ গেইটটি সবসময় বন্ধ থাকবে;
- ৬) জরুরী অবস্থায় জরুরী বহির্গমন সিঁড়িটি ব্যবহারের জন্য তাৎক্ষণিক খুলে দেওয়ার সহজ ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে ল্যাবরেটরির অভ্যন্তরে অবস্থানরত ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা ফেলো এবং অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী, এবং অন্যকোন লোক (যদি থাকে) সহজে ও দ্রুত ভবনের বাহিরে আসতে পারে।

### ৫.১.২. ল্যাবরেটরির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (Laboratory Cleanliness)

- ১) দ্বিতীয় তলার প্রশাসনিক শাখা ও অন্যান্য শাখাসমূহের প্রশাসনিক অংশের সকল কক্ষ, করিডোর, সিঁড়ি ইত্যাদি নির্দিষ্ট পরিচ্ছন্নতা কর্মীদেরা এবং শাখাসমূহের ল্যাবরেটরির অংশের সকল কক্ষ, করিডোর ইত্যাদি অন্য নির্দিষ্ট পরিচ্ছন্নতা কর্মীদেরা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে;
- ২) নীচতলা, দ্বিতীয় তলার প্রশাসনিক শাখা এবং শাখাসমূহের প্রশাসনিক ও ল্যাবরেটরির অংশে ধূলা-বালি বিস্তার রোধকল্পে ভেকিউয়াম ক্লিনারদ্বারা পরিষ্কার করতঃ জীবানু বিস্তার প্রতিহত করার লক্ষ্যে নিয়মিত ডিজইফেক্টেন্টের সোয়াব দিতে হবে;
- ৩) কোন শাখার ল্যাবরেটরির অংশে ব্যবহৃত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সরঞ্জামাদি ল্যাবরেটরির বাহিরে শাখার প্রশাসনিক অংশে অথবা নীচতলা বা দ্বিতীয় তলার প্রশাসনিক শাখায় এবং শাখার প্রশাসনিক অংশের, নীচতলা বা দ্বিতীয় তলার প্রশাসনিক শাখায় ব্যবহৃত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সরঞ্জামাদি কোন শাখার ল্যাবরেটরির অংশে ব্যবহার করা যাবে না;
- ৪) কোন শাখার ল্যাবরেটরির অংশে ব্যবহৃত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সরঞ্জামাদি অন্য শাখার ল্যাবরেটরির অংশেও ব্যবহার করা যাবে না;
- ৫) সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছন্নতা শাখার প্রশাসনিক ও ল্যাবরেটরির অংশ এবং নীচতলা ও দ্বিতীয় তলার বাথরুম/টয়লেট, বেসিন, লুকিং গ্লাস ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার করে ব্যবহার উপযোগী রাখবে এবং বাথরুম/টয়লেট, বেসিন ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় টয়লেটরিজ, যেমন- টিসু, হ্যান্ড ওয়াশ, তোয়ালে ইত্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করবে;
- ৬) ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ও/বা নির্দেশনায় এবং তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরির পরিচ্ছন্নতা কর্মী যন্ত্রপাতির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখবেন;
- ৭) কোন শাখার প্রশাসনিক অংশ বা ল্যাবরেটরির অংশে অথবা ল্যাবরেটরির ভবনের কোথাও কোনরূপ তরল পদার্থ ঝরে পড়লে (Liquid spill), স্পিল কিট (Spill kit) ব্যবহার করে অথবা কোন ধূলা-বালি বা অন্যকোনরূপ ময়লা পাওয়া গেলে ভেকিউয়াম ক্লিনার বা অন্যকোন উপায়ে এবং ডিজইফেক্টেন্টের সোয়াব ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক পরিষ্কার করতে হবে;
- ৮) অবকাঠামো মেরামত/উন্নয়ন/পরিবর্তন, যন্ত্রপাতি স্থাপন/মেরামত/পূণঃস্থাপন বা বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন/ মেরামত/পূণঃস্থাপন ইত্যাদি কারণে কোনরূপ ময়লা বা ধূলা-বালির সৃষ্টি হলে সেগুলি নিয়মানুযায়ী তাৎক্ষণিক অপসারণ করতঃ পরিষ্কার করে ডিজইফেক্টেন্ট সোয়াব ব্যবহার করতে হবে;
- ৯) ল্যাবরেটরির ভবনের মেঝে, দেয়াল, ছাদ, দরজা-জানালা, পর্দা, আসবাবপত্র, এয়ার কন্ডিশনার, লাইট, ফ্যান ইত্যাদি স্থান ও বস্তু সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;
- ১০) ল্যাবরেটরির ভবনের কোন কক্ষ পরিষ্কার করার পর ঐ কক্ষের যথাস্থানে সংশ্লিষ্ট আসবাবপত্র, টিসু, হ্যান্ড সেনিটাইজার, তোয়ালে ইত্যাদি পূর্বের ন্যায় পুনরায় সাজিয়ে রাখতে হবে;
- ১১) প্রকৃতপক্ষে, কোন অবস্থাতেই ল্যাবরেটরির ভবনের কোন অংশে বা স্থানে কোথাও কোনরূপ ময়লা-আবর্জনা থাকতে পারবে না এবং যথারীতি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

### ৫.১.৩. ল্যাবরেটরির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Laboratory Waste Management)

#### শাখার ল্যাবরেটরির অংশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

- ১) ল্যাবরেটরির প্রত্যেক সেকশনের ল্যাবরেটরির অংশে সৃষ্ট প্রতিদিনের জৈব, অজৈব ও ধারাল সকল প্রকার বর্জ্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট বর্জ্য পাত্রে (Waste Bin) মেডিক্যাল/ল্যাবরেটরির বর্জ্য হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ২) ল্যাবরেটরির কার্যক্রমে ব্যবহৃত নমুনা অথবা সলিড/সেমি-সলিড পদার্থ বর্জ্য হিসেবে ল্যাবরেটরির বাহিরে অপসারণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নমুনা ও সলিড/সেমি-সলিড পদার্থ অটোক্ল্যাব করতঃ জীবানুমুক্ত করে জৈব বর্জ্যের পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ৩) ল্যাবরেটরির কার্যক্রমে ব্যবহৃত তরল রাসায়নিকসহ সকল প্রকার তরল বর্জ্য ল্যাবরেটরির বর্জ্য প্রনালীর মাধ্যমে ইটিপিতে যাবে এবং ইটিপিতে প্রক্রিয়ার ফলে শুদ্ধ পানি হিসেবে অগ্নি নির্বাপনে ব্যবহারের জন্য মজুদ থাকবে;
- ৪) শাখার ল্যাবরেটরির অংশের বর্জ্য মাসে অন্ততঃ একবার মেডিক্যাল/ল্যাবরেটরির বর্জ্য হিসেবে ল্যাবরেটরির আংগিনার বাহিরে মেডিক্যাল বা ল্যাবরেটরির বর্জ্য অপসারণকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে।

#### ল্যাবরেটরির বহির্ভূত ল্যাবরেটরির ভবনের অন্যান্য অংশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

- ১) ল্যাবরেটরির ভবনের নীচতলা ও দ্বিতীয় তলা এবং শাখাসমূহের প্রশাসনিক অংশের বর্জ্য সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরির আংগিনার একটি নির্দিষ্ট স্থানে (যেখানে লোকজনের আসা-যাওয়া কম) মাটিতে গর্ত করে এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে সময়ের সাথে সাথে সেগুলি পঁচে জৈব সারে পরিণত হয়;
- ২) ল্যাবরেটরির বিভিন্ন অংশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচ্ছন্নতা কর্মীই সংশ্লিষ্ট অংশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে;
- ৩) এ গাইডলাইন এর সেকশন ৭.১৩ এ উল্লেখিত 'বায়োসেফটি অফিসার' ল্যাবরেটরির সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তদারকি ও সমন্বয় করবেন;
- ৪) এ গাইডলাইন এর সেকশন ৭.১২ এ ল্যাবরেটরির অন্যান্য অঙ্গসমূহ ও ল্যাবরেটরির আংগিনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গাইডলাইন উস্থাপন করা হয়েছে।

### ৫.১.৪. ব্যক্তিগত সুরক্ষা (Personal safety)



### ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবহার (Use of Personal Protective Equipment-PPE)

- ১) সকল ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা ফেলো এবং অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারীর ব্যক্তিগত সুরক্ষার নিমিত্ত ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে;
- ২) প্রতিটি শাখার বয়োসেইফটি চ্যানেল এবং ল্যাবরেটরির সংশ্লিষ্ট কক্ষে ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী, যেমন- বিভিন্ন ধরনের ল্যাব ওয়্যার বা এপ্রোন, মাস্ক, এসপারেটর মাস্ক, গগলস, হেয়ার ক্যাপ, ল্যাব স্যু, স্যু-কভার ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে;
- ৩) সকল ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা ফেলো এবং অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারীকে আবশ্যিকভাবে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর প্রয়োজ্য সকল উপকরণ পরিধান করতঃ নির্ধারিত নিয়ম ও পথ অনুসরণ করে বয়োসেইফটি চ্যানেল অতিক্রম করে ল্যাবরেটরির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে।

### বায়োসেফটি কেবিনেটের ব্যবহার (Use of Biosafety Cabinet)

- ১) নমুনা গ্রহণ ডেস্কে দায়িত্বরত ল্যাব-কর্মী কেন্দ্রীয়ভাবে নমুনা গ্রহণের পর, একাধিক শাখায় নমুনা প্রেরণের ক্ষেত্রে জৈব সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে বায়োসেফটি কেবিনেট ব্যবহার করে নমুনা বিভাজন করতঃ নিওমেটিক সেম্পল ট্রান্সফার সিস্টেমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখায় নমুনা প্রেরণ করবেন;
- ২) নিওমেটিক সেম্পল ট্রান্সফার সিস্টেমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখায় নমুনা প্রেরণের পর, শাখার সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি কর্মী নমুনাটি ল্যাবরেটরির এয়ার সাওয়ার পাসবলের মাধ্যমে ল্যাবরেটরির অভ্যন্তরে গ্রহণ করবেন;
- ৩) ল্যাবরেটরির অভ্যন্তরে নমুনা গ্রহণের পর, জৈব সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে শাখার সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি কর্মী বায়োসেফটি কেবিনেট ব্যবহার করে শাখার জন্য নমুনা বিভাজন করবেন;
- ৪) কেবিনেটের ফ্ল্যাটফরমটি সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে ও অলস অবস্থায় কেবিনেটের ভিতরে কিছু রাখা যাবে না;
- ৫) যথাসময়ে বায়োসেফটি কেবিনেট ক্যালিব্রেশন করতে হবে ও যথানিয়মে ব্যবহার করতে হবে।

### ফিউম হুডের ব্যবহার (Use of Fume Hood)

- ১) কেমিক্যাল স্পর্শের ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফিউম হুড থাকবে;
- ২) এসিডসহ সকল ভোলাটাইল রাসায়নিক বিশেষ সাবধানতার সাথে ফিউম হুডের মধ্যে হ্যান্ডলিং করতে হবে;
- ৩) হুডের ফ্ল্যাটফরমটি সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে এবং অলস অবস্থায় ফিউম হুডের ভিতরে কিছু রাখা যাবে না;
- ৪) যথাসময়ে ফিউম হুড ক্যালিব্রেশন করতে হবে ও যথানিয়মে ব্যবহার করতে হবে।

### আই সাওয়ার ও ইমার্জেন্সি সাওয়ার ব্যবহার (Use of Eye shower and Emergency Shower)

- ১) ভোলাটাইল বা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারকারী প্রত্যেকটি ল্যাবরেটরি কক্ষে আবশ্যিকভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আই সাওয়ারের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- ২) ভোলাটাইল বা ক্ষতিকর রাসায়নিক কোন ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী বা গবেষণা ফেলো অথবা অনুমোদিত দর্শনার্থী বা পরিদর্শনকারী অথবা অন্যকোন ব্যক্তির চোখে পড়লে বা চোখের সংস্পর্শে আসলে তাৎক্ষণিক নিকটবর্তী আই সাওয়ারের সাহায্যে চোখে পর্যাপ্ত পানির ঝটকা দিয়ে চোখ পরিষ্কার করতে হবে;
- ৩) অতঃপর প্রয়োজনে উপযুক্ত ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে;
- ৪) ল্যাবরেটরির প্রতিটি সেকশনের ল্যাবরেটরি অংশের করিডোরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইমার্জেন্সি বা জরুরী সাওয়ারের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- ৫) কোন ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী বা গবেষণা ফেলো অথবা অনুমোদিত দর্শনার্থী বা পরিদর্শনকারী অথবা অন্যকোন ব্যক্তির শরীরে কোন ভোলাটাইল বা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ পড়লে তাৎক্ষণিক পরিধেয় পোশাকসহ নিকটবর্তী ইমার্জেন্সি সাওয়ারের নীচে পর্যাপ্ত পানি দিয়ে ভালভাবে শরীর ধোত করে নিতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে চলে যায়;
- ৬) অতঃপর প্রয়োজনে উপযুক্ত ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

### জরুরী নির্গমন সিঁড়ি ব্যবহার (Use of Eye shower and Emergency Shower)

- ১) ল্যাবরেটরি ভবনের পিছনের অংশে অবস্থিত জরুরী বহির্গমনের জন্য স্থাপিত সিঁড়িটি স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহার করা যাবেনা, বরং অগ্নি, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে সৃষ্ট জরুরী অবস্থায় জরুরী বহির্গমন সিঁড়ি ব্যবহৃত হবে;
- ২) তৃতীয় হতে ষষ্ঠ তলা পর্যন্ত জরুরী বহির্গমন সিঁড়ি ও সংশ্লিষ্ট ফ্লোরের ল্যাবরেটরি অংশের মধ্যে বয়োসেইফটি চ্যানেল না থাকায় সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরির বয়োসেইফটি ও বায়োসিকিউরিটি রক্ষার্থে ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থাসহ একটি কাঁচের গেইট দিয়ে সংশ্লিষ্ট শাখার ল্যাবরেটরি অংশ ও সিঁড়িটির মধ্যকার যোগাযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে;
- ৩) জরুরী অবস্থায় প্রত্যেক শাখার ল্যাবরেটরি অংশের জরুরী বহির্গমন সিঁড়ির দিকের বন্ধ গেইট যেকোন ল্যাব-কর্মী সহজেই তাৎক্ষণিক খুলে দিতে পারবেন;

- ৪) নীচতলায় জরুরী বহির্গমন সিঁড়ির মূখে অবস্থিত ছোট কাঁচের গেইটটি জরুরী অবস্থায় নীচতলায় কর্মরত ল্যাবরেটরি কর্মী দ্রুত খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

## ৫.২. ল্যাবরেটরির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা (Laboratory Safety and Security)

- ১) ল্যাবরেটরির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য বিষয়, তাই ল্যাবরেটরির সুরক্ষা ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে প্রত্যেক ল্যাব-কর্মীকে সর্বদা সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে;
- ২) বায়ো-মেড শাখার উদ্যোগে বছরে অন্ততঃ একবার সকল ল্যাব-কর্মীকে ল্যাবরেটরির সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- ৩) ল্যাবরেটরির কোথাও কোন যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক বা অন্যকোনরূপ ত্রুটি, দুর্ঘটনা বা জরুরী পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হলে, তাৎক্ষণিক বায়ো-মেড শাখা সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান বা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহীকে অবহিত করতে হবে;
- ৪) ল্যাবরেটরির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রত্যেক ল্যাব-কর্মীকে Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) & Lab Safety Training করতে হবে।

## ৫.২.১. বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা (Electrical and Mechanical Safety and Security)

- ১) সকল ল্যাব-কর্মীকে ল্যাব-এর বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে;
- ২) সংশ্লিষ্ট ল্যাব-কর্মী ল্যাব-এর বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করবেন;
- ৩) বায়ো-মেড শাখা ল্যাব-এর বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে;
- ৪) কোন শাখা বা স্থাপনায় বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট শাখা বা স্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ল্যাব-কর্মী বায়ো-মেড শাখার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ত্রুটি মেরামত করাবেন;
- ৫) বায়ো-মেড শাখা মাসে অন্ততঃ একবার ল্যাবরেটরির সকল শাখা ও স্থাপনার বৈদ্যুতিক সংযোগ ও বৈদ্যুতিক লাইন পরীক্ষা করে প্রয়োজনে মেরামত, ঝুঁকিমুক্ত ও সেব্যোগ্য (Servicable) রাখবে;
- ৬) বায়ো-মেড শাখা সংশ্লিষ্ট শাখা সহিত সমন্বয় করে ৪ ও ৫ নং দফায় বর্ণিত কার্য সম্পাদন করবে এবং কার্য সম্পাদনের ৩ কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানকে লিখিত প্রতিবেদন প্রদান করবে;
- ৭) ল্যাব-কর্মী সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরির কোন কক্ষের কাজ শেষ হওয়ার পর ও যেসব কক্ষে যখন কোন কাজ হবে না এবং দিন শেষে ল্যাবরেটরি ত্যাগের পূর্বে সংশ্লিষ্ট শাখার বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধকরা নিশ্চিত করবে;
- ৮) তবে, কোন ল্যাবরেটরি যন্ত্রের প্রয়োজনে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও/বা লাইন চালু রাখার প্রয়োজন হলে তা অবশ্যই চালু রাখার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে;
- ৯) ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহীর নির্দেশনাক্রমে বায়ো-মেড শাখা সকল ল্যাব-কর্মীকে বছরে অন্ততঃ এক বার বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে;
- ১০) কোন ল্যাব-কর্মীর অবহেলা বা আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডের ফলে ল্যাবরেটরির কোন অংশে কোন বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ত্রুটি বা দুর্ঘটনা ঘটলে বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দিলে অথবা অবহেলা বা আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডের ফলে এহেন ত্রুটি বা দুর্ঘটনা ঘটেছে বা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে প্রতিয়মান হলে, উপযুক্ত তদন্ত সাপেক্ষে অভিযুক্ত ল্যাবরেটরি কর্মীর বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- ১১) ১০ নং দফায় বর্ণিত প্রেক্ষাপটে সংঘটিত অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রয়োজনে অভিযুক্ত ল্যাব-কর্মীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যাবে।

## ৫.২.২. অগ্নি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা (Fire and Natural Disaster Safety and Security)

- ১) প্রত্যেক ল্যাব-কর্মীকে ল্যাবরেটরির অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে সর্বদা আন্তরিকভাবে সচেতন থাকতে হবে;
- ২) অগ্নি নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ল্যাবরেটরির প্রতিটি ফ্লোরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র, ধূঁয়া সনাক্তকরণ যন্ত্র, ফায়ার এলার্ম, হুজ পাইপের মাধ্যমে পানির ব্যবস্থা, ইমার্জেন্সি সিঁড়িসহ পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে;
- ৩) ল্যাবরেটরির কোথাও কোন অগ্নি দুর্ঘটনার সূত্রপাত হলে বা সম্ভাবনা দেখা দিলে অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটলে বা সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রয়োজনে স্থানীয় ফায়ার স্টেশনে ফোন করে সহযোগিতা চাইতে করতে হবে;
- ৪) অগ্নি বা অন্য কোন দুর্ঘটনায় স্থানীয় ফায়ার স্টেশনের সহযোগিতা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রত্যেক ল্যাব-কর্মীর মোবাইল ফোনে স্থানীয় ফায়ার স্টেশনের ফোন নম্বর সেভ করা থাকতে হবে;
- ৫) জরুরী অবস্থায় স্থানীয় ফায়ার স্টেশনকে জানানোর পর ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহীকে অবহিত করতে হবে;
- ৬) ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে রাখা এবং ল্যাবরেটরি ও ল্যাবরেটরি কর্মীদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে;
- ৭) দুর্ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন;
- ৮) ল্যাবরেটরির কোথাও কোন অগ্নি দুর্ঘটনার সূত্রপাত হলে বা সম্ভাবনা দেখা দিলে অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটলে বা সম্ভাবনা দেখা দিলে বা ফায়ার এলার্ম সংকেত দিলে, ভবনের ৩য় হতে ৬ষ্ঠ তলার ল্যাবরেটরি অংশে অবস্থানরত ল্যাব-কর্মী, প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণা

ফেলো এবং অনুমোদিত দর্শনার্থী ও পরিদর্শনকারী এবং অন্য-কোন ব্যক্তি (যদি থাকে) তাৎক্ষণিক জরুরী নির্গমন সিঁড়ি ব্যবহার করে ভবনের বাহিরে আসার চেষ্টা করবেন;

- ৯) এমতাবস্থায়, ২য় হতে ৬ষ্ঠ তলার প্রশাসনিক অংশের কর্মী এবং অনুমোদিত দর্শনার্থী বা পরিদর্শনকারী এবং অন্যকোন ব্যক্তি (যদি থাকে) ভবনের সামনের সিঁড়ি ব্যবহার করে ভবনের বাহিরে আসার চেষ্টা করবেন;
- ১০) অবস্থার প্রেক্ষিতে ও আত্মরক্ষার্থে অগ্নি বা অন্য কোন দুর্ঘটনার সময় ল্যাবরেটরির ভবনের যেকোন সিঁড়ি ব্যবহার করে ল্যাবরেটরির ভবনে অবস্থানরত প্রত্যেকে ভবনের বাহিরে আসার চেষ্টা করবেন;
- ১১) তবে, অগ্নি দুর্ঘটনা বা অন্য যেকোন দুর্ঘটনার সময় কোন অবস্থাতেই লিফট ব্যবহার করা যাবে না;
- ১২) অগ্নি দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প বা অন্যকোন দুর্ঘটনার সময় ল্যাবরেটরির ভবন হতে বাহিরে এসে সকলকে ভবন হতে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে;
- ১৩) অগ্নি নিরাপত্তার সকল যন্ত্রপাতি সবসময় সচল/সেবায়োগ্য (Servicable), হালনাগাদ (Update) ও ঝুঁকিমুক্ত (Risk Free) রেখে এসবের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;
- ১৪) স্থানীয় ফায়ার স্টেশনের সহযোগিতায় বছরে অন্ততঃ একবার ফায়ার ড্রিল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে;
- ১৫) বায়ো-মেড শাখার উদ্যোগে ও স্থানীয় ফায়ার স্টেশনের সহযোগিতায় সকল ল্যাব-কর্মীর জন্য অগ্নি নিরাপত্তা ও ভূমিকম্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

### ৫.৩. ল্যাবরেটরির মজুদ ব্যবস্থাপনা (Store Management)

- ১) ল্যাবরেটরির মজুদ ব্যবস্থাপনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই আন্তরিকতা, সততা, দক্ষতার সহিত সংশ্লিষ্ট ল্যাব-কর্মীগণকে ল্যাবরেটরির বিভিন্ন মালামাল/সামগ্রি/দ্রব্যাদির মজুদ ব্যবস্থাপনা করতে হবে;
- ২) ল্যাবরেটরিতে দু'ধরনের মজুদাগার থাকবে, যথা- (১) একটি কেন্দ্রীয় মজুদাগার ও (২) প্রত্যেক শাখায় একটি করে পাঁচ শাখায় মোট পাঁচটি শাখা মজুদাগার এবং ল্যাবরেটরিতে সর্বমোট ছয়টি মজুদাগার থাকবে;
- ৩) কেন্দ্রীয় মজুদাগার এর দায়-দায়িত্ব ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহীর উপর এবং শাখা মজুদাগার এর দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানের উপর থাকবে;
- ৪) কাজের সুবিধা ও মজুদ ব্যবস্থাপনা সহজ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বোধ করলে, ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী এবং সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানগণ তাঁদের অধীন কর্মরত কোন কর্মকর্তাকে নিজ নিজ দায়িত্বে থাকা মজুদাগারের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবেন;
- ৫) কেন্দ্রীয় ও শাখা মজুদাগারসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ মালামাল/সামগ্রি/দ্রব্যাদির শ্রেণী বা ধরন অনুযায়ী আলাদা আলাদা মজুদ রেজিস্টারে সংশ্লিষ্ট মালামাল/সামগ্রি/দ্রব্যাদির মজুদ, বিতরণ ও মজুদ স্থিতি ইত্যাদি তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- ৬) কেন্দ্রীয় মজুদাগার ও শাখা মজুদাগারসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ মালামাল/সামগ্রি/দ্রব্যাদির শ্রেণী বা ধরন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মজুদাগারে আলাদা আলাদাভাবে সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যাতে বিতরণের সময় সহজে ও দ্রুত সংশ্লিষ্ট মালামাল/সামগ্রি/দ্রব্যাদি সনাক্ত ও বাহির করে বিতরণ করা যায়;
- ৭) কেন্দ্রীয় ও শাখা উভয় মজুদাগারে ভোলাটাইল, ক্ষতিকর ও বিপদজনক রাসায়নিক আলাদা স্থানে এবং সকল রাসায়নিকের Material Safety Data Sheet (MSDS) এবং আন্তর্জাতিক নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট মজুদাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ রাসায়নিক মজুদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- ৮) কেন্দ্রীয় ও শাখা উভয় মজুদাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ অন্ততঃ তিনমাস অন্তর ১ বার রেজিস্টারের মজুদ স্থিতির সাথে মালামাল/সামগ্রি/দ্রব্যাদির ফিজিক্যাল মজুদ মিলায়ে মজুদ প্রতিপাদন (Verify) করবেন;
- ৯) শাখা মজুদাগার এর দায়িত্বরত কর্মকর্তা বা শাখা প্রধান নিজে (শাখা মজুদাগার এর দায়িত্ব শাখা প্রধান যদি নিজের কাছে রাখেন) কোন মালামাল/সামগ্রি/দ্রব্যাদির বর্তমান মজুদের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় যেকোন মালামাল/সামগ্রি/দ্রব্যাদি গ্রহণের লক্ষ্যে লিখিত চাহিদার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মজুদাগার এর দায়িত্বরত কর্মকর্তা বা প্রধান নির্বাহীর (কেন্দ্রীয় মজুদাগার এর দায়িত্ব প্রধান নির্বাহী যদি নিজের কাছে রাখেন) মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মজুদাগার হতে লিখিত বিতরণ ভাউচারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখা মজুদাগার এর জন্য উক্ত মালামাল/ সামগ্রি/দ্রব্যাদি গ্রহণ করতে পারবেন;
- ১০) শাখায় কর্মরত নির্দিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারি বর্তমান মজুদের পরিমাণ উল্লেখ করতঃ প্রয়োজনীয় মালামাল/ সামগ্রি/দ্রব্যাদির গ্রহণের লক্ষ্যে লিখিত চাহিদার ভিত্তিতে শাখা মজুদাগার এর দায়িত্বরত কর্মকর্তা বা শাখা প্রধানের (শাখা মজুদাগার এর দায়িত্ব শাখা প্রধান যদি নিজের কাছে রাখেন) মাধ্যমে শাখা মজুদাগার হতে সংশ্লিষ্ট শাখার ল্যাবরেটরি বা শাখা অফিসের কাজের প্রয়োজনে উক্ত মালামাল/সামগ্রি/দ্রব্যাদিগ্রহণ করতে পারবেন;
- ১১) সকল প্রকার বিতরণ বা খরচের ক্ষেত্রে বিতরণকারী ও গ্রহণকারীর স্বাক্ষর থাকতে হবে এবং বিতরণকারী ও গ্রহণকারী একই ব্যক্তি হলে বিতরণকারী ও গ্রহণকারীর উভয় স্থানে ঐ ব্যক্তি স্বাক্ষর করবেন;
- ১২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সেন্ট্রাল স্টোর ও সেকশন স্টোরে মালামালের ধরণ অনুসারে প্রত্যেকটি মালামালের আলাদা ফাইল সংরক্ষণ করতে হবে;
- ১৩) যেহেতু, মালামাল/সামগ্রি/দ্রব্যাদি সংগ্রহের দায়িত্ব ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহীর, তাই যেকোন মালামাল/সামগ্রি /দ্রব্যাদি শেষ হয়ে যাওয়ার অন্ততঃ একমাস পূর্বে বা ক্ষেত্রমতে তারও বেশী সময় আগে কেন্দ্রীয় মজুদাগার এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মালামাল সংগ্রহের জন্য প্রধান নির্বাহী বরাবর লিখিত প্রতিবেদন প্রদান করবেন অথবা প্রধান নির্বাহী নিজে (কেন্দ্রীয় মজুদাগার এর দায়িত্ব প্রধান নির্বাহী যদি নিজের কাছে রাখেন) উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মালামাল/সামগ্রি/দ্রব্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

- ১৪) সংশ্লিষ্ট মজুদাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার উপর মালামাল/সামগ্রি/দ্রব্যাদির মজুদের যেকোন অসংগতি বা গড়মিল ও যেকোন মালামাল/সামগ্রি/দ্রব্যাদির হারিয়ে যাওয়ার দায়-দায়িত্ব বর্তাবে;
- ১৫) শাখা মজুদাগারসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ শাখা প্রধানের নিকট এবং শাখা প্রধান ও কেন্দ্রীয় মজুদাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহীর নিকট সংশ্লিষ্ট মজুদাগারে রক্ষিত মালামালের মজুদ ও ব্যবস্থাপনার জন্য জবাবদিহি করবেন।

## ৫.৪. যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (Use and Repair & Maintenance of Instruments)

### ৫.৪.১. যন্ত্রপাতি ব্যবহার (Use of Instruments)

- ১) ল্যাবরেটরির প্রতিটি প্রধান যন্ত্রের জন্য একজন কর্মকর্তা ও একজন কর্মচারী নির্দিষ্টভাবে দায়িত্বে থাকবেন;
- ২) যেহেতু, একই সময়ে সকল যন্ত্রের ব্যবহার বা অপারেশন হবে না, তাই একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী একাধিক যন্ত্রের দায়িত্বে থাকতে পারবেন;
- ৩) সংশ্লিষ্ট ল্যাব-কর্মীকে সতর্কতা ও আন্তরিকতার সহিত প্রতিটি যন্ত্র ব্যবহার/হ্যান্ডলিং/অপারেশন করতে হবে;
- ৪) প্রতিটি যন্ত্রের জন্য নির্ধারিত ল্যাব-কর্মী ব্যতীত বিনা অনুমতিতে অন্য কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রটি ব্যবহার/ হ্যান্ডলিং/অপারেশন করতে পারবেন না;
- ৫) কোন যন্ত্র সাময়িকভাবে ব্যবহার/হ্যান্ডলিং/অপারেশন করার জন্য নির্ধারিত ল্যাব-কর্মীর পরিবর্তে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্য কোন কর্মীকে অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত ল্যাব-কর্মীর মতামতকে প্রধান্য দিতে হবে;
- ৬) কোন যন্ত্র সাময়িকভাবে ব্যবহার/হ্যান্ডলিং/অপারেশন করার জন্য নির্ধারিত ল্যাব-কর্মীর পরিবর্তে অন্য কোন ল্যাব-কর্মীকে অনুমতি প্রদান করা হলে ঐ যন্ত্রের পূর্ব নির্ধারিত ল্যাব-কর্মীর উপস্থিতিতেই যন্ত্রটি ব্যবহার/ হ্যান্ডলিং/অপারেশন করতে হবে;
- ৭) কোন যন্ত্র স্থায়ীভাবে ব্যবহার/হ্যান্ডলিং/অপারেশন করার জন্য নির্ধারিত ল্যাব-কর্মী পরিবর্তে অন্য কোন ল্যাব-কর্মীকে অনুমতি প্রদান নিরুৎসাহিত করতে হবে;
- ৮) সংশ্লিষ্ট ল্যাব-কর্মীর অসুস্থতা, মৃত্যু, যন্ত্রের নিরাপত্তা ইত্যাদি অনাকাঙ্খিত অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন যন্ত্র স্থায়ীভাবে ব্যবহার/হ্যান্ডলিং/অপারেশন করার জন্য নির্ধারিত ল্যাব-কর্মীর পরিবর্তে অন্য কোন ল্যাব-কর্মীকে অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুমতিপ্রাপ্ত ল্যাব-কর্মীকে অবশ্যই যন্ত্রটির ব্যবহার/হ্যান্ডলিং/অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ফলাফল ইন্টারপ্রিটেশন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- ৯) কোন অবস্থাতেই কিউসি ল্যাব-ডিএলএস এর কোন যন্ত্র অন্য কোন ল্যাবরেটরিতে বা অন্য কোন স্থাপনায় ব্যবহারের নিষিদ্ধ স্থানান্তর করা যাবে না;
- ১০) প্রত্যেক যন্ত্রের জন্য একটি 'লগ বুক' থাকবে, যাতে কে, কবে, কখন, কতক্ষণ কি কাজে যন্ত্রটি ব্যবহার হয়েছিল তার তথ্যাদি লিপিবদ্ধ থাকবে;
- ১১) প্রতিটি যন্ত্রের অপারেশন ও নমুনা পরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতির বিষয়ে আলাদা আলাদা লিখিত ও অনুমোদিত এসওপি (SOP) থাকবে এবং এসওপি গুলো সংশ্লিষ্ট শাখা/ল্যাবরেটরির ফাইলে সংরক্ষিত থাকবে;
- ১২) লিখিত ও অনুমোদিত এসওপি-র ভিত্তিতে প্রতিটি এসওপি-র একটি ওয়ার্কিং এসওপি প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের কাছে ফাইলে রাখতে হবে, যাতে কাজ করার সময় সহজেই এসওপি গুলি ব্যবহার করা যায়;
- ১৩) অনুমোদিত এসওপি অনুযায়ী প্রতিটি যন্ত্রের ব্যবহার/হ্যান্ডলিং/অপারেশন ও নমুনা পরীক্ষা করতে হবে।

### ৫.৪.২. যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (Repair and Maintenance of Instruments)

- ১) ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত সকল যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;
- ২) ল্যাবরেটরির সকল যন্ত্রপাতির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ও প্রত্যেক শাখার যন্ত্রপাতির জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় আলাদা আলাদাভাবে যন্ত্রপাতির রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে;
- ৩) যন্ত্রপাতি রেজিস্টারে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের সকল প্রকার তথ্য যন্ত্র অনুযায়ী লিপিবদ্ধ থাকবে, যেমন- যন্ত্রের নাম, যন্ত্রের মডেল, মডেল/সিরিজ নম্বর, যন্ত্রের প্রধান কাজ, ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি ও সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা, সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগের জন্য কন্টাক্ট পারসনের তথ্য, কাজের জন্য উপযোগিতা/অনুপযোগিতা, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্যালিব্রেশনের তথ্যাদি;
- ৪) প্রতিটি শাখায় শাখার সকল যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সম্বলিত আলাদা আলাদা ফাইল থাকবে;
- ৫) যন্ত্রপাতির ফাইলে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের সকল তথ্য রক্ষিত থাকবে, যেমন- ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি সরবরাহকৃত অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স ম্যানুয়েল, সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা, সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগের জন্য কন্টাক্ট পারসনের বিস্তারিত তথ্য, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্যালিব্রেশনের তথ্য, ক্যালিব্রেশন সার্টিফিকেট/ সার্টিফিকেটের কপি, সংশ্লিষ্ট যন্ত্রদ্বারা নমুনা পরীক্ষার পদ্ধতি ও সকল এসওপি ইত্যাদি;
- ৬) প্রতিটি যন্ত্র সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, অলস সময়ে ডাস্ট কভার দিয়ে যন্ত্র ঢেকে রাখতে হবে;
- ৭) প্রতিটি যন্ত্রের নাম দৃষ্টি নন্দনভাবে কম্পিউটার কম্পোজ বা এডহেসিভ স্টিকারের ছাপিয়ে যন্ত্রের গায়ে স্থাপন করতে হবে, যাতে অন্তত ৩ ফুট দূর হতে সহজেই লিখিত নামটি পড়া যায়;
- ৮) সকল যন্ত্র সর্বদা সচল, ক্ষেত্রমতে ক্যালিব্রেটেড ও মানসম্মত পরীক্ষার ফলাফল প্রদান উপযোগী রাখতে হবে;

- ৯) বায়ো-মেড শাখা যন্ত্রের ক্যালিব্রেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতসহ সকলকিছুর দায়িত্বে থাকবে, তাই বায়ো-মেড শাখার অজ্ঞাতে কোন যন্ত্রের ক্যালিব্রেশন, রক্ষণাবেক্ষণ বা কোনরূপ মেরামত কাজ করা বা করানো যাবে না;
- ১০) বায়ো-মেড শাখা সংশ্লিষ্ট শাখার সহিত সমন্বয় করে প্রত্যেক যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্যালিব্রেশনের সিডিউল প্রস্তুত করবে এবং সিডিউল মোতাবেক সংশ্লিষ্ট শাখার সহিত সমন্বয় করে বায়ো-মেড শাখার তত্ত্বাবধানে যথাসময়ে যন্ত্রটির রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্যালিব্রেশন সম্পন্ন করতে হবে;
- ১১) বায়ো-মেড শাখা যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্যালিব্রেশনের সিডিউল এবং ক্যালিব্রেশন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত ডকুমেন্ট প্রস্তুত করে মূলকপি সংশ্লিষ্ট শাখাকে প্রদান করতঃ অনুলিপি নিজ শাখায় সংরক্ষণ করবে;
- ১২) কোন যন্ত্র মেরামতের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট শাখা যন্ত্রটি মেরামতের কারন/সমস্যা উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে বায়ো-মেড শাখাকে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রটি মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করতে হবে;
- ১৩) লিখিত চাহিদা পাওয়ার পর বায়ো-মেড শাখা তাৎক্ষণিক সংশ্লিষ্ট শাখার সহিত যোগাযোগ করে যন্ত্রটি মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- ১৪) কোন যন্ত্রের ক্যালিব্রেশন, রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামত ঐ যন্ত্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ল্যাব-কর্মীর উপস্থিতিতে করতে হবে;
- ১৫) বায়ো-মেড শাখাও প্রত্যেকটি যন্ত্রের জন্য আলাদা আলাদা ফাইল সংরক্ষণ করবে, যাতে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের সকল প্রকার তথ্যাদি তাঁদের কাছে রক্ষিত থাকে, যেমন- ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি কর্তৃক সরবরাহকৃত অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স ম্যানুয়ালের কপি, ক্যালিব্রেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের সিডিউলের কপি, ক্যালিব্রেশন সার্টিফিকেটের কপি, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের বিস্তারিত তথ্য ইত্যাদি।
- ১৬) কোন যন্ত্রের মেরামতের চাহিদা প্রাপ্তির পর বা সিডিউল অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্যালিব্রেশনের সময় বায়ো-মেড ও সংশ্লিষ্ট শাখায় রক্ষিত যন্ত্রের ফাইল হতে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রটির তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে অথবা মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্যালিব্রেশনের সময় প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ বা ক্যালিব্রেশন কাজটি আগায়ে নিতে সাহায্য করা যাবে;
- ১৭) বায়ো-মেড ও সংশ্লিষ্ট শাখায় রক্ষিত কোন একটি যন্ত্রের ফাইল দু'টি যন্ত্রটির তথ্যের জন্য একটি অন্যটির ব্যাক-আপ হিসেবে কাজ করবে।

## ৫.৫. রাসায়নিক দ্রব্যাদির মজুদ ও ব্যবহার (Storing and Use of Chemicals)

### ৫.৫.১. রাসায়নিক দ্রব্যাদির মজুদ (Storing of Chemicals)

- ১) ল্যাবরেটরির সেন্ট্রাল স্টোর এবং শাখা স্টোরে আলাদাভাবে রাসায়নিক দ্রব্যের মজুদ/ব্যবহার রেজিস্টার থাকবে;
- ২) রাসায়নিক দ্রব্যের মজুদ/ব্যবহার রেজিস্টারে আলাদাভাবে রাসায়নিকের প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রস্তুত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ, গ্রহণ, বিতরণ/ব্যবহার/খরচ ও অবশিষ্টাংশ লিপিবদ্ধ থাকবে;
- ৩) সকল প্রকার বিতরণ বা খরচের ক্ষেত্রে বিতরণকারী ও গ্রহণকারীর বা খরচকারীর স্বাক্ষর থাকতে হবে এবং বিতরণকারী ও গ্রহণকারী একই ব্যক্তি হলে উভয় স্থানে ঐ ব্যক্তি স্বাক্ষর করবেন;
- ৪) প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে, সেন্ট্রাল স্টোর ও শাখা স্টোরে দ্রব্যাদির ধরণ অনুসারে প্রত্যেকটি রাসায়নিক দ্রব্যের আলাদা ফাইল সংরক্ষণ করতে হবে;
- ৫) এসিড ও অন্যান্য ভোলাটাইল রাসায়নিক, দাহ্য এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিকদ্রব্য অনুমোদিত বিশেষ ব্যবস্থায় সাবধানতার সহিত নির্দিষ্ট স্থানে মজুদ করতে হবে;
- ৬) সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য মজুদ এর ক্ষেত্রে ম্যানুফেকচারিং কোম্পানির সুপারিশ এবং প্রতিটি রাসায়নিক দ্রব্যের MSDS অনুসরণ করে প্রতিটি রাসায়নিক মজুদ করতে হবে;
- ৭) কোন রাসায়নিকের মজুদ ফুরায়ে যাওয়ার অন্ততঃ একমাস পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে রাসায়নিক সংগ্রহ/আহরণ করার জন্য অবহিত করতে হবে।

### ৫.৫.২ রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার (Use of Chemicals)

- ১) রাসায়নিক ব্যবহারে প্রত্যেক ল্যাবরেটরি কর্মীকে সর্বোচ্চ সাবধানতা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে হবে;
- ২) রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের সময় প্রত্যেক ল্যাব-কর্মীকে অবশ্যই ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রির সকল উপাদান পরিধান করে কাজ করতে হবে;
- ৩) প্রতিটি রাসায়নিক ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট MSDS ও প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ অনুসরণ করতে হবে;
- ৪) সকল ভোলাটাইল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক, এসিড ও ক্ষার ফিউমলুডে সতর্কতার সহিত হ্যান্ডলিং করতে হবে;
- ৫) দায়িত্বপ্রাপ্ত ল্যাব-কর্মী ব্যতীত অন্যকোন ব্যক্তি রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার/হ্যান্ডলিং/বিতরণ করতে পারবে না;
- ৬) কার্যক্ষেত্রে (work place) রাসায়নিক দ্রব্যাদির বোতল বা পাত্র এমন স্থানে ও এমনভাবে রাখতে রাখতে হবে, যাতে সহজে বা সামান্য ধাক্কা বা নড়াচড়ায় রাসায়নিকের বোতল বা পাত্র পড়ে না যায়;
- ৭) রাসায়নিক ও রাসায়নিকের ওয়ার্কিং মিশ্রণের বোতল/পাত্রের মুখের ছিপি/ক্যাপ ভালভাবে লাগাতে হবে, যাতে কোন কারনে বোতল/পাত্র কাঁত হলে বা পড়ে গেলেও বোতল/পাত্রের ভিতরের পদার্থ মূখ খুলে পড়ে না যায়;
- ৮) বিতরণ/ব্যবহারকালীন কোন রাসায়নিক কোনস্থানে পরে গেলে, স্পিল-কিট ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে হবে;
- ৯) বিতরণ বা ব্যবহারের সময় কোন ল্যাব-কর্মী কোন ক্ষতিকর রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসলে, প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে দ্রুত আই সাওয়ার বা জরুরী সাওয়ারের সাহায্যে শরীরের স্পর্শস্থানের রাসায়নিক পরিষ্কার করতে হবে;

১০) সাওয়ার ব্যবহারের পর প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ল্যাব-কর্মীর জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

#### ৫.৬. অন্যান্য সামগ্রির মজুদ ও ব্যবহার (Storing and Use of Materials)

- ১) গ্লাসওয়ার, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রি, কনজুমিবলস্, এপ্লাইয়েন্সেস ইত্যাদি সকল প্রকার কারিগরি মালামাল এবং স্টেশানারীজ আলাদা আলাদা মজুদ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে;
- ২) ক্ষেত্র অনুযায়ী 'যন্ত্রাতির মজুদ রেজিস্টার' বা 'রাসায়নিক দ্রব্যের মজুদ ও ব্যবহার/বিতরণ/খরচ রেজিস্টার' এর ছক অনুসরণে এসকল মালামাল রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে;
- ৩) ল্যাবরেটরির সেন্ট্রাল স্টোর ও শাখা স্টোরে আলাদাভাবে এসকল মালামালের মজুদ/ব্যবহার রেজিস্টার থাকবে;
- ৪) প্রতিটি মালামাল ব্যবহারে প্রত্যেক ল্যাব-কর্মীকে আন্তরিকতা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে হবে;
- ৫) সংশ্লিষ্ট মালামাল সংরক্ষণ ও ব্যবহারে এর ক্ষেত্রে ম্যানুফেকচারিং কোম্পানির সুপারিশ অনুসরণ বাধ্যনীয়।

#### ৫.৭. নমুনা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা (Sample Examination Management)

##### ৫.৭.১. নমুনা সংগ্রহ, গ্রহণ ও সংরক্ষণ (Sample Collection, Receive and Preservation)

##### নমুনা সংগ্রহ (Sample Collection)

- ১) স্বাভাবিকভাবে, প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ উৎপাদনকারী, বাজারজাতকারী ও ব্যবহারকারী প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁদের উৎপাদিত, বাজারজাতকৃত ও ব্যবহৃত/ব্যবহারতব্য পণ্যের মান যাচাইয়ের জন্য উক্ত পণ্যের নমুনা নিয়ম অনুযায়ী সংগ্রহ করতঃ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে জমাদান/প্রেরণ করতে পারবেন
- ২) আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক আমদানিতব্য পণ্যের মান যাচাইয়ের জন্য আমদানির পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আমদানিতব্য পণ্যের নমুনা সংগ্রহ করতঃ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে জমাদান/প্রেরণ করবেন বা জমাদান/প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- ৩) প্রস্তাবিত 'প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২১' এর অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমদানিকৃত কনসাইনমেন্ট ছাড়ের পূর্বে আমদানিকৃত প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন করতঃ আমদানিকৃত পণ্যের মান ও ক্ষতিকর রাসায়নিক বা পদার্থের উপস্থিতির পরিমাণ যাচাইয়ের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আমদানিকৃত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ করতঃ অফিসিয়াল পত্রের মাধ্যমে তাঁর অফিসের কর্মচারী মারফৎ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে জমাদান/প্রেরণ করবেন;
- ৪) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এনওসি প্রাপ্ত আমদানিকৃত ১ দিনের মুরগীর বাচ্চা বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দরে (Port of entry) পৌঁছার সাথে সাথে প্রবেশ বন্দরে অবস্থিত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে কর্মরত কর্মকর্তা বাচ্চার মান, ক্ষতিকর ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবানুর উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য ৫টি মুরগীর বাচ্চা খাঁচায় সংগ্রহ করে পত্রের মাধ্যমে কোয়ারেন্টাইন স্টেশনের কর্মচারী মারফৎ ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ করবেন;
- ৫) রপ্তানির ক্ষেত্রে, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ হতে লিখিত নির্দেশপ্রাপ্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা রপ্তানিতব্য পণ্যের মান যাচাইয়ের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে রপ্তানিতব্য পণ্যের নমুনা সংগ্রহ করতঃ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে জমাদান/প্রেরণ করবেন;
- ৬) বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন- আদালতের নির্দেশে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, জরুরী জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনে এবং অনুমোদিত গবেষণা ও ডাটা বেইজ তৈরির প্রয়োজনে ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার নিমিত্ত মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহ করতে বা নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে পারবেন;
- ৭) নমুনা সংগ্রহের সাথে সাথে কাংখিত পরীক্ষার ধরণ এবং নমুনার প্রকার ও নমুনার অবস্থা মোতাবেক সংগৃহীত নমুনা উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় প্যাকেট বা কন্টেইনারে প্যাকিং ও লেবেলিং করে নির্ধারিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতঃ প্রয়োজনীয় জৈব নিরাপত্তাসহ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ল্যাবরেটরিতে পৌঁছাতে হবে।

##### নমুনা গ্রহণ (Sample Receive)

- ১) পরীক্ষার জন্য মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে আনীত/প্রেরিত নমুনার কাংখিত পরীক্ষা ও নমুনার ধরণ অনুযায়ী উপযুক্ত প্যাকিং, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নমুনার প্যাক বা কন্টেইনার অফিস চলাকালীন ল্যাবরেটরি ভবনের নীচতলায় 'নমুনা গ্রহণ ডেস্ক' এ গ্রহণ করা হবে;
- ২) নমুনা গ্রহণকালে ৫.৭.১.১. এর ৭নং দফায় বর্ণিত কোন শর্ত ভঙ্গ করলে এবং যদি ঐ শর্ত নমুনাটির কাংখিত পরীক্ষার ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে বলে ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ মনে করেন, সেক্ষেত্রে উক্ত শর্তের বিষয়ে নমুনা প্রেরণকারী/জমাদানকারীকে অবহিত করে ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ নমুনা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারবেন;
- ৩) জমাদানকারী নমুনা জমাদানকালে এবং নমুনা প্রেরণকারী প্রেরিত নমুনার সাথে 'নমুনা জমাদান ফরম' পূরণ করে স্বাক্ষর করতঃ 'নমুনা গ্রহণ ডেস্ক' এ জমা বা প্রেরণ করবেন;
- ৪) নমুনা জমাদানকালে জমাদানকারী/প্রেরণকারী নমুনা পরীক্ষার নির্ধারিত ফি এর সম্পূর্ণ অর্থ 'নমুনা গ্রহণ ডেস্ক' এ জমা প্রদান করবেন;

- ৫) 'নমুনা গ্রহণ ডেস্ক' এ ল্যাবরেটরির বিভিন্ন শাখায় পরিচালিত শাখাভিত্তিক নমুনার বিভিন্ন পরীক্ষার নির্ধারিত ফিসহ পরীক্ষার একটি তালিকা থাকবে, যাতে 'নমুনা গ্রহণ ডেস্ক' এ কর্মরত কর্মী নমুনা পরীক্ষার ফি গ্রহন ও পরীক্ষার ধরন অনুযায়ী পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় নমুনাটি প্রেরণ করতে পারেন;
- ৬) নমুনা জমাদানকালে জমাদানকারীর নিকট নমুনা পরীক্ষার ফি এর সম্পূর্ণ অর্থ না থাকলে বা অন্য কোন যুক্তিসংগত কারণে নমুনা জমাদানকারীর/প্রেরণকারী নমুনা পরীক্ষার ফি এর সম্পূর্ণ অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, ল্যাবরেটরির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে নমুনা পরীক্ষার মোট ফি এর কমপক্ষে ৪০% অর্থ জমা প্রদান করলে নমুনা গ্রহন করা যাবে;
- ৭) কোন ব্যতিক্রমী কারণে নমুনা পরীক্ষার ফি জমাদান ব্যতিরেকে নমুনা গ্রহন করলেও নমুনা পরীক্ষার ফি এর সম্পূর্ণ বা ৪০% অর্থ জমা না হওয়া পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষার প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে এবং যখন ফি এর সম্পূর্ণ বা ৪০% অর্থ ল্যাবরেটরির অনুকূলে জমা হবে, তখনই সংশ্লিষ্ট নমুনা পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে;
- ৮) কোন ক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষার আংশিক বা সম্পূর্ণ ফি মওকুফের প্রয়োজন হলে মহাপরিচালকের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে, তবে আদালতের নির্দেশে কোন নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ফি প্রযোজ্য হবে না;
- ৯) নমুনা গ্রহনের পর, 'নমুনা গ্রহণ ডেস্ক' এ কর্মরত কর্মী নমুনার পেকেটের গায়ে একটি পরিচিতি নম্বর/বার কোড দিয়ে পরিচিতি নম্বর/বারকোড এর বিপরীতে নমুনার তথ্যাদি রেজিস্টারে এবং LIMS (Laboratory Informaion Management System) এ লিপিবদ্ধ/এন্ট্রি করবেন;
- ১০) অতঃপর 'নমুনা গ্রহণ ডেস্ক' এ কর্মরত কর্মী নমুনা জমাদানকারী/প্রেরণকারীকে পরীক্ষার ফলাফল প্রদানের তারিখ উল্লেখপূর্বক নমুনার পরিচিতি নম্বর/বারকোড সংযোজন করে একটি 'নমুনা প্রাপ্তি রশিদ' প্রদান করবেন।

### নমুনা সংরক্ষণ ও শাখায় প্রেরণ (Sample Preservation and Sending to the Section)

- ১) নমুনা গ্রহণের পর, 'নমুনা গ্রহণ ডেস্ক' এ কর্মরত কর্মী বায়োসেফটি কেবিনেটে গৃহীত নমুনাটি হতে উল্লেখযোগ্য অংশ একটি পেকেটে নিয়ে পেকেটে একই পরিচিতি নম্বর/বারকোড দিয়ে নমুনার প্রকৃতি অনুসারে সঠিক তাপমাত্রায় 'নমুনা সংরক্ষণাগার' এ সংরক্ষণ করবে;
- ২) সংরক্ষণের পর, 'নমুনা গ্রহণ ডেস্ক' এ কর্মরত কর্মী নমুনার অবশিষ্ট অংশটি নমুনার কাংখিত পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরির এক বা একাধিক শাখায় পরীক্ষার নাম উল্লেখিত 'শাখায় নমুনা প্রেরণ' ফরমটি পূরণ করতঃ নমুনাটির সাথে সংযুক্ত করে 'নিউমেটিক স্যম্পল ট্রান্সফার সিস্টেম' এর মাধ্যমে প্রেরণ করবেন;
- ৩) নমুনাটির কাংখিত পরীক্ষা ল্যাবরেটরির একাধিক শাখায় সম্পাদনের প্রয়োজনে নমুনার অবশিষ্ট অংশটি পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শাখার সংখ্যা অনুযায়ী বিভাজন করে আলাদা আলাদা প্যাকেটে নিয়ে প্রতিটি প্যাকেটে একই পরিচিতি নম্বর/বারকোড দিয়ে পরীক্ষার নাম উল্লেখিত 'শাখায় নমুনা প্রেরণ' ফরমটি পূরণ করতঃ নমুনার সাথে সংযুক্ত করে আলাদা আলাদাভাবে 'নিউমেটিক স্যম্পল ট্রান্সফার সিস্টেম' এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করবেন;
- ৪) আদালত প্রেরিত এবং ল্যাবরেটরির কর্তৃক সংগৃহীত নমুনাও একই পদ্ধতিতে 'নমুনা গ্রহণ ডেস্ক' গ্রহণ ও পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরির সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করবে;
- ৫) 'নমুনা গ্রহণ ডেস্ক' হতে সংশ্লিষ্ট শাখা/শাখাসমূহ নমুনা পাওয়ার পর, নমুনাটিতে 'নমুনা গ্রহণ ডেস্ক' প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর/বারকোড এর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট শাখা নমুনাটিত শাখার একটি পরিচিতি নম্বর বসিয়ে নমুনার তথ্যাদি 'নমুনা গ্রহণ ডেস্ক' প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর/বারকোড এর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট শাখার নমুনা রেজিস্টার এবং LIMS এ লিপিবদ্ধ/এন্ট্রি করবে;
- ৬) সংশ্লিষ্ট শাখা নমুনার তথ্যাদি শাখার নমুনা রেজিস্টার এবং LIMS এ লিপিবদ্ধ/এন্ট্রি করার পর বায়োসেফটি কেবিনেটে প্রাপ্ত নমুনাটি হতে উল্লেখযোগ্য অংশ অন্য একটি প্যাকেটে নিয়ে নমুনার প্রকৃতি অনুসারে সঠিক তাপমাত্রায় শাখার নমুনা আর্কাইভ এ সংরক্ষণ করবে এবং নমুনার মূল অংশটি পরীক্ষার জন্যে শাখার অভ্যন্তরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবে।

### ৫.৭.২. নমুনা পরীক্ষা ও ফলাফল চূড়ান্ত করণ

- ১) সংশ্লিষ্ট মেশিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেশিনটিতে নমুনার প্রত্যেক পরীক্ষার বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত/ওয়াকিং এসওপিসমূহ প্রস্তুত করবেন;
- ২) বিস্তারিত এসওপিসমূহ শাখার সংশ্লিষ্ট ফাইলে ও সংক্ষিপ্ত/ওয়াকিং এসওপিসমূহ মেশিনের নিকটে সংরক্ষণ করবেন, যাতে পরীক্ষার সময় সংক্ষিপ্ত/ওয়াকিং এসওপি অনুসরণ করে নমুনা পরীক্ষা করা যায়;
- ৩) সংশ্লিষ্ট মেশিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ল্যাব টেকনিশিয়ানের সহযোগিতায় সঠিকভাবে এসওপি অনুসরণপূর্বক নমুনার কাংখিত পরীক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনে নমুনা প্রস্তুত করবেন;
- ৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নমুনা প্রস্তুতের পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ব্যবহৃত রাসায়নিক, এপ্লাইয়েসেস ইত্যাদির বিবরণ ব্যক্তিগত ল্যাবরেটরি নোটবুকে লিপিবদ্ধ করবেন;
- ৫) নমুনা প্রস্তুতের পর, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট মেশিন চালু করে মেশিনটি অপটিমাইজ করে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার এসওপি অনুসরণ করে মেশিনে পরীক্ষা সম্পন্ন করতঃ ডাটা সংগ্রহ করবেন এবং সংগৃহীত ডাটা বিশ্লেষণ করতঃ পরীক্ষার ফলাফল গির্নয় করে ফলাফল চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করবেন;
- ৬) পরীক্ষার ফলাফলের সঠিকতা নিরূপণের জন্য মেশিন অপটিমাইজকরাকালে প্রয়োজনে পূর্ব প্রস্তুতকৃত সিআরএম বা এসআরএম (Certified Reference Material-CRM or Stabdard Reference Material-SRM) ব্যবহার করে মেশিন

অপটিমাইজ করা যেতে পারে অথবা নমুনা প্রস্তুতের সময় একই নিয়মে সিআরএম বা এসআরএম প্রস্তুত করে নমুনার সাথে সাথে মেশিনে পরীক্ষা সম্পন্ন করা যেতে পারে;

- ৭) যেহেতু সিআরএম বা এসআরএম এর মান জ্ঞাত, তাই পরীক্ষায় প্রাপ্ত ডাটা হতে নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের সঠিকতা বুঝা যাবে;
- ৮) পরীক্ষায় প্রাপ্ত ডাটা বা ফলাফলে কোনরূপ অসংগতি অথবা সিআরএম বা এসআরএম এর জ্ঞাত মানের সহিত অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলে, সংশ্লিষ্ট মেশিনের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করতঃ মেশিনটি পুনঃঅপটিমাইজপূর্বক নমুনাটির নির্ধারিত পরীক্ষা পুনরায় করতে হবে;
- ৯) প্রয়োজনে পুনরায় সিআরএম বা এসআরএম সহ নমুনা প্রস্তুতসহ সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মেশিনে নমুনাটির নির্ধারিত পরীক্ষা পুনরায় করতে হবে;
- ১০) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নমুনা পরীক্ষার পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ব্যবহৃত সিআরএম বা এসআরএম ও রাসায়নিক, মেশিন, এপ্লাইয়েন্সেস ইত্যাদির বিবরণ উল্লেখ করতঃ নমুনা পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট ডাটা এবং চূড়ান্ত ফলাফল ব্যক্তিগত ল্যাবরেটরি নোটবুকে লিপিবদ্ধ করে নোটবুকের সংশ্লিষ্ট স্থানে তারিখসহ স্বাক্ষর করবেন;
- ১১) সর্বশেষে, নমুনার প্রয়োজনীয় বিবরণসহ পরীক্ষায় প্রাপ্ত ডাটা ও ফলাফল LIMS এ অন্তর্ভুক্ত করবেন।

#### ৫.৭.৩. পরীক্ষা ফলাফলের প্রতিবেদন প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ এবং প্রতিবেদন প্রদান ও সংরক্ষণ

- ১) নমুনা পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা চূড়ান্তকৃত ফলাফলের ভিত্তিতে ল্যাবরেটরির নির্ধারিত ফরমেট এ (LIMS জেনারেটেড বা প্রস্তুতকৃত) ল্যাবরেটরির লেটারহেড প্যাডে নমুনার পরিচিতি নম্বর/ বারকোড উল্লেখ করে তিন প্রস্থ নমুনা পরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন;
- ২) তিন প্রস্থ প্রতিবেদনের প্রতিটির নীচে সর্ববামে নমুনা পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাক্ষর করে শাখার 'নমুনার ফলাফল/প্রতিবেদন রেজিস্টার' এ নমুনার পরিচিতি নম্বর/বারকোডসহ প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করতঃ অনুস্বাক্ষর করে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান বরাবর রেজিস্টারসহ তিন প্রস্থ প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন;
- ৩) সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান প্রতিবেদন পাওয়ার পর, নমুনা পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক LIMS এ অন্তর্ভুক্তকৃত তথ্যাদি যাচাই করে উপস্থাপিত প্রতিবেদন অনুমোদনপূর্বক তিন প্রস্থ প্রতিবেদনের নীচে-মধ্যখানে স্বাক্ষর করতঃ 'নমুনার ফলাফল/প্রতিবেদন রেজিস্টার' এ অনুস্বাক্ষর করে রেজিস্টারসহ তিন প্রস্থ প্রতিবেদনই চূড়ান্ত স্বাক্ষরের নিমিত্ত ল্যাবরেটরির নির্বাহী প্রধান বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন;
- ৪) ল্যাবরেটরির নির্বাহী প্রধান বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নমুনা পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক LIMS এ অন্তর্ভুক্তকৃত তথ্যাদি পুনঃযাচাই করে প্রতিবেদনের তিন প্রস্থেরই নীচে-সর্বডানে স্বাক্ষর করে শাখার রেজিস্টারে অনুস্বাক্ষর করবেন;
- ৫) প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ল্যাবরেটরির নির্বাহী প্রধান বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট রক্ষিত কেন্দ্রীয় প্রতিবেদন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতঃ ইস্যু নম্বর দিয়ে প্রতিবেদনের একপ্রস্থ নমুনা প্রেরনকারী/ জমাদানকারীকে প্রদানের ব্যবস্থা করবেন, শাখার রেজিস্টারসহ এক প্রস্থ সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান বরাবর প্রেরন করবেন এবং অন্যপ্রস্থটি তিনি তাঁর কাছে কেন্দ্রীয়ভাবে ফাইলে সংরক্ষণ করবেন;
- ৬) 'নমুনার ফলাফল/প্রতিবেদন রেজিস্টার' এর পাশাপাশি নমুনা পরীক্ষা প্রতিবেদনের দপ্তর কপি সংরক্ষণ ও অনুরূপ কাজের জন্য একটি 'নমুনার ফলাফল/ প্রতিবেদন ফাইল'ও ল্যাবরেটরির প্রত্যেক শাখায় রাখতে হবে;
- ৭) 'নমুনার ফলাফল/প্রতিবেদন রেজিস্টার' ও 'নমুনার ফলাফল/প্রতিবেদন ফাইল' এবং নমুনা পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য সকল তথ্যাদি ল্যাবরেটরির সংশ্লিষ্ট শাখায় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ল্যাবরেটরির নির্বাহী প্রধান বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সংরক্ষিত থাকবে;
- ৮) একাধিক শাখায় একই নমুনার বিভিন্ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত একই নিয়ম অনুসরণ করে আলাদা আলাদাভাবে প্রতিবেদন তৈরি ও স্বাক্ষর করতে হবে;
- ৯) প্রয়োজনে, ল্যাবরেটরির নির্বাহী প্রধান বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একই নমুনার বিভিন্ন শাখার পরীক্ষা প্রতিবেদনের ফলাফল সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ একটি অফিস কপি রেখে মূল কপি নমুনা প্রেরনকারী/জমাদানকারীকে প্রদান করতে পারবেন;
- ১০) প্রেরনকারী/জমাদানকারী নমুনা প্রাপ্তি রশিদটি নমুনা প্রাপ্তি রশিদে উল্লেখিত তারিখে বা ঐ তারিখের পরে অফিস চলাকালীন নমুনা গ্রহন ডেক্সে জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট নমুনা পরীক্ষা প্রতিবেদন গ্রহন করতে পারবেন।

#### ৫.৭.৪. মান সনদ প্রদান (Issuing of Certificate of Quality)

- ১) কোন পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক বা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের 'মান সনদ' প্রাপ্তির জন্য লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির নির্বাহী প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত রপ্তানিকারক বা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট পণ্যের 'মান সনদ' (Certificate of Quality) ইস্যু করতে পারবেন, যদি সংশ্লিষ্ট পণ্যের নমুনা পরীক্ষায়-
  - উক্ত পণ্যের ভৌত-রাসায়নিক গঠন সঠিক আছে বলে প্রতীয়মান হয়;
  - পণ্যটিতে উপস্থিত উপাদানের পরিমাণ উপযুক্ত হারে ও সঠিক মানে বিদ্যমান আছে বলে প্রতীয়মান হয়;
  - পণ্যটির ব্যবহার উপযোগীতা সঠিক আছে বলে প্রতীয়মান হয়;
  - উক্ত পণ্যে ক্ষতিকর কোন জীবানুর উপস্থিতি পাওয়া না যায়;



- পণ্যটিতে ক্ষতিকর কোন পদার্থের উপস্থিতি পাওয়া না যায় বা উপস্থিতির পরিমাণ সহনীয় মাত্রায় থাকে;
  - উপরোক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও বায়োলজিসের কার্যকারিতা ও এর ব্যবহার উপযোগীতা সঠিক আছে বলে প্রতীয়মান হয়।
- ২) ‘মান সনদ’ ইস্যুর পর, সনদটি অফিসিয়াল চিঠির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানিকারক বা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং মান সনদের কপিসহ অফিসিয়াল চিঠিটির অনুলিপি মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হবে;
- ৩) ল্যাবরেটরির নির্বাহী প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানিকারক বা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যুকৃত ‘মান সনদ’ ও অফিসিয়াল চিঠির কপি সংরক্ষণ করবেন।

#### ৫.৭.৫. পদ্ধতি উদ্ভাবন (Method Development), বৈধকরণ (Validaton) ও প্রতিপাদন (Verification)

- ১) কোন নমুনার নির্দিষ্ট কোন পরীক্ষার জন্য কোন প্রতিষ্ঠিত বা মানসম্পন্ন পদ্ধতি বিদ্যমান না থাকলে নির্ধারিত সকল প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করে ঐ নির্দিষ্ট পরীক্ষার জন্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে;
- ২) উদ্ভাবিত পদ্ধতিটির সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার অর্জনের লক্ষ্যে নির্ধারিত সকল প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করে পদ্ধতিটি বৈধকরণ (Validaton) করতে হবে;
- ৩) কোন প্রতিষ্ঠিত বা মানসম্পন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করে নমুনা পরীক্ষা করার পূর্বে অবশ্যই নির্ধারিত সকল প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করে নির্বাচিত পদ্ধতিটি প্রতিপাদন (Verification) করে নিতে হবে;
- ৪) পদ্ধতি উদ্ভাবন ও উদ্ভাবিত পদ্ধতির বৈধকরণ (Validaton) এবং বিদ্যমান পদ্ধতি প্রতিপাদন (Verification) করণের সকল তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট শাখার নির্ধারিত ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ৫) পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বৈধকরণ (Validaton) এবং পদ্ধতি প্রতিপাদন (Verification) করণের তথ্যাদি যেকোন স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশ করা যাবে।

#### ৫.৮. তথ্য এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সিস্টেম ব্যবস্থাপনা (Information & Management of ICT System)

##### ৫.৮.১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সিস্টেম ব্যবস্থাপনা (Management of ICT System)

- ১) ল্যাবরেটরির তথ্য এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আওতায় ‘ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থা’, ‘LIMS’, ‘ইন্টারনেট’, ‘সার্ভার কেন্দ্র’ ও ‘ল্যাবরেটরির ওয়েব সাইট’ অন্তর্ভুক্ত;
- ২) ‘ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থা’ এর মাধ্যমে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশকারী ও প্রস্থানকারীর তথ্যাদি, কর্মকর্তা-কর্মচারীর দৈনিক হাজিরার ব্যবস্থাপনা করতে হবে;
- ৩) নমুনা গ্রহণ ও পরীক্ষার তথ্য, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রের অবস্থা, ব্যবহার, কার্যক্ষমতা ও কর্মকাল ইত্যাদি, কেমিক্যালস, এপ্রাইয়েসেস, স্টেশনারীজ ইত্যাদির মজুদ ও খরচ ইত্যাদি LIMS এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করতে হবে;
- ৪) ল্যাবরেটরির ও এর কার্যকম সম্পর্কে তথ্যাদি ও কম্পাইলকৃত নমুনা পরীক্ষার ফলাফল জনস্বার্থে ল্যাবরেটরির ওয়েব সাইটে উপস্থাপন করতে হবে এবং সময়মত তথ্যাদি হালনাগাদ করতে হবে;
- ৫) ওয়েব সাইট হতে জমাকৃত নমুনার পরিচিতি নম্বর/বার কোড ব্যবহার করে নমুনা জমানকারী/ প্রেরণকারী নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- ৬) আধুনিক ও দ্রুত যোগাযোগ এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হিসেবে দ্রুত গতির ইন্টারনেটের সার্ভিসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং ইন্টারনেট ও LIMS এর সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে ল্যাবরেটরির সার্ভার কেন্দ্রটি সর্বদা কার্যকরভাবে সচল রাখতে হবে;
- ৭) বায়ো-মেড শাখা ‘ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থা’, ‘LIMS’, ‘ইন্টারনেট’, ‘সার্ভার কেন্দ্র’ ও ‘ল্যাবরেটরির ওয়েব সাইট’ এর ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে;

##### ৫.৮.২. তথ্য ব্যবস্থাপনা (Information Management)

- ১) ল্যাবরেটরির তথ্যসমূহ প্রধানতঃ ‘LIMS’ এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হবে এবং ল্যাবরেটরির নির্বাহী প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ‘LIMS’ এর এডমিন ও শাখা প্রধানগণ সাব-এডমিন হিসেবে কাজ করবেন;
- ২) ফলে, শাখা প্রধানগণ স্ব স্ব শাখার এবং এডমিন ল্যাবরেটরির সংশ্লিষ্ট সকল প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবেন;
- ৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কোন ব্যক্তি ল্যাবরেটরির কোন গোপনীয় তথ্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা কোন মিডিয়ার নিকট প্রকাশ করতে পারবে না;
- ৪) কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ল্যাবরেটরির কার্যক্রমের মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করা যাবে এবং জনস্বার্থে নমুনা পরীক্ষার সমন্বিত ফলাফল ও গবেষণার ফলাফল সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে এবং গবেষণাপত্র হিসেবে বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশ করা যাবে;
- ৫) ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নিমিত্ত ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষের সহিত এ বিষয়ে নির্ধারিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতঃ চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন;

- ৬) ল্যাবরেটরির যেকোন রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত, মালামাল সরবরাহ ইত্যাদি সকল প্রকার সেবা প্রদানকারীগণ ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখার নিমিত্ত ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষের সহিত এ বিষয়ে নির্ধারিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতঃ চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন;
- ৭) চুক্তিভিত্তিক/খন্ডকালীন কর্মী, মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারপার্সন ও সদস্য, পরিদর্শক/পরিদর্শন টিমের চেয়ারপার্সন ও সদস্য, ল্যাবরেটরি নিরীক্ষার জন্য আগত মূল্যায়ন টিমের সদস্য, অন্য প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রশিক্ষার্থী, মাস্টার্স ও পিএইচডি কোর্সের গবেষণা ফেলোগণ ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নিমিত্ত এ বিষয়ে নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতঃ ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষের নিকট অঙ্গিকারাবদ্ধ হবেন;
- ৮) ল্যাবরেটরিতে আগত সেবা প্রত্যাশী ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখার নিমিত্ত এ বিষয়ে নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতঃ ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষের নিকট অঙ্গিকারাবদ্ধ হবেন;
- ৯) ল্যাবরেটরিতে আগত দর্শনার্থীগণ ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা ও নৈতিকতা রক্ষার নিমিত্ত এ বিষয়ে নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতঃ ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষের নিকট অঙ্গিকারাবদ্ধ হবেন;
- ১০) ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নিমিত্ত চুক্তিপত্র বা তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার চুক্তিপত্র অথবা তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী কোন ব্যক্তি যদি ল্যাবরেটরি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ল্যাবরেটরির কোন গোপনীয় তথ্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, বা কোন সংবাদ মাধ্যম, গণমাধ্যম ইত্যাদিতে প্রকাশ করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্ষেত্র অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহন কিংবা আইনের আশ্রয় গ্রহন এমকি ফৌজদারি ব্যবস্থাও গ্রহন করতে পরবে।

#### ৫.৮.৩. ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা রক্ষায় চুক্তি/ঘোষণা (Agreements/Declaration on Confidentiality & Impartiality of Laboratory Information)

- ১) ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নিমিত্ত ল্যাবরেটরিতে কর্মরত প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী ল্যাবরেটরির নির্বাহী প্রধান কর্তৃক ঘোষিত সময়ের মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে নির্ধারিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন;
- ২) চুক্তিভিত্তিক/খন্ডকালীন উপদেষ্টা ল্যাবরেটরিতে তাঁর দায়িত্বে যোগদানকালে ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নিমিত্ত তাঁর জন্য নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন;
- ৩) ল্যাবরেটরির যেকোন রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত, মালামাল সরবরাহ ইত্যাদি সকল প্রকার সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি সেবা প্রদানের নিমিত্ত ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের পূর্বে ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখার নিমিত্ত তাঁদের জন্য নির্ধারিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন;
- ৪) সেবা প্রত্যাশী, যেমন- নমুনা জমাদানকারী, পরীক্ষার প্রতিবেদন সংগ্রহকারী ইত্যাদি ব্যক্তি ল্যাবরেটরি ভবনের নীচ তলায় প্রবেশের পর ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখার নিমিত্ত তাঁর জন্য নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন;
- ৫) দরপত্র মূল্যায়নের জন্য ল্যাবরেটরিতে আগত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণ দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু পূর্বে তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার লক্ষ্যে তাঁদের জন্য নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন;
- ৬) অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তের উদ্দেশ্যে বা অনুমোদিত পরিদর্শন (Inspection) এর জন্য ল্যাবরেটরিতে আগত কোন পরিদর্শক ও পরিদর্শনকারী টিমের সদস্য নির্ধারিত তদন্ত বা পরিদর্শন প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন;
- ৭) ল্যাবরেটরি নিরীক্ষার জন্য আগত মূল্যায়ন টিমের সদস্য নিরীক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ করার পূর্বে ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নিমিত্ত তাঁর জন্য নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন;
- ৮) ল্যাবরেটরিতে আগত অনুমোদিত দর্শনার্থী ল্যাবরেটরি পরিদর্শনের প্রকালে ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা ও নৈতিকতা সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন;
- ৯) অন্য প্রতিষ্ঠান হতে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আগত প্রশিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু পূর্বে ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নিমিত্ত তাঁর জন্য নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন;
- ১০) পারস্পরিক সহযোগিতার আওতায় গবেষণা সম্পর্কিত পারস্পরিক সহায়তার নিমিত্ত ল্যাবরেটরিতে আগত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাস্টার্স ও পিএইচডি কোর্সের ফেলো ল্যাবরেটরির তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নিমিত্ত তাঁর সংশ্লিষ্ট গবেষণা সম্পর্কিত কার্যক্রম শুরু পূর্বে তাঁর জন্য নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন;

#### ৫.৯. গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and Development-R&D)

- ১) আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের সাথে মিল রেখে এগিয়ে যাওয়ার নিমিত্ত এবং সে মোতাবেক ল্যাবরেটরির উত্তর উত্তর উন্নয়নের জন্য গবেষণার কোন বিকল্প নাই, তাই গবেষণা ও জ্ঞানার্জনের জন্য ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে;
- ২) ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের মান সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রস্তুত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে;
- ৩) প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের মান সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনার জন্য ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে;
- ৪) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির কর্তৃপক্ষকে গবেষণা প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে;
- ৫) ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃউৎসের আর্থিক সহায়তায় ল্যাবরেটরির যেকোন বৈজ্ঞানিক তাঁর কর্মসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করতে পারবেন;

- ৬) ল্যাবরেটরির কর্তৃপক্ষকে পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তিভুক্ত ল্যাবরেটরির সাথে যৌথ বা সহযোগিতাপূর্ণ গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে;
- ৭) ল্যাবরেটরির নমুনা পরীক্ষার ফলাফল, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা পত্র হিসেবে প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে;
- ৮) ল্যাবরেটরির LIMS এ সংরক্ষিত নমুনা পরীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে ল্যাবরেটরির মাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যবস্থা করা যাবে;
- ৯) দেশ ও বিদেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত উচ্চতর ডিগ্রির মৌলিক গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে;
- ১০) ল্যাবরেটরির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সফল গবেষণা ও প্রকাশনার জন্য সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিককে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ 'গবেষণা ও প্রকাশনা প্রণোদনা' প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে;
- ১১) প্রতিটি গবেষণা পত্র ইমপেক্ট ফেক্টরসম্পন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে প্রকাশের জন্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা 'গবেষণা ও প্রকাশনা প্রণোদনা' হিসেবে গবেষণা পত্র লেখক/লেখকদের প্রদান করা যাবে;
- ১২) পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বায়ো-মেড শাখা এর নির্ধারিত কার্যক্রমের অতিরিক্ত গবেষণা ও উন্নয়ন শাখার কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে।

## ৫.১০. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (Human Resource Development and Management)

### ৫.১০.১. মানবসম্পদ উন্নয়ন

- ১) ল্যাবরেটরির আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে ল্যাবরেটরি পরিচালনার লক্ষ্যে ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ ল্যাব-কর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে;
- ২) ল্যাব-কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি বার্ষিক প্রশিক্ষণ পুঞ্জি (Annual Training Calender) ও প্রশিক্ষণ পুঞ্জি অনুযায়ী একটি 'প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল' প্রণয়ন করতে হবে;
- ৩) বার্ষিক প্রশিক্ষণ পুঞ্জিতে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, দেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য সমজাতীয় ল্যাবরেটরিতে প্রশিক্ষণ এবং বিদেশের উপযুক্ত ল্যাবরেটরিতে প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে;
- ৪) প্রশিক্ষণের শিরোনাম এবং উদ্দেশ্য ও কাংখিত ফলাফল, প্রশিক্ষণের স্থান, প্রশিক্ষনার্থীর বিবরণ, প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা, প্রশিক্ষকের বিবরণ, প্রশিক্ষণ শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ, প্রশিক্ষণে ব্যয়িত সময়, প্রশিক্ষণে আলোচ্য বিষয়সমূহ, আলোচ্য বিষয়ের নির্ঘন্ট (Schedule) ইত্যাদি সবিস্তারে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে বিবৃত থাকবে;
- ৫) ল্যাবরেটরি সম্ভাব্য প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে পরবর্তী বছরের বার্ষিক প্রশিক্ষণ পুঞ্জি প্রতি বছর এপ্রিল মাসের মধ্যে এবং পরবর্তী বছরের বার্ষিক প্রশিক্ষণ পুঞ্জি অনুযায়ী প্রতি বছর মে মাসের মধ্যে পরবর্তী বছরের 'প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল' দায়িত্বপ্রাপ্ত ল্যাবরেটরি কর্মীগণ সম্পাদন করতঃ ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী অনুমোদন করবেন;
- ৬) প্রশিক্ষণ পুঞ্জি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ও বিষয়ে এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক ল্যাব-কর্মীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, তবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রশিক্ষণ নীতিমালা অবশ্যই মেনে চলতে হবে;
- ৭) মোট প্রশিক্ষণের ৫০% মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, ৪০% দেশের অভ্যন্তরে পারস্পরিক সহযোগিতার আওতাভুক্ত ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য সমজাতীয় ল্যাবরেটরিতে এবং ১০% প্রশিক্ষণ বিদেশের উপযুক্ত ল্যাবরেটরিতে (নূণ্যতম সাত কর্ম দিবসের জন্য হলেও) ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- ৮) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরধীন যেকোন ল্যাবরেটরি ও পাশ্চাত্যিক সহযোগিতার আওতাভুক্ত ল্যাবরেটরির যেকোন টেকনিক্যাল কর্মী মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে এবং মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির যেকোন টেকনিক্যাল কর্মী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরধীন যেকোন ল্যাবরেটরি ও পাশ্চাত্যিক সহযোগিতার আওতাভুক্ত ল্যাবরেটরিতে প্রশিক্ষণ গ্রহন করতে পারবেন;
- ৯) ল্যাবরেটরিতে কর্মরত বিজ্ঞানীগণের কর্মদক্ষতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ল্যাবরেটরির বিভিন্ন শাখার মধ্যে নিয়মিত intra-lab comparison test এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরির সাথে নিয়মিত inter-lab comparison test ও proficiency test (PT) এ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

### ৫.১০.২. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

- ১) কর্মরত প্রত্যেক ল্যাব-কর্মীকে ভদ্রতা, সততা, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, দক্ষতার সহিত এবং সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা অনুসরণ করে সেবার মানসিকতা নিয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে;
- ২) ল্যাবরেটরিতে কর্মরত প্রত্যেক কর্মীকে তাঁর জন্য নির্ধারিত 'কোড অব ইথিক্স' (Code of Ethics) মেনে স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে;
- ৩) যাহোক, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে বিদ্যমান সরকারি চাকুরীর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

### ৫.১০.৩. অতিরিক্ত কাজের প্রণোদনা ও ঝুঁকিভাতা

- ১) কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বা ল্যাবরেটরির কাজের প্রয়োজনে যে কোন ল্যাব-কর্মীকে নির্ধারিত অফিস সময় শেষ হওয়ার পর এমকি সাপ্তাহিক বা সরকারি ছুটির দিনেও ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে হবে এবং প্রয়োজনে ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ ল্যাব-কর্মীদের ডিউটি রোস্টার করে দিতে পারবেন;
- ২) নির্ধারিত অফিস সময় শেষ হওয়ার পর অথবা সরকারী বা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ল্যাবরেটরিতে কাজ করার কারণে সংশ্লিষ্ট ল্যাব-কর্মী প্রয়োজনে ল্যাবরেটরির ডরমিটরিতে বিনা ভাড়া অবস্থান করতে পারবেন;
- ৩) নির্ধারিত অফিস সময় শেষ হওয়ার পর এবং সরকারী ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ল্যাবরেটরির কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কারণে অতিরিক্ত কার্য সম্পাদন ও ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কর্মীগণকে অতিরিক্ত কাজে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ল্যাব-কর্মীগণকে ‘বিশেষ প্রণোদনা ভাতা’ প্রদান হবে;
- ৪) ল্যাবরেটরিতে অতিরিক্ত সময় কাজ করা সংশ্লিষ্ট ল্যাব-কর্মীগণ দৈনিক নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময়ের প্রতিঘন্টা কাজের জন্য তাঁর প্রতিঘন্টার মূল বেতনের ৩০% হিসেবে এ ‘বিশেষ প্রণোদনা ভাতা’ প্রাপ্য হবেন;
- ৫) তবে, একজন ল্যাব-কর্মী এ ‘বিশেষ প্রণোদনা ভাতা’ মাসে সর্বোচ্চ ৭৫ ঘন্টার জন্য পাবেন এবং বছরে এ খাতে ল্যাবরেটরির বার্ষিক মোট আয়ের ৩০% এর বেশী খরচ করা যাবে না;
- ৬) ৪নং ও ৫নং দফায় বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ল্যাব-কর্মীকে তাঁর প্রাপ্য ‘বিশেষ প্রণোদনা ভাতা’ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর অনুমোদনক্রমে প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর প্রদান করা হবে;
- ৭) ল্যাবরেটরিতে কর্মরত টেকনিক্যাল জনবল সবসময় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থেকে কাজ করেন বিধায় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির টেকনিক্যাল ল্যাব-কর্মীগণ ‘ঝুঁকি ভাতা’ প্রাপ্য হবেন;
- ৮) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর অনুমোদনক্রমে মূল বেতনের সম-পরিমাণ হিসেবে বছরে ২ (দুই) বার (২টি মূল বেতনের সমান) সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল ল্যাব-কর্মীকে এ ‘ঝুঁকি ভাতা’ প্রদান করা হবে।

#### ৫.১১. ল্যাবরেটরি অডিট, ব্যবস্থাপনা পুনঃমূল্যায়ন ও ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্স’ এ উন্নীত করা

(Laboratory Audit, Management Review and Continual Improvement and to Promote as ‘The Center of Excellence’)

- ১) ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে এবং ল্যাবরেটরির কোয়ালিটি ম্যানাজারের ব্যবস্থাপনা ও নির্দেশনায় আইসও/আইসি ১৭০২৫ঃ২০১৭ শর্ত ও নিয়ম মোতাবেক প্রতি বছর অন্ততঃ একবার ব্যবস্থাপনা পুনঃমূল্যায়ন সভার পূর্বে এক শাখার মনোগীত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত টিমদ্বারা অন্য শাখার ল্যাবরেটরির আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা/অডিট করাতে হবে;
- ২) আভ্যন্তরীণ অডিট টিম ল্যাবরেটরির কোয়ালিটি ম্যানাজার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (কমপক্ষে এক সপ্তাহ) নির্ধারিত অডিট সম্পন্ন করতঃ অডিট শেষ হওয়ার সাত কর্ম দিবসের মধ্যে নিয়মানুযায়ী প্রয়োজনীয় সুরিংশসহ ল্যাবরেটরির কোয়ালিটি ম্যানাজার নিকট অডিট রিপোর্ট/ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করবে;
- ৩) ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কোয়ালিটি ম্যানাজারের নেতৃত্বে ল্যাবরেটরির সিনিয়র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি ল্যাবরেটরি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করতঃ শাখা ভিত্তিক ল্যাবরেটরির বার্ষিক পুনঃমূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন, বার্ষিক পুনঃমূল্যায়নে নিম্নের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে-
  - (১) কাজের ধরন ও পরিমাণ এর কোন পরিবর্তন;
  - (২) মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, সম্পদ ও কর্মীর প্রশিক্ষণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যকোন বিষয়;
  - (৩) নীতি ও পদ্ধতির উপযুক্ততা
  - (৪) ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধায়কের নিকট হতে নির্দেশনা/পরামর্শ;
  - (৫) সাম্প্রতিক ল্যাবরেটরির আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বা অডিটের ফলাফল;
  - (৬) বহিরাগত সংস্থার মূল্যায়ন;
  - (৭) সেবা প্রত্যাশী বা ক্লায়েন্টের প্রতিক্রিয়া বা অভিযোগ;
  - (৮) আন্তঃল্যাবরেটরি তুলনামূলক পরীক্ষা বা প্রোপেসিয়েন্সি পরীক্ষার ফলাফল;
  - (৯) সংশোধনমূলক ও প্রতিরোধমূলক গৃহীত পদক্ষেপ;
  - (১০) উন্নতির জন্য সুপারিশ।
- ৪) ল্যাবরেটরি মূল্যায়ন কমিটি অনধিক ১৫ কর্ম দিবসের মধ্যে ল্যাবরেটরির মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে কোয়ালিটি ম্যানাজারের নেতৃত্বে বার্ষিক পুনঃমূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করতঃ ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবে;
- ৫) ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে কোয়ালিটি ম্যানাজার ল্যাবরেটরির বার্ষিক পুনঃমূল্যায়ন সভা আহ্বান করবেন এবং সভায় বার্ষিক পুনঃমূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন;
- ৬) উপস্থাপিত বার্ষিক পুনঃমূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ল্যাবরেটরির উন্নয়নের জন্য করণীয় সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কোয়ালিটি ম্যানাজার সংশ্লিষ্ট শাখায় নির্দেশনা আকাড়ে প্রেরণ করবেন;
- ৭) কোয়ালিটি ম্যানাজার ল্যাবরেটরির বার্ষিক পুনঃমূল্যায়ন সভার সিদ্ধান্তসমূহ সঠিক ও যথাসময়ে বাস্তবায়নের তদারকি করবেন;

- ৮) প্রাণিজাত খাদ্য, প্রাণিজ উপজাত ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং ল্যাবরেটরি কার্যক্রমের নিয়মিত পুনঃমূল্যায়ন ও ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত করতঃ 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

#### ৫.১২. ল্যাবরেটরির কনফারেন্স হল, ডরমিটরি ও লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষন

##### ৫.১২.১. ল্যাবরেটরির কনফারেন্স হল ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষন

- ১) ল্যাবরেটরির একমাত্র কনফারেন্স হলটি কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক সেমিনার, কর্মশালা, কনফারেন্স ইত্যাদি এবং ল্যাবরেটরির আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হবে এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ ও ভেটেরিনারি সেবা এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানই কেবল কনফারেন্স হলটি নির্ধারিত ভাড়া বিনিময়ে ব্যবহার করতে পারবে;
- ২) ব্যবহার ইচ্ছুক দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান কনফারেন্স হল বুকিং এর সময় ল্যাবরেটরি নীতিমালা ২০২১ এর মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভাড়া পরিশোধ করে 'ল্যাবরেটরি ওয়েলফেয়ার অফিসার' এর নিকট হতে হলটি নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের জন্য ভাড়া নিতে পারবে;
- ৩) কনফারেন্স হল ব্যবহারকারীকে ল্যাবরেটরি নির্ধারিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বায়োসিকিউরিটি এবং ল্যাবরেটরির অন্যান্য নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান মেনে চলার শর্তসমূহ অবশ্যই মেনে চলতে হবে;
- ৪) হল ব্যবহারকারী কেবলমাত্র হল সংশ্লিষ্ট কক্ষ যেমন- ইনফরমেশন কক্ষ, ডেলিগেটস কক্ষ, ব্রেক কক্ষ, সার্ভিস কক্ষ ও ভবনের নামাজের স্থান ছাড়া ল্যাবরেটরি ভবনের অন্য কোন অংশ ব্যবহার করতে পারবে না;
- ৫) সেকশন ৫.১৪ এ বর্ণিত 'ওয়েলফেয়ার অফিসার' কনফারেন্স হলটির সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন এবং তাঁকে সহযোগিতার জন্য একজন কর্মী নিয়োজিত থাকবেন;
- ৬) 'ওয়েলফেয়ার অফিসার' এর তত্ত্বাবধানে কনফারেন্স হলের সহযোগী কর্মী হলটির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষন এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন;
- ৭) ল্যাবরেটরির হিসাব রক্ষক হল ব্যবহারের তথ্যাদি ও হল ভাড়ার অর্থ পরিশোধের হিসাব একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন;
- ৮) কনফারেন্স হলের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী হলের রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সর্বদা পর্যবেক্ষণে রাখবেন এবং কোন রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজন হলে তিনি বিষয়টি ল্যাবরেটরির ওয়েলফেয়ার অফিসারকে অবহিত করবেন;
- ৯) ল্যাবরেটরির ওয়েলফেয়ার অফিসার সংশ্লিষ্ট রক্ষণাবেক্ষনের বিষয়টি ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন এবং ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কনফারেন্স হলের কোন রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হলে, সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে হলটির প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

##### ৫.১২.২. ডরমিটরি ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষন

- ১) কেবলমাত্র মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ডরমিটরিতে অবস্থান করতে পারবেন;
- ২) তবে, ল্যাবরেটরির কাজে সহযোগিতার জন্য বা ল্যাবরেটরির কনফারেন্স হলে এ ল্যাবরেটরি কর্তৃক অথবা অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বৈজ্ঞানিক কর্মশালা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম ইত্যাদিতে যোগদানের নিমিত্ত আগত কোন বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ কোন ব্যক্তিকে ডরমিটরিতে অবস্থান অনুমতি দেওয়া যাবে;
- ৩) তবে, ১নং ও ২নং দফায় উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ল্যাবরেটরি নীতিমালা ২০২১ এর এ উল্লেখিত নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করতে হবে;
- ৪) নির্ধারিত অফিস সময় শেষ হওয়ার পর অথবা সরকারী বা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ল্যাবরেটরিতে কাজ করার কারণে সংশ্লিষ্ট ল্যাব-কর্মী প্রয়োজনে ল্যাবরেটরির ডরমিটরিতে বিনা ভাড়ায় অবস্থান করতে পারবেন (সূত্রঃ সেকশন ৫.১০.৩ দফা ২);
- ৫) কোন ব্যক্তিকে একাধারে ১৫ দিনের অধিক ডরমিটরিতে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া যাবে না;
- ৬) ডরমিটরিতে অবস্থানকারীকে আবশ্যিকভাবে ল্যাবরেটরি ক্যাম্পাসের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বায়োসিকিউরিটি এবং ল্যাবরেটরির অন্যান্য নিয়মাবলী ও বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;
- ৭) কোন অবস্থাতেই পরিবার-পরিজন বা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমনকি অন্য কোন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে অথবা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি বা গবেষণা সংশ্লিষ্ট বহির্ভূত কোন কাজে (যেমন- পিকনিক, মিলন মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদি) কেহ ডরমিটরিতে অবস্থান বা ডরমিটরি ব্যবহার করতে পারবেন না;
- ৮) সেকশন ৫.১৪ এ বর্ণিত 'ওয়েলফেয়ার অফিসার' ডরমিটরির সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন এবং তাঁকে সহযোগিতার জন্য একজন কর্মী নিয়োজিত থাকবেন;
- ৯) 'ল্যাবরেটরি ওয়েলফেয়ার অফিসার' এর তত্ত্বাবধানে সহযোগী কর্মী ডরমিটরির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষন এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন;
- ১০) ল্যাবরেটরির হিসাব রক্ষক ডরমিটরি ব্যবহারের তথ্যাদি ও ডরমিটরি ভাড়ার অর্থ পরিশোধের হিসাব একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন;
- ১১) ডরমিটরির ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী ডরমিটরির রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সর্বদা পর্যবেক্ষণে রাখবেন এবং কোন রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজন হলে তিনি বিষয়টি ল্যাবরেটরির ওয়েলফেয়ার অফিসারকে অবহিত করবেন;

- ১২) ল্যাবরেটরির ওয়েলফেয়ার অফিসার সংশ্লিষ্ট রক্ষনাবেক্ষনের বিষয়টি ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন এবং ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডরমিটরির কোন রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হলে, সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে ডরমিটরির প্রয়োজনীয় রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

#### ৫.১২.৩. লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষন

- ১) লাইব্রেরির সূষ্ঠা ব্যবস্থাপনার জন্য সেকশন ৫.১৪ এ বর্ণিত ওয়েলফেয়ার অফিসার ও তাঁর তত্ত্বাবধানাধীন ল্যাবরেটরি একজন কর্মচারীকে নিয়ে লাইব্রেরির দায়িত্ব পালন করবেন;
- ২) ল্যাবরেটরিতে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মী ও ল্যাবরেটরির কাজে সহযোগিতার জন্য আগত সকল দেশীয় ও বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী এবং বিশেষ ব্যক্তিবর্গ এ লাইব্রেরীটি ব্যবহার করতে পারবেন;
- ৩) ল্যাবরেটরির লাইব্রেরীকে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ ও ল্যাবরেটরির ওয়েলফেয়ার অফিসার সর্বদা আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন;
- ৪) ল্যাবরেটরির লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে নিয়মিত হালনাগাদ ল্যাবরেটরি কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বই, জার্নাল, পিরিওডিক্যাল ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে;
- ৫) দ্রুত হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তি, ভার্সুয়াল যোগাযোগ ও জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে লাইব্রেরিতে দ্রুতগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ এবং প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক উচ্চ ক্ষমতার কম্পিউটার স্থাপন করতে হবে;
- ৬) ল্যাবরেটরির বই ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রীর হিসাব সঠিকভাবে রক্ষনাবেক্ষনের লক্ষ্যে একটি 'মজুদ রেজিস্টার' থাকবে এবং লাইব্রেরির দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারী মজুদ রেজিস্টারে বই ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রীর মজুদের হালনাগাদ হিসাব সংরক্ষণ করবেন;
- ৭) ল্যাবরেটরিতে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীগণ বই ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রী লাইব্রেরীতে অবস্থান করে বা সর্বোচ্চ ৭ (সাত) কর্মদিবসের জন্য ধার হিসেবে গ্রহণ করে লাইব্রেরির বাহিরে নিয়েও ব্যবহার করতে পারবেন;
- ৮) লাইব্রেরী হতে বই ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রী লাইব্রেরির বাহিরে নেওয়ার ক্ষেত্রে লাইব্রেরীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী গ্রহীতার স্বাক্ষরসহ বই ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রীর তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য একটি 'লাইব্রেরী লেডিং রেজিস্টার' ব্যবহার করবেন;
- ৯) লাইব্রেরিতে নিয়োজিত কর্মচারী লাইব্রেরির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবেন এবং লাইব্রেরীতে পড়া-শুনা ও কম্পিউটারে কাজ জন্য সুন্দর ও উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখবেন;
- ১০) লাইব্রেরির সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লাইব্রেরি রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সর্বদা পর্যবেক্ষণে রাখবেন এবং কোন রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজন হলে তিনি বিষয়টি ল্যাবরেটরির ওয়েলফেয়ার অফিসারকে অবহিত করবেন;
- ১১) ল্যাবরেটরির ওয়েলফেয়ার অফিসার লাইব্রেরির কোন রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হলে, তিনি বিষয়টি ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;
- ১২) ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লাইব্রেরির কোন রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হলে, সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে লাইব্রেরির প্রয়োজনীয় রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

#### ৫.১৩. ল্যাবরেটরি ভবন ও এর অন্যান্য অংগসমূহের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষণ (Management and Maintenance of Laboratory Building and Its Other Components)

##### ৫.১৩.১. ল্যাবরেটরি ভবন ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষণ

- ১) নীচতলায় অবস্থিত অভ্যর্থনা/তথ্য ডেস্ক ও নমুনা গ্রহণ ডেস্ক এর কক্ষদ্বয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব বায়োসেফটি অফিসারের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট কক্ষে দায়িত্বরত কর্মী পালন করবেন;
- ২) সেকশন ৫.১৪ এ বর্ণিত ওয়েলফেয়ার অফিসার ও তাঁর তত্ত্বাবধানে দু'জন কর্মী কনফারেন্স হল (সার্ভিস কক্ষ ও বাথ রুমসহ), ডেলিগেশন কক্ষ ও ব্রেক রুম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব পালন করবেন;
- ৩) সেকশন ৫.১৪ এ বর্ণিত বায়োসেফটি অফিসার ও তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীর সমন্বয়ে ভবনের সকল শাখার ল্যাবরেটরি ও প্রশাসনিক অংশ, দোতলার প্রশাসনিক এলাকা, সামনের সিঁড়ি ও জরুরী সিঁড়ি, ভবনের নীচ তলা (কনফারেন্স হল, ডেলিগেশন কক্ষ ও ব্রেক রুম ব্যতীত) এবং ল্যাবরেটরি ভবনের অন্যান্য অংশের (ভবনের প্রবেশ পথ, লবি, নামাজের কক্ষ ইত্যাদি) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব পালন করবেন;
- ৪) ল্যাবরেটরি ভবনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে এ গাইডলাইন এর সেকশন ৫.১.২. এর 'ল্যাবরেটরির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা'র নিমিত্ত বর্ণিত গাইডলাইন প্রযোজ্য হবে;
- ৫) তবে, ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষনে দায়িত্বরত কর্মকর্তার সহিত আলোচনা করে কাজের গুরুত্ব ও সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য বিদ্যমান কর্মীর সংখ্যা বিবেচনায় ল্যাবরেটরি ভবনের অংশসমূহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট কর্মীদেরকে দায়িত্ব বন্টন করবেন;
- ৬) ল্যাবরেটরি ভবনের নীচতলায় অবস্থিত নামাজের কক্ষটি কেবলমাত্র ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কর্মী, ল্যাবরেটরিতে আগত প্রশিক্ষার্থী, প্রশিক্ষক ও গবেষণা ফেলো, বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী ইত্যাদি, আমন্ত্রিত অতিথি, অনুমোদিত দর্শনার্থী এবং কনফারেন্স হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আগত ব্যক্তিগণ ব্যবহার করবেন;

- ৭) নমুনা জমাদান, নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন গ্রহণ, তথ্য সংগ্রহ বা অন্য কোন প্রয়োজনে ল্যাবরেটরিতে আগত কোন ব্যক্তি ল্যাবরেটরি ভবনের নীচতলায় অবস্থিত নামাজের কক্ষটি ব্যবহার না করে ল্যাবরেটরির প্রধান গেইট সংলগ্ন নামাজের কক্ষ ও বাথ রুমটি ব্যবহার করবেন;
- ৮) নমুনা জমাদান, নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন গ্রহণ, তথ্য সংগ্রহ বা অন্য কোন প্রয়োজনে ল্যাবরেটরিতে আগত কোন ব্যক্তি ল্যাবরেটরি ভবনের নীচ তলায় তাঁর কর্মসংশ্লিষ্ট কক্ষ ব্যতীত অন্যকোন কক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না এবং কাজ শেষে দ্রুত ল্যাবরেটরি এলাকা ত্যাগ করবেন;
- ৯) ভবনের দ্বিতীয় তলার প্রধান প্রশাসনিক শাখা (লাইব্রেরী ব্যতীত) ও ৩য় হতে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত প্রশাসনিক অংশসমূহে দু'জন পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে;
- ১০) ৬ষ্ঠ তলায় কর্মরত পরিচ্ছন্নতা কর্মী সাপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ল্যাবরেটরি ভবনের ছাদ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং ছাদে সঞ্চিত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পাইপের মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করে রাখবেন;
- ১১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বরত সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছন্নতা কর্মী তাঁর দায়িত্বে থাকা ভবনের বিভিন্ন অংশ/এলাকার রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সর্বদা পর্যবেক্ষণে রাখবেন এবং ল্যাবরেটরি অংশ ব্যতীত ভবনের কোন অংশ/এলাকার কোন রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজন হলে তিনি বিষয়টি বায়োসেফটি অফিসারকে অবহিত করবেন;
- ১২) বায়োসেফটি অফিসার ভবনের কোন অংশ/এলাকার রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অবহিত হলে, ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;
- ১৩) ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভবনের কোন অংশ/এলাকার রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হলে, সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে ভবনের সংশ্লিষ্ট অংশ/এলাকার প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- ১৪) একইভাবে, শাখার ল্যাবরেটরি অংশে দায়িত্বরত সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছন্নতা কর্মী তাঁর দায়িত্বে থাকা ল্যাবরেটরি অংশের রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সর্বদা পর্যবেক্ষণে রাখবেন এবং সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি অংশে কোন রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজন হলে তিনি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শাখার শাখা প্রধানকে অবহিত করবেন;
- ১৫) কোন শাখা প্রধান সংশ্লিষ্ট শাখার ল্যাবরেটরি অংশে কোন রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হলে তিনি বিষয়টি ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;
- ১৬) ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন শাখার ল্যাবরেটরি অংশের কোন রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হলে, সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি অংশের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- ১৭) তাছাড়া, ল্যাবরেটরির যেকোন অংশ/এলাকায় দায়িত্ব পালনকারী যেকোন কর্মকর্তা-কর্মচারী তাঁর দায়িত্বের আওতাভুক্ত ল্যাবরেটরির ভবনের সংশ্লিষ্ট অংশ/এলাকায় কোন রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে তিনি বিষয়টি প্রয়োজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান বা বায়োসেফটি অফিসার অথবা ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ভবনের সংশ্লিষ্ট অংশ/এলাকার রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- ১৮) ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী এবং তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজেও যদি ল্যাবরেটরির কোন অংশ/এলাকায় কোন প্রকার রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তা অবলোকন করেন, তাহলে তিনি স্ব-উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

#### ৫.১৩.২. ল্যাবরেটরি আঙ্গিনা ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

- ১) মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির আঙ্গিনায় ল্যাবরেটরির প্রধান গেইট, প্রধান গেইট সংলগ্ন নামাজের স্থান ও বাথরুম, ডরমিটরি, জেনারেটর হাউস, পাম্প হাউজ, ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি) ও গ্যাস স্টেশন অবস্থিত;
- ২) কোন অবস্থাতেই ল্যাবরেটরি ক্যাম্পাস এবং ল্যাবরেটরি ও ডরমিটরি ভবন গবেষণা সংশ্লেষ বহির্ভূত কোন কাজে, যেমন- পিকনিক, মিলন মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা যাবে না।

#### প্রধান গেইট এবং প্রধান গেইট সংলগ্ন নামাজের কক্ষ ও বাথরুম

- ১) যেহেতু, প্রধান গেইট ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থা ও ডিজিটাল নিরাপত্তার আওতায় থাকবে, তাই, ল্যাবরেটরিতে কর্মরত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ চাইলেও ল্যাবরেটরি আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে পারবে না;
- ২) ডিজিটাল প্রবেশ ব্যবস্থা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও প্রধান গেইটে সবসময় (দিবা-রাত্রি) প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী নিয়োজিত থাকবে;
- ৩) নমুনা জমাদানকারী বা নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন গ্রহণকারী অথবা অনুমোদিত কোন ব্যক্তি প্রধান গেইটে কর্মরত নিরাপত্তা কর্মীর নিকট তাঁর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে রেজিস্টারে নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং আগমনের তারিখ, সময় ও উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন;
- ৪) নমুনা জমাদানকারী ও নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন গ্রহণকারী এবং অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত আগত অন্যকোন ব্যক্তি, যেমন- তথ্য প্রত্যাশী অথবা ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত ব্যক্তি ইত্যাদি প্রধান গেইটে নিরাপত্তা কর্মীর নিকট তাঁর উদ্দেশ্য অবহিত করার পর দায়িত্বরত নিরাপত্তা কর্মী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তিকে রেজিস্টারে নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং আগমনের তারিখ, সময় ও উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে ভিতরে প্রবেশের ব্যবস্থা করবেন;

- ৫) নমুনা জমাদানকারী, নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন গ্রহণকারী, তথ্য প্রত্যাশী এবং অন্য কোন প্রয়োজনে আগত ব্যক্তিগণ (যাঁদের ল্যাবরেটরির নীচতলা ব্যতীত অন্যকোন স্থানে গমনের অনুমতি নাই) ও নিরাপত্তা কর্মীগণ, প্রয়োজনে প্রধান গেইট সংলগ্ন নামাজের কক্ষ ও বাথরুমটি ব্যবহার করবেন;
- ৬) প্রধান গেইটে দায়িত্বরত নিরাপত্তা কর্মী গার্ড রুম, গেইট সংলগ্ন নামাজের কক্ষ ও বাথরুম, গেইটের বাহিরের এপ্রোস রাস্তা, গেইটের ভিতরে-বাহিরে গেইট সংলগ্ন এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পালন করবেন;
- ৭) নিরাপত্তা কর্মীগণ প্রধান গেইট ও গেইট এলাকা এবং গেইট সংলগ্ন নামাজের কক্ষ ও বাথরুম রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সর্বদা পর্যবেক্ষনে রাখবেন এবং কোন রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজন হলে তিনি বিষয়টি বায়োসেফটি অফিসারকে অবহিত করবেন;
- ৮) বায়োসেফটি অফিসার প্রধান গেইট ও গেইট এলাকা এবং গেইট সংলগ্ন নামাজের কক্ষ ও বাথরুম রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অবহিত হলে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;
- ৯) ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রধান গেইট ও গেইট এলাকা এবং গেইট সংলগ্ন নামাজের কক্ষ ও বাথরুমের রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হলে, সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে উক্ত স্থান ও স্থাপনার প্রয়োজনীয় রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

#### পাওয়ার সাবস্টেশন ও জেনারেটর হাউস, পাম্প হাউজ ও ইটিপি প্লান্ট এবং গ্যাস স্টেশন

- ১) ল্যাবরেটরির পাওয়ার সাবস্টেশন ও জেনারেটর হাউস, পাম্প হাউজ ও ইটিপি প্লান্ট এবং গ্যাস স্টেশন ব্যবস্থাপনার জন্য বায়ো-মেড শাখার তত্ত্বাবধানে একই শাখার একজন কর্মী দায়িত্ব পালন করবেন এবং দায়িত্বরত কর্মী জেনারেটর ও পাম্প পরিচালনাসহ পাওয়ার সাবস্টেশন ও জেনারেটর হাউস, পাম্প হাউজ ও ইটিপি প্লান্ট এবং গ্যাস স্টেশন এর ব্যবস্থাপনা, রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পালন করবে;
- ২) বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যতীত অন্যকোন ব্যক্তি পাওয়ার সাবস্টেশন ও জেনারেটর হাউস, পাম্প হাউজ ও ইটিপি প্লান্ট এবং গ্যাস স্টেশন এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবেন না;
- ৩) গ্যাস ভর্তি করার জন্য বা অন্যকোন কারণে কোন সিলিভার গ্যাস স্টেশন হতে বাহিরে নেওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বরত কর্মী সিলিভারের তথ্যাদি ও সিলিভার গ্রহণকারীর স্বাক্ষরসহ 'গ্যাস সিলিভার স্টক বুক' নামক একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন;
- ৪) পাওয়ার সাবস্টেশন ও জেনারেটর হাউস, পাম্প হাউজ ও ইটিপি প্লান্ট এবং গ্যাস স্টেশন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী পাওয়ার সাবস্টেশন ও জেনারেটর এবং কক্ষটির রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সর্বদা পর্যবেক্ষনে রাখবেন এবং কোন রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজন হলে তিনি বিষয়টি বায়ো-মেড শাখার প্রধানকে অবহিত করবেন;
- ৫) বায়ো-মেড শাখার প্রধান জেনারেটর, পাম্প বা গ্যাস সিলিভার অথবা পাওয়ার সাবস্টেশন, জেনারেটর হাউস, পাম্প হাউজ, ইটিপি প্লান্ট বা গ্যাস স্টেশন কক্ষের কোন রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হলে, তিনি বিষয়টি ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;
- ৬) ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জেনারেটর, পাম্প বা গ্যাস সিলিভার অথবা পাওয়ার সাবস্টেশন, জেনারেটর হাউস, পাম্প হাউজ, ইটিপি প্লান্ট বা গ্যাস স্টেশন কক্ষের কোন রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হলে, সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে জেনারেটর, পাম্প বা গ্যাস সিলিভার অথবা পাওয়ার সাবস্টেশন, জেনারেটর হাউস, পাম্প হাউজ, ইটিপি প্লান্ট বা গ্যাস স্টেশন কক্ষের প্রয়োজনীয় রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

#### সোলার সিস্টেম

- ১) ল্যাবরেটরির প্রধান ভবনসহ ল্যাবরেটরি আঙ্গিনায় অবস্থিত বিভিন্ন ভবনের ছাদে সোলার প্যানেল বসানো আছে এবং বায়ো-মেড শাখার তত্ত্বাবধানে একই শাখার একজন কর্মী সোলার প্যানেল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব পালন করবে;
- ২) সোলার প্যানেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সপ্তাহে অন্ততঃ একবার সকল সোলার প্যানেলসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবেন এবং পরিদর্শনে কোন অসুবিধা, অসঙ্গতি বা সমস্যা পরিলক্ষিত হলে বায়ো-মেড শাখার প্রধান বা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;
- ৩) সোলার প্যানেলের কোন অসুবিধা, অসঙ্গতি বা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হলে, বায়ো-মেড শাখার প্রধান বা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোলার প্যানেলের মেরামত, সংশোধন বা রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন অথবা বিষয়টি ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;
- ৪) ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী বা তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোলার প্যানেলের কোন মেরামত, সংশোধন বা রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হলে, সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে সোলার প্যানেলের প্রয়োজনীয় মেরামত, সংশোধন বা রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ল্যাবরেটরি আঙ্গিনার বাগান, মাইক্রোস্কোপ রেপ্লিকা, পার্কিং লট ইত্যাদি



- ১) ল্যাবরেটরি আঙ্গিনার বাগান পরিচর্যা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ল্যাবরেটরি ভবনের সামনে স্থাপিত মাইক্রোস্কেপ রেপ্লিকা, গাড়ি পাকিং লট, ল্যাবরেটরি আঙ্গিনার অভ্যন্তরীণ রাস্তাসমূহ ও ওয়াকওয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য একজন কর্মী দায়িত্ব পালন করবেন;
- ২) দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মী নিয়মিত বাগান পরিচর্যা ও পরিষ্কার করবেন, যাতে বাগানের বৃক্ষাদি স্বাভাবিক ও ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ হয়ে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে;
- ৩) মাইক্রোস্কেপ রেপ্লিকাটি নিয়মিত পরিষ্কার করে সর্বদা আকর্ষণীয় করে রাখতে হবে এবং রেপ্লিকার চৌবাচ্চা নিয়মিত পরিষ্কার করা ও চৌবাচ্চার পানি নিমিত বদল করা নিশ্চিত করে চৌবাচ্চায় পালিত আলংকারিক মাছগুলির জন্য পরিমিত সুষম খাদ্য নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করতঃ মাছগুলিকে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে;
- ৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সাপ্তাহে অন্ততঃ ৩দিন গাড়ি পাকিং এলাকা, ল্যাবরেটরি আঙ্গিনার রাস্তা ও ওয়াকওয়ে পরিষ্কার করবেন এবং ল্যাবরেটরি আংগিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ফলে সৃষ্ট বর্জ্য সাধারণ বর্জ্য হিসেবে সংগ্রহ করে আংগিনা একটি নির্দিষ্ট স্থানে (যেখানে লোকজনের আসা-যাওয়া কম এমন স্থানে) মাটিতে গর্ত করে এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে সময়ের সাথে সাথে সেগুলি পঁচে জৈব সারে পরিণত হয় এবং উৎপন্ন জৈব সারে ল্যাবরেটরি আংগিনার বাগানের গাছে সার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে;
- ৫) ল্যাবরেটরি আঙ্গিনার সৌন্দর্য্য ও নান্দনিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগী হবেন।

#### ৫.১৪. ম্যানুয়াল প্রনয়ণ, অফিসার নিয়োগ ও কমিটি গঠন

##### ৫.১৪.১. ম্যানুয়াল প্রনয়ণ

- ১) ল্যাবরেটরিতে বায়োসেফটি ও বায়োসিকিউরিটি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবিলম্বে একটি ‘বায়োসেফটি ও বায়োসিকিউরিটি ম্যানুয়াল’ (Biosafety and Biosecurity Manual) প্রনয়ণ করতে হবে এবং ম্যানুয়ালটির নির্দেশনা অনুসারে ল্যাবরেটরির বায়োসেফটি ও বায়োসিকিউরিটি কার্যক্রম পরিচালিত হবে;
- ২) প্রয়োজনে ‘বায়োসেফটি ও বায়োসিকিউরিটি ম্যানুয়াল’টি সময়ে সময়ে সংশোধন করা যাবে এবং ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী ম্যানুয়ালটির মূল ও সংশোধিত উভয় সংস্করণ অনুমোদন করবেন;
- ৩) বার্ষিক প্রশিক্ষণ পুঞ্জি অনুযায়ী প্রতি বছর একটি ‘প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল’ প্রনয়ণ করতে হবে এবং ল্যাবরেটরির প্রধান নির্বাহী ‘প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল’টি অনুমোদন করবেন এবং ম্যানুয়ালটির নির্দেশনা ও ছক অনুসারে ল্যাব-কর্মীদের প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে।

##### ৫.১৪.২. অফিসার নিয়োগ ও কমিটি গঠন

- ১) ল্যাবরেটরির কারিগরি প্রধান ল্যাবরেটরির ‘কোয়ালিটি ম্যানেজার’ (Quality Manager) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;
- ২) মানসম্মত ল্যাবরেটরির ব্যবস্থাপনার জন্য ল্যাবরেটরির ‘কোয়ালিটি ম্যানেজার’ এর নেতৃত্বে প্রত্যেক শাখার দু’জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি ‘কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি’ (Quality Management Committee-QMC) গঠন করা হবে;
- ৩) প্রতি বছর ‘কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি’র ১ জন মনোনীত কর্মকর্তা ‘বায়োসেফটি অফিসার’ (Biosafety Officer) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;
- ৪) প্রতি বছর ‘কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি’র ১ জন মনোনীত সদস্য ‘ওয়েলফেয়ার অফিসার’ (Welfare Officer) এর দায়িত্ব পালন করবেন;
- ৫) যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিকসহ সকল মালামালের মজুদ ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একজন ‘সেন্ট্রাল স্টোর অফিসার’ এবং প্রতিটি শাখায় একজন ‘সেকশন স্টোর অফিসার’ দায়িত্বে থাকবেন।

##### ৫.১৫. ল্যাবরেটরি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

- ১) মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির কার্যক্রম সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য সার্বক্ষণিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে হবে, তাই নিরবচ্ছিন্ন অর্থের যোগান নিশ্চিত করণে ল্যাবরেটরির নিজস্ব একটি ‘সুরক্ষা তহবিল’ থাকবে;
- ২) ল্যাবরেটরির আয়, যথা- নমুনা পরীক্ষার ফি, কনফারেন্স হল ভাড়া, ডরমিটরি ভাড়া, ব্যাংক একাউন্টের মুনাফা এবং ল্যাবরেটরি ও এর আঙ্গিনায় উৎপাদিত কোন দ্রব্যের বিক্রয় লব্ধ অর্থ ইত্যাদি এবং অনুমোদিত অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ, যেমন- ল্যাবরেটরির অনুকূলে প্রাপ্ত পুরস্কার ও প্রণোদনার অর্থ এবং কোন ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সরকার অনুমোদিত কোন অনুদানের অর্থের সমন্বয়ে ল্যাবরেটরির সুরক্ষা তহবিলটি গঠিত হবে;
- ৩) সুরক্ষা তহবিলের সমুদয় অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে ‘মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর’ বা ‘কিউসি ল্যাব-ডিএলএস’ এর নামে একটি এসটিডি একাউন্ট (STD account) এ জমা থাকবে;
- ৪) প্রাপ্ত বার্ষিক রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত হিসেবে সুরক্ষা তহবিলের অর্থ ল্যাবরেটরির কাজের প্রয়োজনে নিম্নোক্ত খাতে ব্যয় করা যাবে-
  - নমুনা পরীক্ষায় ব্যবহৃত সকল প্রকার কেমিক্যাল, রিয়েজেন্ট, কিটস, গ্লাসওয়্যারস, কনজুমিবলস, এপ্লাইয়েন্সেস ইত্যাদি ক্রয়;
  - নমুনা পরীক্ষায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং এসবের যন্ত্রাংশ ক্রয়;
  - তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং এসবের যন্ত্রাংশ ক্রয়;

- ল্যাবরেটরির আসবাবপত্র ও স্টেশনারি দ্রব্যাদি ক্রয়;
  - ল্যাবরেটরির গাড়ি ও জেনারেটর মেরামত এবং এসবের জ্বালানী ক্রয়;
  - ল্যাবরেটরির সকল যন্ত্রপাতি ক্যালিব্রেশন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়;
  - ল্যাবরেটরির তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক যন্ত্রপাতি এবং সকল সহায়ক ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়;
  - ল্যাবরেটরির মূল্যায়নের নিমিত্ত বহিঃরাঙ্গন অডিটের ব্যয়, ল্যাবরেটরি এ্যাক্রিডিটেশন ফি এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য ফি বাবদ ব্যয়;
  - স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ইত্যাদি আয়োজন ও যোগদান ব্যয়;
  - Inter-lab comparison test এবং proficiency test সম্পাদনের ফি বা খরচ পরিশোধ ব্যয়;
  - ল্যাবরেটরির কাজে দেশের ভিতরে ভ্রমণের জন্য গাড়ি ভাড়া, গাড়ির জ্বালানী, ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদির ব্যয়;
  - প্রয়োজনে অফিস সময় শেষ হওয়ার পর এবং সরকারী ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ল্যাবরেটরি খোলা রাখার কারণে ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কর্মীগণের ‘বিশেষ প্রণোদনা ভাতা’ পরিশোধের ব্যয়;
  - ল্যাবরেটরির কর্মরত টেকনিক্যাল কর্মীগণের ‘ঝুঁকি ভাতা’ পরিশোধের ব্যয়;
  - ল্যাবরেটরি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সফল গবেষণা ও প্রকাশনার জন্য সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিককে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ‘গবেষণা ও প্রকাশনা প্রণোদনা’ প্রদানের ব্যয়;
  - ল্যাবরেটরিতে নিয়োজিত অস্থায়ী জনবল ও চুক্তিভিত্তিক পরামর্শকের বেতনাদি ও সম্মানী বাবদ ব্যয়;
  - আইনি সহায়তার প্রয়োজনে আইন উপদেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয়;
  - ডরমিটরির আসবাবপত্র ও পরিচালন দ্রব্যাদি ক্রয় এবং ডরমিটরি ও কনফারেন্স হল ব্যবস্থাপনা ব্যয়;
  - ল্যাবরেটরি ভবন, ডরমিটরি ভবন, সীমানা প্রাচীণ এবং ল্যাবরেটরি আংগিনায় অবস্থিত অন্য সকল স্থাপনার প্রয়োজনীয় মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়;
  - রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত কোন খাতের অর্থে সংকুলান না হওয়ায় উক্ত খাতের বাকি খরচের ব্যয়;
  - রাজস্ব বাজেটে অনুল্লিখিত খাতের ব্যয়।
- ৫) যেহেতু, সুরক্ষা তহবিলের অর্থ সরকারি অর্থ, তাই এ তহবিলের অর্থ খরচে পূর্ণ সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;
- ৬) ল্যাবরেটরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা গঠিত কোন কমিটির চাহিদা বা সুপারিশের প্রেক্ষিতে ৪নং দফায় উল্লিখিত যেকোন খাতে সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথ অনুসরণপূর্বক সুরক্ষা তহবিলের অর্থ খরচ করতে হবে;
- ৭) কোন খাতে রাজস্ব বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের পর উক্ত খাতে সুরক্ষা তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাবে;
- ৮) কোন খাতে রাজস্ব বাজেটের বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ বা খরচের পর অবশিষ্ট অর্থ সমন্বয় করে উক্ত খাতে সুরক্ষা তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাবে;
- ৯) সরকারি অন্যান্য খরচের মত সুরক্ষা তহবিলের অর্থ খরচও ব্যয় উত্তর নিরীক্ষাযোগ্য হবে;
- ১০) প্রতি বছর ৩০শে জুনের মধ্যে সুরক্ষা তহবিলের খরচ ও স্থিতি সংক্রান্ত হিসাব বিবরণী মহাপরিচালক, প্রাণিস্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হবে;
- ১১) কোন অর্থবছরে খরচের পর সুরক্ষা তহবিলে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে তা পরবর্তী অর্থবছরে খরচ জন্য সুরক্ষা তহবিলে রক্ষিত থাকবে এবং পরবর্তী অর্থবছরে নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা যাবে।

## ৬. মূল প্রাসংগিক ডকুমেন্টস্ (Key relevant documents)

### ➤ আইনসমূহ (Legislation)

- পশুরোগ আইন, ২০০৫
- পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮
- মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০
- পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১
- পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩
- নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩
- নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকারক অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা ২০১৭
- খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা ২০১৭
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা।

### ➤ নীতিমালা (Policies)

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি নীতিমালা ২০২১
- মান নীতিমালা (Quality Policy)
- নিরপেক্ষতা ও গোপনীয়তা নীতিমালা (Impartiality & Confidentialty Policy)
- মান (Standards)
  - আইএসও/আইইসি ১৭০২৫ঃ ২০১৭
  - আইএসও ৯০০১ঃ ২০১৫
- পদ্ধতি (Procedures)
  - কোয়ালিটি ম্যানুয়ালে উল্লেখিত সকল পদ্ধতিসমূহ।
- গাইডলাইন (Guidelines)
  - ‘মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনস, ২০২১’
- ফরমস্ (Forms)
  - ‘নমুনা জমাদান ফরম’
  - ‘নমুনা প্রাপ্তি রশিদ’ ফরম
  - ‘নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন’ ফরম
  - ‘Certificate of Quality’ ফরম
  - বর্তমানে ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত অন্যান্য ফরমসমূহ।
- অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদ (Other useful resources)।

#### ৭. গাইডলাইন এর ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

“মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনস, ২০২১” উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ এ গাইডলাইনস এর মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করবে।

#### ৮. ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ

- এ গাইডলাইন এর সত্বাধিকারীঃ প্রধান নির্বাহী, মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ।
- বিষয়বস্তু পরিচালকঃ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি-ডিএলএস, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ।
- অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষঃ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
- অনুমোদনের তারিখঃ ..... খ্রিঃ
- সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষঃ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
- সংশোধনের তারিখঃ ..... খ্রিঃ

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি  
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, সাভার, ঢাকা

নমুনা পরীক্ষার ফি

| ক্রমিক                                | পরীক্ষার ধরন   | প্রস্তাবিত ফি (টাকা) | মন্তব্য |
|---------------------------------------|--|----------------------|---------|
| <b>১. ফিড কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখা</b> |  |                      |         |
| ১                                     | মাইক্রোস্কোপিক ও ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন   | ১০০/-                |         |
| ২                                     | ক্রুড প্রোটিন (crude protein) / ফাইবার (fiber) / ফ্যাট (fat) নির্ণয়                                     | ১,০০০/- প্রতিটি      |         |
| ৩                                     | এ্যাশ (ash) নির্ণয়  | ৫০০/-                |         |
| ৪                                     | অর্দ্রতা (moisture) ও শুষ্ক পদার্থ (dry matter) নির্ণয়  | ৫০০/-                |         |
| ৫                                     | রেপিড নিউট্রিশনাল টেস্ট (NIR দ্বারা)   | ৫০০/-                |         |
| ৬                                     | স্টার্চ (starch) নির্ণয় / ইউরিয়া বা নন-প্রোটিন নাইট্রোজেন (এনপিএন) নির্ণয়                             | ২,০০০/- প্রতিটি      |         |
| ৭                                     | এআইএ (acid insoluble ash)/ sand/ silica নির্ণয়  | ২,০০০/-              |         |
| ৮                                     | এডিএফ (acid detergent fiber) নির্ণয়   | ২,০০০/-              |         |
| ৯                                     | এনডিএফ (neutral detergent fiber) নির্ণয়   | ১,০০০/-              |         |
| ১০                                    | লিগনিন (acid detergent lignin) / এনার্জি কনেটেন্ট বা ক্যালরি নির্ণয়                                     | ১,০০০/- প্রতিটি      |         |
| ১১                                    | রিফ্রাকটিভ ইনডেক্স (সুক্রোজ) / মোলাসেসের গুণাগুণ পরীক্ষা   | ২০০/-                |         |
| ১২                                    | প্রোটিনের দ্রবণীয়তা (সয়াবিন)   | ১,০০০/-              |         |
| ১৩                                    | ল্যাকটিক এসিড নির্ণয় (সাইলেজ)   | ২০০০/-               |         |
| ১৪                                    | তৈলের পার-অক্সাইড ও এসিড মান পরীক্ষা   | ১,০০০/-              |         |
| ১৫                                    | এ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন  | ১,০০০/-              |         |
| ১৬                                    | মিনারেল (ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, জিংক, আয়রন ইত্যাদি)  | ১,৫০০/- প্রতিটি      |         |
| ১৭                                    | হেভী মেটাল (লেড, আর্সেনিক, মার্কারি, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি )                                   | ২,৫০০/- প্রতিটি      |         |
| ১৮                                    | ফাইটেজ এন্টিভিটি   | ২,০০০/-              |         |
| ১৯                                    | ট্যানিন/স্যাপোনিন (এন্টি-নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টর এনালাইসিস)   | ২,০০০/-              |         |
| <b>২. রেসিডিউ ও বায়োলজিক্স শাখা</b>  |  |                      |         |
| ২০                                    | ভিটামিন এনালাইসিস (পানিতে দ্রবণীয়)  | ২,০০০/- প্রতিটি      |         |
| ২১                                    | ভিটামিন এনালাইসিস (চর্বিতে দ্রবণীয়)   | ৬,৫০০/- প্রতিটি      |         |
| ২২                                    | এমাইনো এসিড প্রোফাইল   | ৮,৫০০/-              |         |
| ২৩                                    | ফ্যাটি এসিড প্রোফাইল   | ৬,৫০০/-              |         |
| ২৪                                    | এন্টিবায়োটিক (স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন, অক্সিট্রেট্রোসাইক্লিন, ক্লোরট্রেট্রোসাইক্লিন, ডক্সিসাইক্লিন, ইত্যাদি) | ৩,০০০/- প্রতিটি      |         |
| ২৫                                    | এন্টিবায়োটিক রেসিডিউ (পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন, সিমথ্রোফ্রোজাসিন, এনরোফ্লোক্সাসিন ইত্যাদি)         | ৫,০০০/- প্রতিটি      |         |
| ২৬                                    | ক্রোরামফেনিকল নির্ণয়  | ৬,০০০/-              |         |
| ২৭                                    | নাইট্রোফিউরান (৪ টি মেটাবোলাইটস-AOZ, AMOZ, AHD & SEM)  | ৮,৫০০/-              |         |
| ২৮                                    | সালফা ড্রাগস এবং তার রেসিডিউ (সালফোনোমাইড, সালফামিথাজিন ইত্যাদি)   | ৫,০০০/- প্রতিটি      |         |
| ২৯                                    | এন্টিপ্রোটোজোয়াল ড্রাগ (মেট্রোনিডাজল ও অন্যান্য)  | ৫০০০/- প্রতিটি       |         |
| ৩০                                    | এ্যানথেলমেন্টিক্স রেসিডিউ (ফেনবেনডাজল, মেবেনডাজল ইত্যাদি), ডাই ও তার মেটাবোলাইটস                         | ৫,০০০/- প্রতিটি      |         |
| ৩১                                    | হরমোন ও স্টেরয়েড (ডেক্সামিথাসন, প্রেডনিসোলন ইত্যাদি)  | ৫,০০০/- প্রতিটি      |         |
| ৩২                                    | পেস্টিসাইড নির্ণয় (organochlorine)  | ২,৫০০/- প্রতিটি      |         |
| ৩৩                                    | আফলা টক্সিন (বি১, বি২, জি১, জি২, এম১, এম২, অকরাটক্সিন)   | ৬,৫০০/- প্রতিটি      |         |
| ৩৪                                    | টোটাল আফলা টক্সিন (বি১, বি২, জি১, জি২)   | ৬,৫০০/-              |         |
| ৩৫                                    | হিস্টামিন নির্ণয়  | ৪,০০০/-              |         |
| ৩৬                                    | ফরমালিন সহ অন্যান্য সমজাতীয় পদার্থ  | ১,২০০/- প্রতিটি      |         |
| ৩৭                                    | সিমেন্ট কোয়ালিটি (শুক্রাপুর পরিমাণ, গতিশীলতা, জীবিত শুক্রাপুর হার ইত্যাদি)                              | ২০০০/-               |         |

নমুনা পরীক্ষার ফি

| ক্রমিক                                      | পরীক্ষার ধরন   | প্রস্তাবিত ফি (টাকা) | মন্তব্য |
|---|--|----------------------|---------|
| <b>৩. প্রোডাক্ট কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখা</b> |  |                      |         |
| ৩৮  | প্রসেসড এনিম্যাল প্রোটিন (PAP) টেস্ট (Bovine and Porcine Derivatives)  | ৫,০০০/- প্রতিটি      |         |
| ৩৯  | এনিম্যাল প্রোটিনের উপস্থিতি নির্ণয় (Animal Derivatives)   | ৫,০০০/-              |         |
| ৪০  | ডিকমপোজিশন ও রেনসিডিটি টেস্ট   | ৩,০০০/-              |         |
| ৪১  | কৃত্রিম রং সনাক্তকরণ   | ৫০০/-                |         |
| ৪২  | দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের উপাদান নির্ণয় (আর্দ্রতা, টোটাল সলিডস, ফ্যাট, প্রোটিন, কেজিন, ল্যাকটোজ, লবণ, এসিডিটি, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ইত্যাদি)                            | ১,০০০/-              |         |
| ৪৩  | সোম্যাটিক সেল কাউন্ট ও ম্যাসটাইটিস সনাক্তকরণ   | ১,০০০/-              |         |
| ৪৪  | ভেজাল/অপমিশ্র সনাক্তকরণ (ইউরিয়া, স্টার্চ, সুগার, সুলফোন, গ্লুকোজ, ডিটারজেন্ট, ফরমালিন, সালফেট, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট, মেলামাইন, খাদ্য লবণ ইত্যাদি)                      | ৪,০০০/-              |         |
| ৪৫  | দুধের প্রজাতি সনাক্তকরণ/ সিনথেটিক (কৃত্রিম) দুধ  | ৫,০০০/-              |         |
| ৪৬  | কৃত্রিম ডিম সনাক্তকরণ  | ৫,০০০/-              |         |
| ৪৭  | ডিমের গ্রেড নির্ণয় বা এগ গ্রেডিং  | ৫০০/-                |         |
| ৪৮  | মিনারেল এনালাইসিস (ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লিথিয়াম, বেরিয়াম)   | ১,৫০০/- প্রতিটি      |         |
| ৪৯  | ফিজিক্যাল ও সেন্সরি এনালাইসিস  | ৩০০/-                |         |
| ৫০  | টেক্সচার এনালাইসিস (Hardness, Firmness, Elasticity, Softness, Springiness and Adhesiveness)  | ১,০০০/-              |         |
| ৫১  | আর্দ্রতা এন্ড ড্রাই ম্যাটার  | ৫০০/-                |         |
| ৫২  | Melachite green test   | ৩০০/-                |         |
| ৫৩  | মাংসের প্রজাতি সনাক্তকরণ (Beef and Pork)   | ৫,০০০/-              |         |
| ৫৪  | ডিমের সেন্সরি এনালাইসিস ও প্রোটিন কোয়ালিটি নির্ণয় (Haugh Unit Method)  | ৫০০/-                |         |
| ৫৫  | পানির মান নির্ণয় (pH/স্যালাইনিটি/কনডাক্টিভিটি/রেজিস্টিভিটি/টিডিএস/দ্রবীভূত অক্সিজেন ইত্যাদি)  | ২০০/- প্রতিটি        |         |
| ৫৬  | Turbidity নির্ণয়  | ৩০০/-                |         |
| ৫৭  | Chemical Oxygen Demand (COD নির্ণয়)   | ২,০০০/-              |         |
| ৫৮  | Biological Oxygen Demand (BOD নির্ণয়)   | ২,৫০০/-              |         |
| ৫৯  | Total coliform এবং E. Coli নির্ণয়   | ৩,০০০/-              |         |
| <b>৪. মাইক্রোবিয়াল ফুড সেফটি শাখা</b>      |  |                      |         |
| ৬০  | ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ (বেনিফিসিয়াল/স্পায়ালোজ/জুনোটিক/অন্যান্য)  | ১,০০০/- প্রতিটি      |         |
| ৬১  | এ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়াল কাউন্ট   | ১,৫০০/-              |         |
| ৬২  | বেনিফিসিয়াল ব্যাকটেরিয়াল কাউন্ট  | ১,৫০০/-              |         |
| ৬৩  | ইনডিকেটর ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ ও কাউন্ট (কলিফরম, ফিকাল কলিফরম, ই-কলাই, ব্যাসিলাস, ক্যাম্পাইলোব্যাকটর, সালমোনেলা, স্টেফাইলোকক্কাস, শিজেলা, সিউডোমোনাস, ভিব্রিও, ইত্যাদি) | ১,৫০০/- প্রতিটি      |         |
| ৬৪  | ইস্ট এবং মোল্ড সনাক্তকরণ ও কাউন্ট  | ১,৫০০/-              |         |
| ৬৫  | এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া/জিন সনাক্তকরণ  | ৩,০০০/-              |         |
| ৬৬  | ভিরুলেন্ট জিন সনাক্তকরণ  | ৩,০০০/-              |         |
| ৬৭  | প্রিয়ন (ম্যাড কাউ) জিন সনাক্তকরণ  | ৩,০০০/-              |         |
| ৬৮  | ভাইরাস সনাক্তকরণ (এফএমডি, হেপাটাইটিস, এভিয়ান ইনফ্লুয়েন্জা ইত্যাদি)   | ৩,০০০/- প্রজাতি      |         |
| ৬৯  | পরজীবি সনাক্তকরণ (টিনিয়া, ইকাইনোকক্কাস, টক্সোপ্লাজমা গোনডি, ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম, এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, ট্রাইসিনেলা) (মাইক্রোস্কোপির মাধ্যমে)                        | ১০০/-                |         |
| ৭০  | সুনির্দিষ্টভাবে পরজীবি সনাক্তকরণ (টিনিয়া, ইকাইনোকক্কাস, টক্সোপ্লাজমা গোনডি, ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম, এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, ট্রাইসিনেলা ইত্যাদি) (পিসিআর দ্বারা)         | ৩,০০০/- প্রজাতি      |         |

\*তালিকাভুক্ত নয় এমন পরীক্ষার ফি সমজাতীয় অন্য পরীক্ষার হারে নির্ধারিত হবে। সকল ফি'র সাথে বিধি মোতাবেক ভ্যাট প্রযোজ্য।

## কনফারেন্স হল ও ডরমিটরির ভাড়া হার

## ক. কনফারেন্স হলের ভাড়া

প্রতিদিনের জন্য ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা

## খ. ডরমিটরির ভাড়া

| ক্রমিক   | অবস্থানকারীর ধরন  | কক্ষের ভাড়া প্রতিদিন জনপ্রতি (টাকা)                     | মন্তব্য |
|--|---|--|---------|
| ০১   | মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির কর্মকর্তা  | ১০০/-  |         |
| ০২   | মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির কর্মচারী   | ৫০/-   |         |
| ০৩   | এ ল্যাবরেটরির কাজে সহযোগিতার জন্য এবং এ ল্যাবরেটরির কনফারেন্স হলে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি কর্তৃক অথবা অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বৈজ্ঞানিক কর্মশালা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম এ আগত কোন বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ কোন ব্যক্তি | ৫০০/- (সাধারণ কক্ষ)<br>১,০০০/- (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ) |         |
| বিঃ দ্রঃ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির কাজের প্রয়োজনে কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রাত্রি যাপনের প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বিনা ভাড়ায় ডরমিটরিতে অবস্থান করতে পারবেন। |   |  |         |

বি.দ্র. ১। বর্ণিত ভাড়ার সাথে বিধি মোতাবেক ভ্যাট প্রযোজ্য।

২। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ অন্য কোন অনিবার্য কারণে কনফারেন্স হল ও ডরমিটরি ভাড়ার শর্তাদি পরিবর্তন হতে পারে।